ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি
(Matthew Henry Commentary)

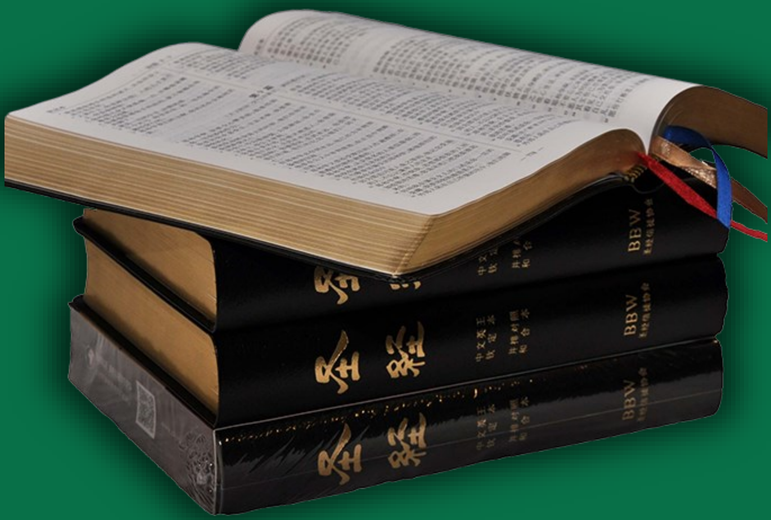

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের উপর লিখিত টীকাপুস্তক

Commentary on the Second Letter of Paul to the Corinthians

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের উপর লিখিত ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

BACIB | International Bible CHURCH

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Second Letter of Paul to the Corinthians

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)
   Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

ভূমিকা

প্রেরিত পৌল তাঁর বিগত পত্রে ম্যাসিডোনিয়া অতিক্রম করার সময় করিন্থে আসার ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (১ করিন্থীয় ১৬:৫), কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় বেশ কিছু দিন এই যাত্রা থেকে বিরত ছিলেন, তাই তিনি প্রথম পত্রটি লেখার প্রায় বছর খানেক পরে এই দ্বিতীয় পত্রটি লেখেন। আর সম্ভবত এই পত্রটি রচনা করার পেছনে দু'টি মূল উদ্দেশ্য ছিল:-

১. সেই ব্যভিচারী ব্যক্তির বিষয়ে বলা, যাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তিনি নির্দেশ দেন যেন তাকে আবারও তাদের মধ্যে গ্রহণ করে নেওয়া হয় এবং এক সহভাগিতায় মিলিত করা হয়। তিনি এই কারণে তাদেরকে নির্দেশনা দিলেন (অধ্যায় ২), এবং পরবর্তীতে (অধ্যায় ৭) তিনি এই ঘোষণা দিলেন যে, তিনি এই বিষয়ে তাদের উত্তম আচরণ ও বুদ্ধিপূর্ণ পদক্ষেপের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন।

২. যিরূশালেমের পবিত্র লোকদের জন্য যে দান তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছিল সে বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন এবং করিন্থীয়দেরকে এই তহবিল গঠনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি তাগাদা দিলেন, ২ করিন্থীয় ৮:৯।

আরও বেশ কিছু ভিন্ন বিষয় এই পত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্টি কাড়ে; যেমন:-

ক. প্রেরিত পৌল বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সুসমাচার প্রচার করার জন্য যে পরিশ্রম করেছেন ও সেসব স্থানে যে সাফল্য অর্জন করেছেন সে সকল বিষয়, ২ করিন্থীয় অধ্যায় ২।

খ. তিনি পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের প্রত্যাদেশের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, অধ্যায় ৩।

গ. তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা যে সকল কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হয়েছিলেন সে সকল বিষয় এবং তাদের অধ্যবসায় ও ধৈর্যের প্রতি উৎসাহ দানের বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন, অধ্যায় ৪, ৫।

ঘ. তিনি করিন্থীয়দেরকে এই বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যেন তারা অবিশ্বাসীদের সাথে নিজেদেরকে মিশিয়ে না ফেলে, অধ্যায় ৬।

ঙ. তিনি তাঁর নিজেকে এবং তার প্রৈরিতিক দায়িত্বের বিপক্ষে যে সকল মিথ্যে অভিযোগ উঠেছিল তা খণ্ডন করেছেন এবং করিন্থে যারা তার সুনাম ক্ষুণ্ন করতে চেয়েছিল সেই সমস্ত ভণ্ড শিক্ষকদের প্রতি তিনি তিরস্কার করেছেন, অধ্যায় ১০-১২।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১

ভূমিকার পর (পদ ১, ২) প্রেরিত পৌল তাঁর বিভিন্ন সমস্যা এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার কথা উল্লেখ করে তাঁর নিজের কথা শুরু করেছেন, যার মুখোমুখি তিনি হয়েছিলেন এশিয়াতে গিয়ে। তিনি এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন (পদ ৩-৬) এবং করিন্থীয়দের আত্মিক সমৃদ্ধির জন্য কিছু নির্দেশনা ও শিক্ষা দিলেন, পদ ৭-১১। এরপর তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক ও অকৃত্রিম দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন (পদ ১২-১৪), এবং এরপর তিনি তাঁর নিজের বিশ্বস্ততা ও একাগ্রতার বিষয়ে যে অভিযোগ এসেছিল সে বিষয়ে নিজেকে দোষমুক্ত করলেন, পদ ১৫-২৪।

২ করিন্থীয় ১:১-২ পদ

এই পদগুলো হচ্ছে এই অধ্যায়ের ভূমিকা, যেখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. পৌলের সাক্ষর ও নাম উল্লেখ। এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে:-

১. যে ব্যক্তির কাছ থেকে এই পত্রটি এসেছিল বা যিনি এই পত্রটি লিখেছিলেন, তিনি হচ্ছে পৌল, যিনি নিজেকে উল্লেখ করেছেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত হিসেবে। পৌলের এই প্রৈরিতিক দায়িত্ব যীশু খ্রীষ্ট নিজে অভিষেক দান করেছিলেন; এবং পৌলকে এই কাজের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট, এবং তা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে। তিনি এই পত্রটি লেখার সময় তীমথিকে যুক্ত করেছেন; এর কারণ এই নয় যে, তীমথির সাহায্য তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু দুই জন সাক্ষীর মুখ থেকে যে কথা নির্গত হয় তা সত্য বলে নিষ্পন্ন হয়। আর এখানে তিনি তীমথিকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন (হতে পারে সার্বজনীন খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের কথা বোঝাতে, কিংবা তাঁর পরিচর্যা কাজে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে), যা এই মহান প্রেরিতের নম্রতার প্রকাশ ঘটায়। তিনি চেয়েছিলেন যেন তীমথিকে তিনি করিন্থীয়দের কাছে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, যদিও তিনি সে সময় যুবক ছিলেন, তথাপি তিনি তিনি বিভিন্ন মণ্ডলীতে তীমথিকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে চেয়েছিলেন।

২. যে সকল ব্যক্তির কাছে এই পত্রটি প্রেরণ করা হয়েছিল, অর্থাৎ করিন্থে ঈশ্বরের মণ্ডলীর কাছে। প্রকৃত অর্থে শুধুমাত্র তাদের কাছে নয়, বরং আখায়ার যত ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি ছিলেন তাদের সকলের কাছেই প্রেরণ করা হয়েছিল, অর্থাৎ যে সকল খ্রীষ্টান এই প্রদেশে এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করতেন তাদের সকলের কাছেই এই পত্রটি প্রেরণ করা হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, যীশু খ্রীষ্টতে শহরের বাসিন্দা এবং গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না; আখায়ার সকল অধিবাসীকেই ঈশ্বর এক চোখে দেখেছেন।

খ. সম্ভাষণ বা প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, যা তিনি তাঁর বিগত পত্রের একইভাবে দিয়েছিলেন; আর এখানে পৌল এই করিন্থীয়দের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত দু'টি আশীর্বাদ দান করছেন, অনুগ্রহ এবং শান্তি। এই দু'টি আশীর্বাদ একত্রে মিলে সত্যিকার অর্থে দারুনভাবে মঙ্গল সাধন করে, কারণ সত্যিকার অনুগ্রহ ছাড়া কোনভাবেই ভাল এবং স্থায়ী শান্তি লাভ করা সম্ভব; এবং এই উভয় আশীর্বাদই আসে আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে, যিনি আমাদের অর্থাৎ পতিত মানুষের প্রতি এই সকল দান ও অনুগ্রহ প্রদানের মালিক এবং যার কাছে এর জন্য প্রার্থনা করলে আমরা তা পাই।

২ করিন্থীয় ১:৩-৬ পদ

ভূমিকা শেষ হওয়ার পর পৌল তাঁর এবং তার সহকর্মীদের বহুবিধ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাদের প্রতি ঈশ্বর যে মঙ্গলময়তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার জন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন, যা তিনি বলেছেন ঈশ্বরের স্বর্গীয় গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করার জন্য (পদ ৩-৬); এবং এটি অবশ্যই পালনীয় যে, সমস্ত বিষয়ে এবং সব কিছুর প্রথমে অবশ্যই ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে হবে। লক্ষ্য করুন:-

ক. পৌল যাঁকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন, যাঁকে তিনি সকল আশীর্বাদ এবং প্রশংসা দান করলেন, তিনি হচ্ছেন অনুগ্রহশীল ঈশ্বর, একমাত্র যাঁকেই প্রশংসা ও মহিমা দান করা যায়, যাঁকে তিনি একাধিক গৌরবময় ও কাঙ্ক্ষিত উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

১. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা এবং ঈশ্বর: *ho Theos kai pater tou Kyriou hemon Iesou Christou*; ঈশ্বর চিরকাল যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় সত্তার পিতা ছিলেন এবং থাকবেন। অন্য দিকে তিনি তাঁকে কুমারী মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে অলৌকিকভাবে মানবীয় সত্তা দান করেছেন বলে তিনি খ্রীষ্টের মানব সত্তারও ঈশ্বর। আর যীশু খ্রীষ্ট নিয়ম স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং আমাদের পিতা ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের ত্রাণকর্তা ও আমাদের ঈশ্বর হয়েছেন, যোহন ২০:১৭। পুরাতন নিয়মে আমরা অনেক সময় এই উপাধিটি দেখতে পাই, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর, যা তাদের সাথে এবং তাদের বংশের সাথে ঈশ্বরের চুক্তির সম্পর্কের কথা বলে; এবং নতুন নিয়মে ঈশ্বরকে প্রকাশ করা হয়েছে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ও ঈশ্বর– এই নামে, যা মধ্যস্থতাকারী ও তার আত্মিক বংশধর হিসেবে তার চুক্তিগত সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে, গালাতীয় ৩:১৬।

২. করুণাময় পিতা: ঈশ্বরের ভেতরে যথেষ্ট পরিমাণে করুণা ও দয়া বিদ্যমান রয়েছে এবং সকল দয়ার উৎস প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নিজে। দয়া তাঁর সত্তার পরিচায়ক এবং তিনি দয়া দেখাতে আনন্দিত হন। তিনি দয়াতে প্রীত হন, মীখা ৭:১৮।

৩. সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর: তাঁর কাছ থেকেই আমাদের মহান সান্ত্বনা দানকারীর উদ্ভব

ঘটেছে, যোহন ১৫:২৬। তিনি আমাদের অন্তরে সকল স্বস্তি ও শান্তি দান করে থাকেন, পদ ২২। আমাদের সকল সান্ত্বনা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে এবং আমাদের সকল সুমিষ্ট শান্তি ও সুখ তাঁর মধ্যেই নিহিত আছে।

খ. পৌলের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণগুলো হচ্ছে এই:-

১. তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সকল বিষয়ে উপকৃত হয়েছেন তার জন্য; কারণ ঈশ্বর তাঁদেরকে সমস্ত ক্লেশের মধ্যে সান্ত্বনা দান করেছেন, পদ ৪। এই পৃথিবীতে তাঁদের অনেক সমস্যা ছিল, অনেক কষ্ট ও দুঃখে ও সমস্যায় তাঁরা জর্জরিত ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্টতে তাঁরা শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। প্রেরিতরা বহু নির্যাতনের মুখে পড়েছেন, কিন্তু তাঁরা সব কিছুর মধ্যেই সান্ত্বনা লাভ করেছেন। তাদের এই কষ্টভোগকে বলা হয়েছে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ, পদ ৫, কারণ খ্রীষ্ট তাঁর সহকর্মীদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যখন তাঁরা তাঁর জন্য কষ্ট ও দুঃখভোগ করেছিলেন। তাঁদের এই কষ্ট ও দুঃখভোগের কথা বলে শেষ করা যাবে না, কিন্তু তাঁরা কোনভাবে এর জন্য দুঃখিত নন, কারণ এই সকল কষ্ট ও দুঃখের জন্য খ্রীষ্ট তাঁদেরকে যে সান্ত্বনা দান করেছেন তাতে করে তাঁদের সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে। লক্ষ্য করুন:-

(১) যখন আমরা ঈশ্বরের দয়া ও করুণার সান্ত্বনা গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে প্রতিপন্ন হই, সে সময় অবশ্যই আমাদের নিজেদেরকে আগে তাঁর গৌরব ও মহিমার জন্য ব্যবহার করতে হবে।

(২) তখন আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে এবং তার মহানুভবতা সম্পর্কে বলতে পারি, যখন আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে এর অভিজ্ঞতা লাভ করবো, এবং অন্যদেরকে এ কথা বলতে পারবো যে, ঈশ্বর আমাদের আত্মার জন্য কী করেছেন।

২. অন্যরা যে সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল; কারণ ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন তাঁরা এই সমস্যার মধ্যেও অন্যদের জন্য সান্ত্বনা দান করতে পারেন (পদ ৪)। তাঁরা যেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় মঙ্গলময়তা ও দয়ার অভিজ্ঞতার সহভাগিতা দান করেন এবং উত্তম ব্যক্তিদের কষ্টভোগ যে তাদের জন্য একটি চমৎকার গন্তব্য তৈরি করে রেখেছে সে বিষয়ে তাঁরা যেন জ্ঞান লাভ করেন (পদ ৬) যখন তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসে ও অধ্যবসায়ে স্থির থাকেন। লক্ষ্য করুন:

(১) ঈশ্বর আমাদেরকে যে সকল অনুগ্রহ দান করেছেন তার উদ্দেশ্য কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে আনন্দিত রাখা নয়, বরং অন্যদের জন্যও তা কার্যকর করে তোলা এর মূল উদ্দেশ্য।

(২) যদি আমরা উত্তম ব্যক্তিদের কষ্ট ও দুঃখের সময় তাদের যে বিশ্বাস ও অধ্যবসায় দেখা যায় তা অনুকরণ করি, তাহলে আমরা এই আশা করতে পারি যে, আমরা এখানে তাদের মত সান্ত্বনা লাভ করবো এবং পরবর্তী জীবনে তাদের সাথে পরিত্রাণের সহভাগিতা লাভ করবো, যা ঈশ্বর নিজে আমাদেরকে দেবেন।

২ করিন্থীয় ১:৭-১১ পদ

এই পদগুলোতে পৌল করিন্থীয়দের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য কথা বলেছেন; এবং তিনি তাদেরকে বলেছেন (পদ ৭) তার আশা বা দৃঢ় প্রত্যাশার কথা যে, তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের এই সকল দুঃখ কষ্ট যেন করিন্থীয়দের জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসে এবং তারা যেন এর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করে। তিনি চেয়েছেন যেন তাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে না পড়ে, বরং তাদের ভেতরে শান্তি ও সান্ত্বনা যেন বৃদ্ধি পায়। এই কারণে তিনি তাদেরকে বলেছেন:-

১. তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা কী ধরনের কষ্ট করেছেন (পদ ৮): হে ভাইয়েরা, এশিয়ায় আমাদের যে ক্লেশ ঘটেছিল, তোমরা যে সেই বিষয় অজ্ঞাত থাক তা আমাদের ইচ্ছা নয়। মণ্ডলীর এ কথা পরিষ্কারভাবেই জানা উচিত যে, পরিচর্যাকারীদের কী ধরনের দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। এটি নিশ্চিত নয় যে, এশিয়ার ঠিক কোন কষ্টভোগের কথা তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন; তবে হতে পারে সেটি ইফিষে দিমিত্রিয়ের তোলা গোলযোগের কথা, যা তিনি পূর্ববর্তী পত্রে উল্লেখ করেছেন (১ করিন্থীয় অধ্যায় ১৫), কিংবা অন্য কোন সমস্যার কথা; কারণ প্রেরিত পৌল প্রায়শই মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছিলেন। তবে এটি আসলেই বেশ খানিকটা নিশ্চিত হওয়ার মত বিষয় যে, তাঁদের উপরে মহা অত্যাচার নির্যাতন শুরু হয়েছিল। তাঁরা অতিরিক্ত দুঃখ ও কষ্টে ভারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, যার পরিমাণ অনেক বেশি ছিল এবং স্বাভাবিকের তুলনায় তা ছিল অনেক অনেক বেশি, কিংবা একজন খ্রীষ্টানের স্বাভাবিক যে মানসিক ও আত্মিক সহ্য ক্ষমতা থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি চাপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তিনি অনেক সময় মৃত্যুর মুখোমুখিও হয়েছেন, অনেক বারই তিনি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন (পদ ৮) এবং এ কথা ভেবেছিলেন যে, তাঁকে নিশ্চয়ই লোকেরা হত্যা করবে, কিংবা হতে পারে তিনি বহুবারই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন যা থেকে সজাগ আর নাও হতে পারতেন তিনি।

২. তাঁরা তাঁদের এই দুঃখ কষ্টের সময় কী করেছেন: তাঁরা ঈশ্বরের উপরে আস্থা ও বিশ্বাস বজায় রেখেছিলেন। আর তাঁদেরকে এই তীব্র অসহনীয় পরিস্থিতিতে নিয়ে আসা হয়েছিল যাতে করে তাঁরা নিজেদের উপরে আস্থা না রাখেন বরং ঈশ্বরের উপরে আস্থা রাখেন, পদ ৯। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর অনেক সময় তাঁর লোকদেরকে দারুন রকম দুঃখ কষ্টের মধ্যে আনেন, যাতে করে তারা তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করার জন্য যে অক্ষমতা তা উপলব্ধি করতে পারে এবং তারা যেন তাদের সমস্ত আশা ও আস্থা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপরে স্থাপন করে। আমাদের সমস্যা ও জটিলতার তীব্রতা ঈশ্বরের কাজের জন্য সুযোগ বের করে দেয়। আমরা যখন জানতে পারবো যে, মৃত্যু আসছে, তখন অবশ্যই আমাদের উচিত হবে আমাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য ঈশ্বরের উপরে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা এবং তাঁকে আমাদের নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া, নিজেদের উপরে কোনভাবে আর আস্থা ও নির্ভরতা না রাখা, কারণ তিনি মৃতদেরকে কবর থেকে উত্থাপিত করে জীবিত করে

তুলতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের জীবন হারাতে দেবেন না, পদ ৯। মৃতদেরকে জীবিত করা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ক্ষমতার একটি উদাহরণ। যিনি এই কাজ করতে পারেন তিনি অবশ্যই যে কোন কাজ করতে পারেন, এবং তাঁকে আমরা সব সময় বিশ্বাস করতে পারি ও তাঁর উপরে নির্ভর করতে পারি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অব্রাহাম তাঁর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি সব সময় ঈশ্বরের উপরে তাঁর আস্থা ও নির্ভরতা স্থাপন করেছিলেন, কোন প্রশ্ন না রেখেই। এই স্বর্গীয় সত্যের উপরে নির্ভর করেই অব্রাহামের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল: তিনি ঈশ্বরতে বিশ্বাস করেছিলেন, যিনি মৃতদেরকে জীবিত করে তোলেন, রোমীয় ৪:১৭। যদি আমরা এতটাই খারাপ অবস্থায় পড়ি যে, আমাদের জীবনের নিশ্চয়তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়, তাহলে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করা, যিনি আমাদের শুধুমাত্র যে দরজা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন তা নয়, সেই সাথে তিনি আমাদেরকে মৃত্যুর থাবা ও চোয়ালের মধ্য থেকেও ফিরিয়ে আনতে পারেন।

৩. তাঁরা যেভাবে উদ্ধার লাভ করেছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং ঈশ্বরের এই তৎপরতা সব সময় তাঁদের প্রতি বহাল থাকবে। তাঁদের আশা এবং আস্থা বৃথা যায় নি, কিংবা অন্য যে কেউ তাঁর উপরে আস্থা আনবে সে বিব্রত হবে না। ঈশ্বর তাঁদেরকে উদ্ধার করেছেন এবং এখনও তিনি তাঁদেরকে উদ্ধার করেন, পদ ১০। ঈশ্বরের সাহায্য পেয়ে তাঁরা সেই দিন থেকে কাজ করে চলেছেন, প্রেরিত ২৬:২২।

৪. এই উদ্ধার থেকে তাঁরা কী বুঝতে পেরেছেন: আমরা এ কথা বিশ্বাস করি যে, তিনি এখনও আমাদেরকে উদ্ধার করবেন (পদ ১০), ঈশ্বর আমাদেরকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত সমস্যা ও জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন এবং আমাদেরকে তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করে রাখবেন। লক্ষ্য করুন, অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য দারুন রকম উৎসাহ উদ্দীপনা বয়ে নিয়ে আসে যেন আমরা বিশ্বাস করি ও প্রত্যাশা করি, এবং তা বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরের উপরে নিঃশঙ্কোচে আস্থা রাখতে আমাদেরকে উৎসাহ দেয়। আমরা আমাদের নিজেদেরকেই অপমানিত করবো, যদি আমরা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা নিয়ে ঈশ্বরের উপরে আস্থা না রাখি, যিনি আমাদেরকে সকল বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করে থাকেন। দায়ূদ যখন একজন তরুণ ছিলেন, যখন তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অল্প, তখনও তিনি এই কথা খুব ভাল করেই জানতেন, যা প্রেরিত এখন এই পত্রে বলছেন, ১ শমূয়েল ১৭:৩৭।

৫. এই ঘটনার প্রেক্ষিতে করিন্থীয়দের কাছে কী প্রত্যাশা করা হচ্ছিল: তারা যেন তাদের প্রার্থনা দ্বারা তাঁদেরকে সাহায্য করে (পদ ১১)। এই যে প্রার্থনার কথা বলা হচ্ছে তা ছিল সমবেত প্রার্থনা, যা মণ্ডলীর সকলে একত্রিত হয়ে একমত হয়ে কোন একটি বিষয়ে একত্রে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করতো। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের উপরে আমাদের বিশ্বাস ও আস্থার অর্জনের জন্য আমরা কোন কোন মাধ্যমের আশ্রয় নিতে পারি, আর এর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান মাধ্যমটি হচ্ছে প্রার্থনা, যার মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও আস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারি এবং আমাদের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা রয়েছে তা

সহজে আমরা বুঝতে পারি ও তাঁর উপরে প্রত্যাশা স্থাপন করতে পারি। আমাদের উচিত আমাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যান্যদের প্রতি অবশ্যই প্রার্থনা করা উচিত। প্রেরিত পৌল নিজে অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে প্রচুর প্রার্থনা করেছেন এবং তথাপি তিনি নিজে অন্যদের জন্যও প্রার্থনা করেছেন। যদি আমরা আমাদের প্রার্থনাতে একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করি, তাহলে আমরা এই আশা করতে পারি যে, আমরা প্রার্থনার উত্তর অবশ্যই পাব। আর এটি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যেন আমরা শুধু আমাদের নিজেদের জন্য প্রার্থনা না করি, বরং সেই সাথে যেন আমরা আমাদের সকল খ্রীষ্টান ভাইদের জন্য প্রার্থনা করি এবং তাদের জন্য সাহায্য কামনা করি, প্রার্থনাতে যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি যে সকল অনুগ্রহ আমাদেরকে দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারি।

২ করিন্থীয় ১:১২-১৪ পদ

এই পদগুলোতে পৌল তাদের কথোপকথনের আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে তাদের সততা ও ধার্মিকতার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তিনি কোন গর্ব বা ঔদ্ধত্ব বা কোন অসার অহঙ্কার করার মধ্য দিয়ে এই কাজ করেন নি, বরং তিনি প্রার্থনাতে সাহায্য কামনা করার জন্য এই সকল কথা উল্লেখ করেছেন, যেন ঈশ্বরের প্রতি তাদের এই নির্ভরতা আরও বেশি বৃদ্ধি পায় (ইব্রীয় ১৩:১৮)। সেই সাথে তাঁর নিজের বিষয়ে করিন্থীয় মণ্ডলীর কোন কোন মানুষের ভুল ধারণা থাকার কারণ তাঁর এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দান করার প্রয়োজন ছিল। এই সমস্ত লোকেরা অযথা পৌলের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর কাজের বিষয়ে অপমান সূচক কথা বলেছিল এবং তারা তাঁর প্রৈরিতিক অভিষেক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।

ক. তিনি আনন্দের সাথে তার বিবেকের ও সৎ চেতনার সাক্ষ্যের প্রতি আবেদন রেখেছেন (পদ ১২), যেখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. যে সাক্ষীর বিষয়ে কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ বিবেক, যা হাজারো সাক্ষীর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আমাদের আত্মায় ঈশ্বরের এটি প্রতিনিধি এবং বিবেকের কণ্ঠ স্বর হচ্ছে ঈশ্বরেরই কণ্ঠস্বর। তারা বিবেকের সাক্ষ্য শুনে আনন্দিত হয়, যখন তাদের শত্রুরা তাদেরকে তিরস্কার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। লক্ষ্য করুন, আমাদের জন্য বিবেকের সাক্ষ্য যদি সঠিক হয় এবং যথাযথ ভিত্তির উপরে স্থাপিত হয়, তাহলে এটি আমাদের জন্য সব সময়কার এবং সকল পরিস্থিতির একটি আনন্দের বিষয় হবে।

২. এই সাক্ষী যে সাক্ষ্য দান করেছিল। এখানে বিবেক যে বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিল সে বিষয়ে বলা হয়েছে:-

(১) তাদের কথোপকথন সম্পর্কে, তাদের জীবন যাপনের চলমান গতিধারা এবং প্রণালী সম্পর্কে: যার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের নিজেদেরকে বিচার বিবেচনা করতে পারি, কোন একটি বা দু'টি একক কাজের দ্বারা নয়।

(২) তাদের কথোপকথনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে; আর তা ছিল সাধাসিধে, কিন্তু তাতে ছিল ঈশ্বরের আন্তরিকতা। এই আশীর্বাদপ্রাপ্ত প্রেরিত ছিলেন একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, একজন সরল মনের মানুষ; তাঁকে খুব সহজেই সৎ ও পবিত্র বলে চিহ্নিত করা যায়। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন না, যাকে দেখে যা মনে হয় আসলে বাস্তবে তা নয়, বরং তিনি ছিলেন খাঁটি, পবিত্র এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ একজন মানুষ।

(৩) এই নীতির কথা চিন্তা করে তারা তাদের সমস্ত কথোপকথন চালিয়েছেন, এই পৃথিবীতে এবং এই করিন্থীয়দের মধ্যে; এবং এটি কোন মাংসিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিল না, কিংবা কোন পার্থিব রাজনীতি বা দর্শনও ছিল না, বরং তা ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তাদের অন্তরে একটি অতি প্রয়োজনীয় মহা মূল্যবান নীতি, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, এবং ঈশ্বরের কাছেই যার উৎপত্তি হয়েছে। তখন আমাদের সমস্ত কথোপকথন সঠিক উপায়ে পরিচালিত হবে, যখন আমরা আমাদের অন্তরে এ ধরনের একটি চির আকাঙ্ক্ষিত এবং মহান নীতি দ্বারা আমরা চালিত হব এবং প্রভাবিত হব।

খ. তিনি আশা ও বিশ্বাস নিয়ে করিন্থীয়দের জ্ঞানের প্রতি আবেদন রাখলেন, পদ ১৩, ১৪। তাদের কথোপকথন অংশত করিন্থীয়দের পর্যক্ষেণের অধীনে ছিল এবং তারা খুব ভাল করেই জানতো যে, তারা কীভাবে করিন্থীয়দের সাথে আচরণ করেছেন, কীভাবে পবিত্রতায়, ন্যায় সঙ্গতভাবে এবং নির্দোষনীয়ভাবে তারা আচরণ করেছেন। তারা কখনো তাদের মধ্যে অসততার বা মন্দ কোন কিছু দেখেন নি। তারা অংশত এই বিষয়টি ইতোমধ্যে জ্ঞাত হয়েছে, এবং তিনি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করেন নি যে, তারা শেষ পর্যন্ত এই জ্ঞান প্রাপ্ত অবস্থায় থাকবে, অর্থাৎ তারা কখনো সজ্ঞানে তাঁর বিষয়ে ভিন্ন বা নেতিবাচক কোন কিছু বলতে পারবে না, বরং তারা এটাই স্বীকার করবে যে, তিনি ছিলেন একজন সৎ মানুষ। আর সেই কারণে কারণে তারা একে অপরের সাথে পারস্পরিকভাবে আনন্দ করবে। আমরা যেমন তোমাদের শ্লাঘার কারণ, তেমনি আমাদের প্রভু যীশুর আসার দিনে তোমরাও আমাদের শ্লাঘার কারণ হবে। লক্ষ্য করুন, এটি অবশ্যই আনন্দের বিষয়, যখন পরিচর্যাকারীরা এবং লোকেরা একে অপরের প্রতি আনন্দিত হয়; এবং এই আনন্দ সেই দিনে সম্পূর্ণ হবে, যখন ঈশ্বরের মেষদের মহান মেষপালক আবির্ভূত হবেন।

২ করিন্থীয় ১:১৫-২৪ পদ

প্রেরিত পৌল এখানে তাঁর ভেতরে একাগ্রতার ও আন্তরিকতার অভাব থাকার বিষয়ে বা তাঁর ভেতরে চাঞ্চল্য প্রকাশ পাওয়ার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা খণ্ডন করেছেন, আর এই কাজ করতে গিয়ে তিনি করিন্থে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন তা নয়। সেখানে তাঁর শত্রুরা ও বিরোধিতাকারীরা সমস্ত রকমভাবে তাঁর চরিত্রকে কলুষিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিল, আর তারা এর মধ্য দিয়ে চেয়েছিল পৌলের ব্যক্তিত্বকে অবমাননা করতে এবং তাঁর প্রৈরিতিক দায়িত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে। এখন এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তিনি নিজে যা বলেছেন তা আমরা দেখি:-

ক. তিনি তাঁর পরিকল্পনা পূরণের জন্য তাঁর আন্তরিকতার ব্যাপারে নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করেছেন (পদ ১৫-১৭), আর তিনি এই কাজটি করেছেন তাঁর প্রতি তাদের উত্তম মতামতের ভিত্তিতে, এবং তিনি জানতেন যে, তারা তাঁকে বিশ্বাস করবে, যখন তিনি তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দেবেন যে, তাঁর মনে আছে, কিংবা তিনি আসলেই এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাদের কাছে আসতে চেয়েছিলেন এবং তার একটি উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তা এ কারণে নয় যে, তিনি কিছু লাভ করতে পারবেন, কিন্তু এই কারণে যে, তিনি নিশ্চয়ই একটি দ্বিতীয় সুযোগ লাভ করতে পারবেন, অর্থাৎ তাঁর পরিচর্যা কাজের আরেকটি দিক তিনি উন্মোচিত করতে পারবেন। তিনি তাদেরকে এই কথা বললেন যে, তিনি এই কাজ করার জন্য চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নি (পদ ১৭), অর্থাৎ তিনি তাঁর নিজের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এই পরিকল্পনা করেন নি (কারণ তাঁর উদ্দেশ্য মাংসিক অভিলাষ অনুসারে করা হয় নি, তার ভেতরে কোন পার্থিব বিষয় লাভের চেষ্টা ছিল না), এই কারণে এটি কোন তাড়াহুড়ো করে বা ভালভাবে চিন্তা না করে নেওয়া কোন সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা ছিল না, কারণ তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি ম্যাসিডোনিয়া থেকে আসার পথে আবার তাদের কাছে যাবেন এবং সেখান থেকে আবার যিহূদীয়াতে চলে যাবেন (পদ ১৬), আর সেই কারণে তারা নিশ্চয়ই ধারণা করেছিল যে, তাঁর এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে; আর তারা এটাও ভেবেছিল তিনি আসলে সব সময় হ্যাঁ বলে থাকলে হ্যাঁ-ই বলে থাকেন এবং একবার না বলে থাকলে না-ই বলে থাকেন, পদ ১৭। তাঁকে অস্থিরচিত্ত এবং চপলমতি হিসেবে আখ্যা দেওয়া মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়, কিংবা তাঁর কথায় এবং কাজে মিল ছিল না এটাও মোটেও ঠিক কথা নয়। লক্ষ্য করুন, উত্তম ব্যক্তিদের অবশ্যই তাদের সম্মান এবং সুনাম বজায় রাখার জন্য সব সময় সজাগ থাকা প্রয়োজন। তাদের অবশ্যই এমন কিছু করা নয়, যা বিতর্কের জন্ম দেবে। তারা যে সিদ্ধান্ত একবার নেবেন, তা কোনভাবেই আর পরিবর্তন করা উচিত নয়, যদি না এতে কোন বিশেষ কোন যুক্তি দেখানো যায়।

খ. তিনি করিন্থীয়দেরকে কখনোই এটা বোঝাতে চান নি যে, তাঁর সুসমাচার ছিল মিথ্যে বা অনিশ্চিত, কিংবা এমনও নয় যে, তা নিজের বিরোধিতা করে, কিংবা সত্যকে পরিবর্তন করে, পদ ১৮, ১৯। কারণ যদি সুসমাচার তা-ই হত, অর্থাৎ তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা যদি পার্থিব চিন্তা থেকে জাগ্রত হত, কিংবা তিনি তাদেরকে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছেন সেগুলো যদি আসলেই মিথ্যে হত (যে অভিযোগে তাঁকে অন্যায্যভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং অনেকে এই পদ থেকে এমনটাই বুঝে থাকেন, পদ ১৮, ঈশ্বর যেমন বিশ্বাস্য, তেমনি তোমাদের প্রতি আমাদের কথা 'হাঁ' আবার 'না" হয় না), তথাপি এটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না যে, সুসমাচার শুধু তো তাঁর মধ্য দিয়ে প্রচারকৃত হয় নি, বরং বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর সাথে একই ধারাবাহিকতায় সুসমাচার প্রচার করেছেন এবং তাদের বক্তব্য ও সুসমাচারের বাণীতে কোন ভিন্নতা ছিল না, কিংবা তা কোনভাবেই মিথ্যে বা সন্দেহ পূর্ণ বলে অভিহিত করার অবকাশ ছিল না। কারণ ঈশ্বর সত্য, এবং ঈশ্বরের পুত্র, যীশু খ্রীষ্টও সত্য। ঈশ্বর সত্য এবং অনন্ত জীবন সত্য। যে যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রেরিতরা প্রচার করতেন, তার ভেতরে হ্যাঁ এবং না ছিল না, বরং তার ভেতরে ছিল হ্যাঁ (পদ ১৯), অব্যর্থ সত্য ছাড়া আর কিছুই

ছিল না তার ভেতরে। আর খ্রীষ্টতে ঈশ্বরের যে সকল প্রতিজ্ঞা, তা হ্যাঁ এবং না নয়, বরং হ্যাঁ এবং আমেন, পদ ২০। খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতিটি অংশে রয়েছে অলঙ্ঘনীয় স্থিরতা ও প্রশ্নাতীত যথার্থতা। যদি এই প্রতিজ্ঞা য় পরিচর্যাকারীরা সুসমাচারকে তাদের ইচ্ছা মত প্রকাশ করতেন এবং তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তা ব্যবহার করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই লোকেরা তাদের একেক জনের প্রচার একেক রকম হিসেবে দেখতো। কিন্তু তা কখনোই দৃষ্ট হয় নি, এবং উপরন্তু সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা অত্যন্ত স্থির ও স্থায়ী, আর তাই তারা যা কিছু প্রচার করেন তা সর্বদাই হয় অব্যর্থ ও অপরিবর্তনীয়, যা কখনো পরিবর্তন হবে না। মন্দ মানুষেরা মিথ্যা, ভাল মানুষেরা ভুল করে, কিন্তু ঈশ্বর সত্য, তিনি কখনো ভুল করেন না কিংবা মিথ্যা বলেন না। পৌল স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞার স্থিরতার কথা উল্লেখ করে এই মহান ও সুমিষ্ট সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করেছেন, যার মাধ্যমে আমরা এই প্রমাণ পেয়ে এসেছি যে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সব সময়ই হ্যাঁ এবং আমেন। কারণ:-

১. এই প্রতিজ্ঞা হচ্ছে সত্যের ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা (পদ ২০), যিনি মিথ্যা বলতে পারেন না, যাঁর সত্য এবং দয়া চিরকাল স্থায়ী থাকে।

২. এই সকল প্রতিজ্ঞা স্থাপন করা হয়েছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে (পদ ২০), যিনি আমেন, সত্য এবং বিশ্বস্ত সাক্ষী; তিনি প্রতিজ্ঞার চুক্তি কিনে নিয়েছেন এবং তা উন্নত করেছেন, আর তিনিই এই চুক্তির নিশ্চয়তা, ইব্রীয় ৭:২২।

৩. পবিত্র আত্মার দ্বারা এই প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। তিনি খ্রীষ্টানদেরকে সুসমাচারের বিশ্বাসে স্থির করিয়েছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর উৎসর্গের অনুগ্রহে অভিষেক দান করেছেন, যাতে পবিত্র শাস্ত্রে অনেক সময় অভিষেকের জলপাই তেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তিনিই তা সীলমোহর কৃত করেছেন, তাদের নিরাপত্তা এবং নিশ্চয়তার জন্য; আর তিনি তাদের অন্তরে নিজেকে মুদ্রাঙ্কিত করেছেন, পদ ২১, ২২। এই সীলমোহর তাঁর প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তা দান করে এবং এটি তাঁর জীবন দানের একটি অংশ। আত্মাকে অন্তরে আসন দান করা হচ্ছে অনন্ত জীবনের পথে আমাদের একটি বিরাট পদক্ষেপ; এবং আত্মার স্বস্তি ও শান্তি আমাদের অনন্ত জীবনের জন্য একটি অন্যকম আনন্দের বিষয়। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের যথার্থতা, খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা ও পবিত্র আত্মার কার্যক্রম এর সবই সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করার জন্য নিয়োজিত, যা আমাদের বংশধরদের জন্যও নিশ্চিত করা হয়েছে, আর এর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সকল গৌরব ও মহিমাসম্পন্ন হবে (পদ ২০), কারণ এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতাই হবেচ্ছ ঈশ্বরের মহান ও সার্বজনীন অনুগ্রহের মহিমা এবং অব্যর্থ সত্য ও বিশ্বস্ততার গৌরব।

গ. প্রেরিত পৌল এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, কেন তিনি আগের কথা মত করিন্থে এলেন না, পদ ২৩। তিনি আসলে তাদেরকে অব্যাহতি দিতে চেয়েছিলেন। এ কারণে তাদের উচিত তাঁর দয়া ও মহানুভবতার জন্য কৃতজ্ঞতা থাকা। তিনি জানতেন যে, তাদের ভেতরে নানা ধরনের বিশৃঙ্ক্ষলা ও মন্দতা রয়েছে, এবং তাদের এই সকল মন্দতার সঠিক সংস্কারের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তিনি তাদেরকে দয়া দেখাতে চাইলেন। তিনি তাদেরকে এই নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করলেন যে, এটাই হচ্ছে সত্যিকার যুক্তি, আর এই কারণে তিনি তাঁর

যাত্রাপুস্তক থেকে বিরত ছিলেন: আমি আপন প্রাণের দিব্যি দিয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে বলছি– তিনি এমনভাবে এই কথা বলেছিলেন যেন আর কেউ এতে কোন সন্দেহ পোষণ করতে না পারে এবং এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন না তোলে। জটিল কোন পরিস্থিতিতে এ ধরনের মারাত্মক শপথ করা যুক্তিযুক্ত ছিল, আসলে তাঁর নিজের ও তাঁর পরিচর্যা কাজের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল তা খণ্ডন করতে গেলে তাঁকে এভাবেই দিব্যি কাটতে হত। তিনি ভুল ত্রুটি এড়ানোর জন্য এর সাথে যুক্ত করেছেন যে, তিনি তাদের বিশ্বাসের উপরে কোনভাবে হস্তক্ষেপ করতে চান না, পদ ২৪। খ্রীষ্টই একমাত্র আমাদের বিশ্বাসে প্রভু; তিনি আমাদের বিশ্বাসের রচয়িতা এবং সম্পন্নকারী, ইব্রীয় ১২:২। তিনি আমাদের সামনে তা প্রকাশ করেছেন যার উপরে আমাদের বিশ্বাস করা উচিত। পৌল এবং আপল্লো এবং অন্যান্য আর সকল প্রেরিতরা ছিলেন কেবল মাত্র পরিচর্যাকারী, যাদের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে তারা বিশ্বাস করেছে (১ করিন্থীয় ৩:৫), এবং এ কারণে তারা তাদের আনন্দ লাভে সহায়তাকারী এবং বিশ্বাসের আনন্দের সহভাগী। আমরা বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি এবং নিরাপদে এবং স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করি। আমাদের শক্তি এবং সামর্থ আসে আমাদের বিশ্বাসের কারণে, এবং আমাদের সকল সান্ত্বনা এবং আনন্দও প্রবাহিত হয় বিশ্বাসের মধ্য থেকে।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ২

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, কেন তিনি করিন্থে আসেন নি, পদ ১-৪। এরপর তিনি সেই ব্যভিচারী ব্যক্তির বিষয়ে লিখেছেন, যাকে তারা একঘরে করে রেখেছিল; আর তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন যেন তারা তাকে আবার তাদের মাঝে ফিরিয়ে নেয় এবং সেই সাথে কেন তারা তা করবে সেই ব্যাপারেও তিনি ব্যাখ্যা করলেন (পদ ৫-১১), এবং এরপরে তিনি তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রচার কাজের জন্য কষ্টভোগ এবং তার ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত সাফল্যের বিষয়ে জানালেন, পদ ১২-১৭।

২ করিন্থীয় ২:১-৪ পদ

এই পদগুলোতে:-

১. পৌল এ বিষয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কেন তিনি করিন্থে এলেন না, যেমনটা আগেই কথা দেওয়া ছিল সে অনুসারে। মূলত এর কারণ হচ্ছে, তিনি তাদেরকে দুঃখ দিতে চান নি, কিংবা তিনি নিজে তাদের কাছ থেকে দুঃখ পেতে চান নি, পদ ১, ২। তিনি তাদের কাছে মনোদুঃখ নিয়ে না যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা তিনি খুব সহজেই করতে পারতেন। তিনি যদি সে সময় তাদের মধ্যে এ ধরনের কলঙ্কজনক ঘটনার কথা না শুনতেন, কিন্তু যদি তাদের মধ্যে এসে দেখতেন যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তাহলে হয়তো বা তিনি তাদের এবং তার নিজের উভয়েই মনোদুঃখের কারণ তৈরি করতেন, কারণ তিনি সেখানে যে আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে তাদের সাথে দেখা করতে যেতেন, সেই আনন্দ মুছে গিয়ে সেখানে জায়গা করে নিত দুঃখ ও বেদনা। এই কারণে আরও পৌল সে সময় করিন্থে যেতে চান নি। তিনি যদি তাদেরকে দুঃখ দিতেন, তাহলে সেটা তাঁরও দুঃখের কারণ হত এবং তিনি নিজেও মারাত্মক দুঃখ পেতেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন তিনি তাদের সাথে একটি আনন্দময় পরিবেশে সাক্ষাৎ করতে পারেন, আর তিনি তাদের সাথে কোন ধরনের নিরানন্দ পরিবেশে এক সাথে কাটিয়ে নিজেদের মানসিক অবস্থাকে ভারাক্রান্ত করতে চান নি।

২. তিনি তাদেরকে এ কথা বললেন যে, এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আগের পত্রটি লিখেছিলেন, পদ ৩, ৪।

(১) তিনি চেয়েছিলেন যাদের কাছ থেকে তাঁর আনন্দ পাওয়ার কথা তাদের কাছ থেকে যেন তিনি মনোদুঃখ না পান। আর তিনি প্রথম পত্রটি তাদেরকে লিখেছিলেন এই কারণে যে, তাদের যা প্রয়োজন রয়েছে তা যেন তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজেরা করে নিতে

পারে, যাতে করে এতে তাদের সান্ত্বনা ও শান্তি ফিরে আসে এবং তারা এর থেকে সুফল লাভ করে। এখানে বিশেষভাবে যে বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে তা এর আগের পদগুলোতে বলা হয়েছে, যা বলা হয়েছিল একজন ব্যভিচারী ব্যক্তির বিষয়ে, যার কথা পৌল তাঁর প্রথম পত্রে লিখেছিলেন, ১ করিন্থীয় অধ্যায় ৫। পৌল তাঁর প্রত্যাশা অনুসারে যে নিরুৎসাহিত হয়েছিলেন তা নয়।

(২) তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দান করলেন যে, তিনি তাদেরকে দুঃখ দিতে চান নি, বরং তিনি তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ দেখাতে চেয়েছেন এবং এ কারণে তিনি তাদেরকে যে পত্রটি লিখেছেন তাতে ছিল তাঁর হৃদয়ের ব্যথা ও তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার চিহ্ন। তিনি তাদের চোখের জলে পত্র লিখেছিলেন যেন তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা কত গভীর তা যেন তারা জ্ঞাত হয়। লক্ষ্য করুন:-

[১] এমন কি তিরস্কার, সংশোধন এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজেও বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের ভালবাসার পরিচয় দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে।

[২] বিভিন্ন দোষী ব্যক্তিদের সংশোধনীমূলক পদক্ষেপ এবং মণ্ডলীর শৃঙ্ক্ষলা ফিরিয়ে আনার জন্য আইনানুগ কার্যক্রম ভালবাসায় পূর্ণ পরিচর্যাকারীদের জন্য দুঃখের বিষয় এবং তারা অত্যন্ত ব্যথিত মন নিয়ে এ ধরনের শাসন ও পরিচালনা কাজ করে থাকেন।

২ করিন্থীয় ২:৫-১১ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পৌল সেই ব্যভিচারী ব্যক্তির বিষয়ে কথা বলেছেন, যাকে মণ্ডলী থেকে একঘরে করে রাখা হয়েছিল। সম্ভবত এই পত্রটি লেখার অন্যতম একটি কারণ এই ঘটনাটি। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তিনি তাদেরকে বললেন যে, এই লোকটির অপরাধ তাঁকে দুঃখ দিয়েছে; এবং তিনি যে দুঃখে দুঃখী হয়েছেন সেই একই দুঃখে সমস্ত মণ্ডলীও দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু সেই সাথে তিনি তাদের কারণেও দুঃখিত হয়েছেন, যারা মণ্ডলীতে এ ধরনের একটি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরও এর জন্য গর্বিত হয়েছিল এবং তারা এর জন্য দুঃখ করে নি, ১ করিন্থীয় ৫:২। তবে তিনি পুরো মণ্ডলীকে অত্যন্ত ভারী অভিযোগের অভিযুক্ত করতে চান নি, কারণ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, তিনি এর আগে তাদেরকে যে নির্দেশনা দিয়েছিলে সেই নির্দেশনা অনুসারে তারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করেছে।

২. তিনি তাদেরকে বললেন যে, এই অভিযুক্তের উপরে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট, পদ ৬। যে প্রতিক্রিয়া আশা করা হচ্ছিল তা অর্জিত হয়েছে, কারণ সেই ব্যক্তি নত হয়েছে এবং তারা তার আদেশের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন করেছে।

৩. তিনি এই কারণে তাদেরকে এই নির্দেশনা দিলেন যে, তারা যেন অতি শীঘ্র এই বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে আবার তাদের মধ্যে ফিরিয়ে নেয় এবং তার সাথে সমস্ত সহভাগিতা আবার স্থাপন করে, পদ ৭, ৮। এটি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি তাদেরকে অনুরোধ করলেন

যেন তারা তাকে ক্ষমা করে দেয়, এর অর্থ হচ্ছে, তারা যেন তাকে মণ্ডলীর সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত করে দেয়, কারণ তারা তার পাপ কিংবা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ মুছে ফেলতে পারে না। তিনি চেয়েছিলেন লোকটি যেন এখন সান্ত্বনা পায়, কারণ বহু ক্ষেত্রেই অনুতাপকারীর সান্ত্বনা ও স্বস্তি নির্ভর করে শুধুমাত্র ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে নয়, বরং সেই সাথে মানুষের সাথে পুনর্মিলনের মধ্য দিয়েও, যাদেরকে সেই ব্যক্তি অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। তাদেরকেও তার প্রতি তাদের ভালবাসার নিশ্চয়তা দান করতে হবে; এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে দেখাতে হবে যে, তাদের এই তিরস্কার এবং প্রত্যাখ্যানের উৎস ছিল লোকটির প্রতি তাদের ভালবাসা এবং তার পাপের প্রতি ঘৃণা। তাদেরকে এ বিষয়টি দেখাতে হবে যে, তাদের এই প্রতিক্রিয়া ছিল তাকে সংশোধন করার জন্য, তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য নয়। অথবা এভাবে চিন্তা করা যায়: তার এই পতন তার প্রতি মণ্ডলীর ভালবাসাকে দুর্বল করে দিতে পারে যে, তারা আর তাকে মণ্ডলীতে নিয়ে আগের মত সন্তুষ্ট হতে পারছে না; তথাপি এখন যেহেতু সে অনুতাপের মধ্য দিয়ে মন পরিবর্তন করে ফিরে এসেছে, কাজেই তাদেরকে আবারও তার সাথে তাদের সম্পর্ক নবায়ন করে নিতে হবে এবং তাকে আবারও ভালবাসতে হবে নতুন করে।

৪. তিনি তাদেরকে এই কাজ করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বহ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন:-

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা চিন্তা করে তিনি তাদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন, কারণ অতিরিক্ত মনোদুঃখে সেই ব্যক্তি হতাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, পদ ৭। সে তার নিজের এই ভুল সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল এবং এই পাপের জন্যও সে যথেষ্ট অনুতপ্ত হয়েছিল। আর এখন তার শাস্তি যদি অতিরিক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তা তার অন্তরে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি অনেক বেশি দুঃখ পায়, তখন সেটি তাকে আঘাত করে ও ক্ষত সৃষ্টি করে; এমন কি পাপের জন্য দুঃখও অত্যন্ত বড় হয়, যখন এটি অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য উপযোগী হয় না এবং মানুষকে হতাশ করে তোলে।

(২) তারা অভিযুক্তের উপরে শাস্তির বিধান আনার মধ্য দিয়ে পৌলের আদেশ মান্য করেছে, আর এখন তিনি তাদেরকে এই আদেশ দিচ্ছেন যেন তারা তাকে নিজেদের মধ্যে ফিরিয়ে নেয়, পদ ৯।

(৩) তিনি নিজে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করার বিষয়ে যে প্রস্তুত রয়েছেন সে ব্যাপারে তিনি তাদেরকে জানালেন এবং তিনি এই বিষয়টির সমাপ্তি ঘটানোর জন্য আহ্বান জানালেন। “যদি তোমরা কোন লোকের দোষ ক্ষমা করে থাক তবে আমিও ক্ষমা করি, পদ ১০। তোমরা যাকে ক্ষমা করে দেবে আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করে দেব।” আর তিনি এই কাজটি করবেন তাদেরই জন্য, কারণ তিনি তাদেরকে ভালবাসেন এবং তাদের মঙ্গল সাধন করতে চান; এবং একজন প্রেরিত হিসেবে খ্রীষ্টের জন্য ও তাঁর নামের জন্য এবং তাঁর শিক্ষা ও দৃষ্টান্তগুলোর নিশ্চয়তা দানের জন্য তিনি অবশ্যই এই কাজ করবেন, যেন এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের দয়া ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটে, কারণ যারা সত্যিকার অর্থে অনুতাপ

ও মন পরিবর্তন করবে, তাদের সকলের প্রতি তিনি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করবেন।

(৪) তিনি তাদেরকে আরেকটি যুক্তিযুক্ত কারণ দেখালেন (পদ ১১): যেন আমরা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত না হই; কারণ তার পরিকল্পনা সকল আমরা অজ্ঞাত নই। অভিযুক্ত ব্যক্তি শয়তানের হাতে পতিত হবে এমন ভয়ই যে শুধু ছিল তা নয়, সেই সাথে এই ভয়ও ছিল যে, মণ্ডলীর বিরুদ্ধেও শয়তানের হাত বিস্তার পাবে এবং খ্রীষ্টের প্রেরিত ও পরিচর্যাকারীদেরকে সে প্রভাবিত করবে, কারণ সে তাদেরকে করে তুলবে অনেক বেশি নির্দয় ও নিষ্ঠুর, এবং এতে করে লোকেরা তাদের কাছে আসতে ভয় পাবে এবং তারা মণ্ডলীতে আসা থেকে বিরত থাকবে। এই বিষয়ে অন্যান্য বিষয়ের মত জ্ঞানই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ববহ। কাজেই এর প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই ক্ষেত্রে এমন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল যেন কোনভাবেই খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীরা অভিযুক্ত না হন যে, তারা এক দিকে পাপকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং অন্য দিকে একজন পাপীকে অতিরিক্ত পরিমাণে শাস্তি দান করছেন। লক্ষ্য করুন, শয়তান অত্যন্ত ধুরন্ধর শত্রু এবং সে আমাদেরকে প্রতারিত করার জন্য বহু পন্থা অবলম্বন করে থাকে। আর আমাদের তার এই সমস্ত প্রতারণা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতা কোনভাবেই উচিত নয়। সে একজন সতর্ক বিরোধিতাকারী, যে আমাদের কাজের প্রেক্ষিতে আমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের সুযোগ নেওয়ার জন্য পস্তুত হয়ে আছে। আর তাই আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকতে হবে, যেন আমরা আমাদের কোন কাজের মধ্য দিয়েই কোনভাবে সুযোগ না দিই।

২ করিন্থীয় ২:১২-১৭ পদ

বহিষ্কৃত ব্যক্তি সম্পর্কে এই সকল নির্দেশনা দানের পর প্রেরিত পৌল একটি দীর্ঘ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বললেন, যেখানে তিনি করিন্থীয়দেরকে তার সুসমাচার প্রচার ও পরিচর্যা কাজের জন্য ভ্রমণ ও এর প্রেক্ষিত্রে পরিশ্রম ও কষ্টভোগের কথা প্রকাশ করলেন, সেই সাথে তিনি এ থেকে কী সাফল্য লাভ করলেন সেটাও তাদেরকে জানালেন। আর তিনি একই সময় ঘোষণা করলেন যে, তিনি সব সময় তাদের বিষয়ে কতটা চিন্তা করেছেন। তাঁর আত্মা কখনো বিশ্রাম পায় নি, বিশেষ করে যখন তিনি তীতকে আগের কথা অনুসারে ত্রোয়াতে পান নি (পদ ১৩), যেমনটি তিনি আশা করেছিলেন, যার কাছ থেকে করিন্থীয়দের বিষয়ে আরও কিছু শোনার এবং বোঝার আশা করেছিলেন। আর আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাব (২ করিন্থীয় অধ্যায় ৭:৫-৭) যে, যখন এই প্রেরিতরা ম্যাসিডোনিয়াতে এলেন, সে সময় তিনি তীতের আগমনের কারণে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন এবং তিনি তাকে যে সকল তথ্য দান করেছিলেন তার কারণে তিনি শান্তি লাভ করেছিলেন। এই কারণে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যা কিছু দেখতে পাব, তার পদ ১২ থেকে অধ্যায় ৭ এর পদ ৫ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. পৌলের অবিরত পরিশ্রম এবং কাজের প্রতি তাঁর অধ্যবসায়, পদ ১২, ১৩। তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সুসমাচার প্রচার করেছেন। তিনি সমুদ্র পথে ত্রোয়া থেকে ফিলিপিতে

গিয়েছেন (প্রেরিত ২০:৬), এবং সেখান থেকে তিনি ম্যাসিডোনিয়াতে গিয়েছেন; এই কারণে তাঁকে করিন্থ হয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিরোধ করা হয়েছিল, যা তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, ২ করিন্থীয় ১:১৬। কিন্তু যদিও তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে তিনি কাজ করতে পারেন নি, তিনি এই স্থানে কাজ করতে পারেন নি, তথাপি তিনি তাঁর কাজ করা থেকে বিরত থাকেন নি।

খ. তাঁর কাজের সাফল্য অর্জন: প্রভুতে তাঁর সামনে একটি বড় দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল, পদ ১২। তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তাঁর দারুনভাবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ এসেছে এবং তিনি সেখানে চমৎকার সাফল্য লাভ করেছেন; কারণ ঈশ্বরের তাঁর জ্ঞাত পরিত্রাণকর্তাকে তাঁর মধ্য দিয়ে সেই সকল স্থানের প্রতিটিতে প্রকাশ করেছেন, যেখানে যেখানে তিনি গিয়েছেন। তিনি তাঁর মুখের দরজা বাধাহীনভাবে খুলে দেওয়ার জন্য সুযোগ পেয়েছেন, এবং ঈশ্বর তাঁর শ্রোতাদের অন্তর খুলে দিয়েছেন, যেভাবে তিনি লিয়িার অন্তর খুলে দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৬:১৪), এবং পৌল এই বিষয়টির কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর আত্মার আনন্দের কথা উল্লেখ করেছেন: ঈশ্বরের গৌরব হোক, যিনি সব সময় আমাদের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে জয়যুক্ত করে চলেছেন। লক্ষ্য করুন:-

১. একজন বিশ্বাসী সব সময় খ্রীষ্টতে বিজয় লাভ করে থাকে। আমরা নিজেরা দুর্বল এবং আমাদের আনন্দ বা বিজয় আমাদের নিজেদেরকে দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়; কিন্তু খ্রীষ্টতে আমরা উল্লাস করতে পারি এবং বিজয় লাভ করতে পারি।

২. প্রকৃত বিশ্বাসীদের সব সময় খ্রীষ্টতে আনন্দ করার কারণ রয়েছে, যেহেতু তারা সেই মহান ব্যক্তির মধ্য দিয়ে বিজয় লাভ করেছে, যিনি তাদেরকে অনেক ভালবাসেন, রোমীয় ৮:৩৭।

৩. ঈশ্বর তাদেরকে খ্রীষ্টকে বিজয় ও আনন্দ উল্লাস দান করেছেন। ঈশ্বর নিজে তাদেরকে এই আনন্দ দিয়েছেন, যেন তাদের অন্তর আনন্দিত হয়। কাজেই তাঁকেই সমস্ত গৌরব ও প্রশংসা দান করা হোক।

৪. সুসমাচার সুসাফল্য খ্রীষ্টানদের আনন্দ ও উল্লাস করার আরেকটি বড় কারণ।

গ. প্রেরিত পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা তীব্র পরিশ্রমের মাঝেও যে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন, এমন কি যখন তাদের শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই পরিত্রাণ গ্রহণের পথে পা বাড়ায় নি তখনও, পদ ১৫-১৭। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. সুসমাচারের বিভিন্ন ধরনের সাফল্য, এবং যাদের কাছে তা প্রচার করা হয়েছিল সেই বিভিন্ন মানুষের উপরে এর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব। এই সাফল্য ছিল বিভিন্ন ধরনের, কারণ অনেকে এর থেকে উদ্ধার পেয়েছিল এবং অন্যরা এর অধীনে এসে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সুসমাচারের এই বিভিন্নরূপী প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল দেখে আমাদের অবাক হওয়ার মত আসলে কিছুই নেই; কারণ:-

(১) অনেকের কাছে এটি মৃত্যুর কাছে মৃত্যুস্বরূপ। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সুসমাচারের প্রতি অজ্ঞ থাকে এবং ইচ্ছা করেই সুসমাচারের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করে, সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অসুস্থ চিন্তা ও মনের অধিকারী, আর এই কারণে তাদেরকে অন্ধ করে রাখা হবে এবং তাদের অন্তরকে আরও বেশি শক্ত করে তোলা হবে। এই অন্ধত্ব ও কাঠিন্যের কারণে তাদের মধ্যে কলুষতা ও মন্দতা দেখা দেবে এবং তাদের আত্মা ক্রোধে পূর্ণ হবে। তারা এই সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে, এমন কি তাদের আত্মিক ও অনন্তকালীন মৃত্যু পর্যন্ত ঘটবে।

(২) অন্যদের কাছে সুসমাচার হবে জীবনের কাছে জীবন স্বরূপ। নম্র ও অনুগ্রহপূর্ণ আত্মার কাছে সুসমাচার হবে সবচেয়ে আনন্দময় এবং সুফলজনক। যেহেতু এটি স্বাদে মধুর চেয়ে মিষ্টি, সে কারণে এটি সবচেয়ে দামী সুগন্ধের চেয়েও দামী এবং মূল্যবান, এবং আরও বেশি উপকারী। এই সুগন্ধী রূপ সুসমাচার প্রথমেই তাদের কাছে যায়, যারা মৃতপ্রায় এবং যারা অন্ধকারে রয়েছে, যেন তারা জীবন পায় এবং তারা মৃত্যুবরণ না করে বরং অনন্ত জীবন লাভ করে।

২. প্রেরিতের মনে এই বিষয়টি যে সাংঘাতিক প্রভাব ফেলেছিল এবং আমাদের আত্মার এর যে ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া উচিত: আর এই সব কিছুর জন্য উপযুক্ত কে? পদ ১৬। *Tis hikanos*, কে এ ধরনের ভারী কাজ, এ ধরনের গুরুত্ববহ কাজে নিয়োজিত হওয়ার হন্য উপযুক্ত? যে এই দায়িত্ব নেওয়ার উপযোগী? এই ধরনের কঠিন কাজসম্পন্ন করতে কে সক্ষম, যাতে এতটা দক্ষতা, মেধা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে? কাজটি অনেক বড় এবং আমাদের শক্তি অনেক ক্ষুদ্র; হ্যাঁ, আমাদের নিজেদের একেবারেই কোন শক্তি নেই; আমাদের সকল শক্তি উৎস কেবলই ঈশ্বর। লক্ষ্য করুন, যদি মানুষ আন্তরিকভাবে এ কথা বিবেচনা করে যে, সুসমাচার প্রচারের উপরে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ভর করে এবং এই পরিচর্যা কাজ আসলেই কতটা কঠিন, তখন তারা এ বিষয়ে সতর্ক হয় যে, কীভাবে তারা এই কাজে প্রবেশ করবে এবং তারা খুব সাবধানে তাসম্পন্ন করার চেষ্টা করে।

৩. পৌল আন্তরিকভাবে এই বিষয়ে চিন্তা করে যে স্বস্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন:-

(১) কারণ বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে গৃহীত হবেন, তাদের সাফল্য যেমনই হোক না কেন: আমরা যদি বিশ্বস্ত থাকি, ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীষ্টের সুগন্ধস্বরূপ হই (পদ ১৫), যারা উদ্ধার পেয়েছে এবং যারা ধ্বংস হয়ে গেছে উভয়ের কাছেই। ঈশ্বর আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করবেন এবং আমাদের সকল সৎ পরিকল্পনায় তিনি সায় দেবেন, যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই সফল হবে না। পরিচর্যাকারীদেরকে গ্রহণ করে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে, কিন্তু তাদের সাফল্য অনুসারে নয়, বরং তাদের প্রাণান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম অনুসারে। যদিও ইস্রায়েল একত্রিত হবে না, তথাপি আমি প্রভুর চোখে মহিমান্বিত হব, যিশাইয় ৪৯:৫।

(২) কারণ তাঁর বিবেক তাঁর বিশ্বস্ততার কথা ঘোষণা করছে, পদ ১৭। যদিও অনেকে প্রভুর বাক্য কলুষিত করতে চেয়েছে, তথাপি প্রেরিত পৌলের বিবেক ও চেতনা তাঁর ধৈর্য ও

অধ্যবসায়কে দৃষ্টান্তায়িত করেছে এবং তিনি সৎ বিবেকের বলে প্রতীয়মান হয়েছেন। তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা ও বিধানের সাথে তাঁর নিজের কোন ধারণা ও মতবাদ মিশিয়ে দিয়ে তা বিকৃত করেন নি। তিনি এই মহান বাক্যের সাথে কোন কিছু যুক্ত করার দুঃসাহস দেখান নি, কিংবা ঈশ্বরের বাক্য থেকে কোন কথা বা কোন অংশ মুছে ফেলারও চিন্তা করেন নি। তিনি সুসমাচার প্রচার কাজে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন, কারণ তিনি ঠিক যেভাবে প্রভুর কাছ থেকে সুসমাচার পেয়েছিলেন তিনি শেষ দিন পর্যন্ত তা ঠিক একই রকম রেখেছিলেন, তার একটুও পরিবর্তন সাধিত হয় নি। তার এমন কোন পার্থিব উদ্দেশ্য ছিল না যা সাধন করতে গিয়ে তিনি সুসমাচারের প্রতি অবহেলা করবেন। বস্তুত তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রভুর কাছে নিজেকে যোগ্য বলে উপস্থাপন করা, এ কথা স্মরণ করা যে, প্রভুর চোখ সব সময় তাঁর উপরে রয়েছে। এই কারণে তিনি এমনভাবে কথা বলেছেন এবং এমনভাবে কাজ করেছে, যেন তিনি সব সময় প্রভুর চোখের সামনেই রয়েছেন এবং তিনি ঠিক সেই মন মানসিকতা নিয়ে আন্তরিকভাবে সব সময় কাজ করেছেন। লক্ষ্য করুন, আমরা ধর্ম পালন করার জন্য যা কিছু করি তা কখনোই ঈশ্বরের হবে না, তা কখনোই ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে না এবং তা কখনো ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবে না, যে পর্যন্ত না তা অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে করা হয়। আমাদেরকে যে কোন ধর্মীয় রীতি-নীতি, ভক্তি, আইন কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে এমনভাবে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে যেন আমরা ঈশ্বরের চোখের সামনেই রয়েছি।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল তাঁর নিজের প্রশংসা করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এবং তিনি নিজের কথা বার বার না বলার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করছেন, বরং তিনি সকল প্রশংসা ও গৌরব ঈশ্বরকে দান করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, পদ ১-৫। এরপর তিনি পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের মধ্যে একটি তুলনা বা পার্থক্য অঙ্কন করেছেন, এবং পুরাতন নিয়মের চাইতে নতুন নিয়মের অনন্যতা ও চমৎকারিত্ব আমাদেরকে দেখিয়েছেন (পদ ৬-১১), যেখানে তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের দায়িত্ব আসলে কী এবং যারা সুসমাচারের অধীনে বাস করে তাদের যে কোনভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ যে যারা ব্যবস্থার অধীনে বাস করে তাদের চাইতে বেশি সে কথা তিনি জ্ঞাত করেছেন, পদ ১২-১৮।

২ করিন্থীয় ৩:১-৫ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:-

ক. প্রেরিত পৌল নিজের প্রশংসা ও গর্ব করতে শুরু করেছেন কি না সে কথা চিন্তা করে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর আন্তরিকতার কথা তাদের কাছে বলাটা যুক্তিযুক্ত হবে, কারণ করিন্থীয়দের মধ্যে কয়েকজন তাঁর সম্মান ও সুনাম নষ্ট করতে চাচ্ছিল; তথাপি তিনি কোন অসার গর্ব করেন নি। তিনি তাদেরকে এই কথা বলছেন যে:-

১. তাদের কাছ থেকে তাঁর কোন ধরনের মৌখিক সুপারিশের প্রয়োজন নেই, কিংবা কোন ধরনের লিখিত প্রশংসা-পত্রেরও দরকার নেই, যেমনটা অন্যান্য আরও অনেকে করেছিল, আর তারা বেশির ভাগই ছিল ভণ্ড প্রেরিত বা শিক্ষক, পদ ১। নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে তাঁর পরিচর্যা কাজ ছিল অত্যন্ত মহান এবং সম্মানজনক, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে তাদের কাছে বড় করে তুলে ধরতে চান নি, আবার অনেকে তাঁকে যেভাবে দেখেছিল তিনি তেমন তুচ্ছ বা নিম্নস্তরের প্রেরিতও ছিলেন না।

২. করিন্থীয়রাই তাঁকে সবচেয়ে ভালভাবে প্রশংসা করেছিল এবং তাঁর প্রতি ভাল সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, ঈশ্বর সত্যিই তাঁর সাথে রয়েছেন এবং তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছেন: তোমরাই তো আমাদের পত্র, পদ ২। তিনি এই সাক্ষ্যের জন্যই সবচেয়ে বেশি আনন্দিত ছিলেন এবং যা তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি উৎসাহের বিষয় ছিল, তাঁর অন্তরে লেখা পত্র; আর তিনি বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কথা জানিয়েছেন, কারণ সকল মানুষ তা জানে ও পাঠ করে। লক্ষ্য করুন, বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের কাছে এর চেয়ে আর আনন্দের কোন কিছুই হতে পারে না, কিংবা তাদের প্রশংসা জন্য আর অন্য কোন কিছুই থাকতে

পারে না, আর তা হচ্ছে কেবল মাত্র তাদের পরিচর্যা কাজের সাফল্য, তাদের অন্তরে এবং তাদের জীবনে সেই সমস্ত মানুষের সাফল্যের উপস্থিতি, যাদের জন্য তারা পরিশ্রম করেছেন।

খ. প্রেরিত পৌল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজের বিষয়ে গর্ব করা এড়িয়েছেন, বরং তিনি সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে চেয়েছেন। এই কারণে:-

১. তিনি বলেছেন যে, তারা আসলে খ্রীষ্টের পত্র, পদ ৩। পৌল এবং অন্যান্যরা ছিলেন কেবল মাত্র উপকরণ, আর খ্রীষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যকার সমস্ত মঙ্গলময়তার উৎস। খ্রীষ্টান বিধান তাদের অন্তরে লিখিত হয়েছিল এবং খ্রীষ্টের ভালবাসা তাদের অন্তরে দারুনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই পত্র কোন কালি দিয়ে লেখা হয় নি, বরং জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়ে লেখা হয়েছে; কিংবা তা পাথরের কোন ফলকে লেখা হয় নি, যেভাবে ঈশ্বরের দেওয়া ব্যবস্থা মোশি পাথরের ফলকে খোদাই করে লিখেছিলেন, বরং তা খোদাই করা হয়েছে অন্তরে; এবং এই হৃদয় কোন পাথরের হৃদয় নয়, বরং তা এক মাংসিক হৃদয় এবং এই মাংসিক ফলকের উপরে (এখানে মাংসিক বলতে পৃথিবীয় বোঝানো হয় নি, বরং কোমলতা বোঝানো হয়েছে) তা লেখা হয়েছে, অর্থাৎ স্বর্গীয় অনুগ্রহের দ্বারা যে হৃদয়কে নম্র ও কোমল করা হয়েছে সেই হৃদয়ে তা লেখা হয়েছে, সেই মহান প্রতিজ্ঞা অনুসারে, আমি এই পাথরের হৃদয় সরিয়ে নেব এবং আমি তোমাদেরকে একটি মাংসের তৈরি হৃদয় দেব, নহিমিয় ৩৬:২৬। এটিই ছিল করিন্থীয়দের ব্যাপারে পৌলের একটি উত্তম আশা (পদ ৪), আর তা হচ্ছে এই যে, তাদের হৃদয় ছিল ব্যবস্থা সিন্দুক, যেখানে অবস্থান করে ব্যবস্থা ও সুসমাচার লেখা ফলক, যা সেই বিশেষ আঙ্গুল দিয়ে লেখা হয়েছে, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় ও জীবন্ত ঈশ্বরের আদেশে লেখা হয়েছে।

২. পৌল একাধারে তাঁর নিজের যে কোন কৃতিত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং তিনি সমস্ত গৌরব ও প্রশংসা ঈশ্বরকে দান করেছেন: "আমরা নিজেরাই যে কোনো কিছুর মীমাংসা করতে নিজের গুণে উপযুক্ত তা নয়, পদ ৫। আমরা নিজেরা কখনো তোমাদের আত্মাকে এমন দারুনভাবে উজ্জীবিত করতে পারতাম না, কিংবা আমরা নিজেরাও এভাবে উদ্দীপ্ত হতে পারতাম না। আমাদের দুর্বলতা এবং অক্ষমতা এমনই যে, আমরা নিজেরা কোন ভাল চিন্তা করতে পারি না, কিংবা বলতে গেলে অন্য কোন ব্যক্তির জন্য মঙ্গল চিন্তা করতে পারি না। আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকে আসে। এই কারণে তাঁর প্রতিই আমাদের সকল গৌরব ও প্রশংসা নিবেদন করা উচিত, যিনি আমাদের মধ্য দিয়ে এই সকল মঙ্গল সাধন করে থাকেন। আর তাঁর কাছ থেকেই নিশ্চয়ই আমাদের আরও বেশি করে উত্তম কাজ করার জন্য অনুগ্রহ ও শক্তি যাচঞা করতে হবে।" এটাই খ্রীষ্টের সকল পরিচর্যাকারী এবং বিশ্বাসীদের সত্যিকার চিন্তা হওয়া উচিত। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত তারা কিছুই করতে পারেন না। আমাদের হাত আমাদের নিজেদের জন্য কিছু করার জন্য সমর্থ নয়, কিন্তু আমাদের পিতা ঈশ্বর সমর্থ। তিনি আমাদেরকে প্রত্যেকটি ভাল কথা ও কাজের জন্য উপযোগী ও সমর্থ করে তোলেন।

২ করিন্থীয় ৩:৬-১১ পদ

পৌল এখানে পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম, অর্থাৎ মোশির ব্যবস্থা এবং যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্যে তুলনা দেখিয়েছেন। আর এর ভিত্তিতে তিনি নিজেকে এবং তাঁর সহকর্মীদের মূল্যায়ন করেছেন। তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁরা নতুন নিয়মের পরিচারক এবং আত্মার পরিচর্যাকারী হওয়ার উপযুক্ত, পদ ৬। সুসমাচারের উপযুক্ত পরিচর্যাকারী হিসেবে তাঁরা শুধুমাত্র এই ব্যবস্থার পরিচর্যাকারী ছিলেন না যে, তাঁরা তা কেবল পা করবেন, কিংবা তাঁরা শুধু সুসমাচারের পরিচর্যাকারী ছিলেন না যে, তাঁরা তা ঘোষণা করবেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন পবিত্র আত্মার পরিচর্যাকারী। তাঁরা ঈশ্বরের আত্মার অধীনে থেকে পরিচালিত হতেন ও সমস্ত কাজ করতেন। অক্ষর মৃত্যু নিয়ে আসে; ব্যবস্থা ঠিক তা-ই করে, কারণ তা মৃত্যুর পরিচারক। কিন্তু আমরা যদি শুধুমাত্র সুসমাচারের বাক্যে স্থির থাকি তাহলে এর থেকে ভাল সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য আর কিছুই হবে না, কারণ সুসমাচার আমাদের জন্য জীবন বয়ে নিয়ে আসবে; কিন্তু সুসমাচারের আত্মা এর পরিচর্যার সাথে সাথে আমাদের জন্য আত্মিক ও অনন্ত জীবন বয়ে নিয়ে আসে।

খ. পৌল আমাদেরকে পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন এবং তিনি আমাদের সামনে ব্যবস্থার উপরে সুসমাচারের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করেছেন। কারণ:-

১. পুরাতন নিয়মের প্রত্যাদেশ ছিল মৃত্যুর পরিচর্যা (পদ ৭), অন্য দিকে নতুন নিয়ম হচ্ছে জীবনের পরিচর্যা। ব্যবস্থা পাপ আবিষ্কার করে এবং ঈশ্বরের ক্রোধ ও অভিশাপ বয়ে নিয়ে আসে। এটি আমাদেরকে এমন এক ঈশ্বরের কথা বলে যিনি আমাদের উপরে অবস্থান করেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করেন। কিন্তু সুসমাচার আবিষ্কার করে অনুগ্রহ এবং ইম্মানূয়েল (*Emmanuel*), ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন। এই দিকের কথা চিন্তা করে সুসমাচার ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি গৌরবময়, আর তথাপি ব্যবস্থার মধ্যেও গৌরব রয়েছে, যার কথা আমাদেরকে বলে মোশির উজ্জ্বল চেহারা, যখন তিনি দশ আজ্ঞা খোদাই করা পাথরের ফলক নিয়ে সিনাই পর্বত থেকে নেমে এসেছিলেন, এবং সেই পাথরের ফলকের উজ্জ্বলতা তাঁর চেহারায় প্রতিফলিত হয়েছিল।

২. এই ব্যবস্থা ছিল দণ্ডাজ্ঞার পরিচর্যা-পদ, কারণ তা সেই সমস্ত মানুষকে দোষী করতো এবং অভিশাপ দিত, যারা ব্যবস্থার কথা অনুসারে চলতো না। কিন্তু সুসমাচার হচ্ছে ধার্মিকতার পরিচর্যা-পদ। এই কারণে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। এটি আমাদেরকে দেখায় যে, ধার্মিক ব্যক্তি এই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবে। এটি যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং দয়া প্রকাশ করে, কারণ এর মধ্য দিয়ে আমাদের সকল পাপ দূরীভূত হয় এবং আমরা অনন্ত জীবন লাভ করি। এই কারণেই সুসমাচার আমাদের সামনে এমন গৌরব ও মহিমা নিয়ে প্রকাশিত হয় যে, তা আমাদের ব্যবস্থা ও আইনগত ক্ষমা লাভের প্রয়োজনীয়তাকে তুচ্ছ করে দেয়, পদ ১০। সূর্যের আলোর কিরণের কাছে যেমন প্রদীপের শিখার উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায় বা তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না, ঠিক সেভাবেই নতুন নিয়মের সাথে তুলনা

করলে পুরাতন নিয়মের কোন গৌরব ও মহিমা খুঁজে পাওয়া যায় না।

৩. ব্যবস্থার কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সুসমাচার এখনো আছে এবং তা সগৌরবে চিরকাল অবস্থান করবে, পদ ১১। মোশির চেহারার উজ্জ্বলতা যে শুধু মুছে গেছে তা-ই নয়, বরং সেই সাথে মোশির ব্যবস্থার গৌরবও বহু আগেই নির্বাপিত হয়েছে। হ্যাঁ, মোশির ব্যবস্থার বিলোপ সাধিত হয়েছে। এই প্রত্যাদেশ কেবল কিছু সময়ের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং এরপর তা মুছে গেছে। কিন্তু সুসমাচার পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত টিকে থাকবে এবং তা সব সময় সময় সজীব ও প্রাণবন্ত ও গৌরবে পরিপূর্ণ থাকবে।

২ করিন্থীয় ৩:১২-১৮ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পৌল পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের বিষয়ে বলা কথা থেকে দু'টি সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত টেনেছেন:-

ক. তিনি সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদেরকে অতি স্পষ্ট কথা ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাদেরকে মোশির মত মুখে কোন কাপড় দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কিংবা তাদের কোনভাবে সেই সমস্ত বিষয় অন্ধকারে রাখার বা অস্পষ্ট রাখার প্রয়োজন নেই, যা আসলে স্পষ্ট ও আলোতে রাখতে হবে। সুসমাচার হচ্ছে ব্যবস্থার চেয়ে আরও বেশি স্পষ্ট ও পরিষ্কার প্রত্যাদেশ, কারণ ঈশ্বর সুখবরের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ করেছেন তা ছায়া ও প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন নি, এবং পরিচর্যাকারীদেরকেই আসলে দোষারোপ করতে হয়, যদি তারা আত্মিক বিষয়গুলোকে স্থাপন না করেন এবং সুসমমাচারের সত্য ও অনুগ্রহকে প্রকাশ না করেন সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আলোতে। যদিও ইস্রায়েলীয়রা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে নি, যা আদেশ করা হয়েছিল তার প্রতি, কিন্তু এখন তা বিলুপ্ত ঘোষিত হয়েছে, আর তাই এখন সেই ব্যবস্থার খোঁজ করে লাভ নেই। আমরা যা করতে পারি তা হচ্ছে, আমরা এর পূর্ণতা মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত ছায়া ও প্রতীকের অর্থ খুঁজে বের করতে পারি, এর পর্দা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আমরা তা দেখতে পারি, কারণ খ্রীষ্ট নিজে এর মধ্য দিয়ে আসছেন, যিনি নিজে ব্যবস্থার যুগ শেষ করে এসেছেন এবং যারা যারা তার উপরে বিশ্বাস করবে তাদের জন্য ধার্মিকতার বিধান নিয়ে এসেছেন। যাদের প্রতি মোশি এবং অন্য সকল ভাববাদী পরিচর্যা কাজ করেছিলেন, তাদের কাছেই তিনি এসেছেন।

খ. যারা এই সুসমাচারের আস্বাদ গ্রহণ করেছিল এবং তা উপভোগ করেছিল তাদের সুযোগ ও সুবিধা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা ব্যবস্থার অধীনে বাস করতো তাদের চেয়ে সুসমাচারের সুফল ছিল শতগুণ বেশি। কারণ:-

১. যারা আইনের প্রত্যাদেশের অধীনে বাস করতো, তাদের চোখ ছিল অন্ধ (পদ ১৪), এবং তাদের হৃদয়ের উপরে দেওয়া ছিল একটি পর্দা, পদ ১৫। এভাবেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এ কারণেই তা বিশেষভাবে যিহূদীবাদের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খ্রীষ্টের আগমনের পর এবং তাঁর সুসমাচার প্রকাশিত হওয়ার পর এই যিহূদীবাদই তাঁর বিরোধিতা

করেছিল। তবে পৌল আমাদেরকে বলেন যে, এমন এক সময় আসছে, যখন এই পর্দা তুলে নেওয়া হবে এবং যখন এটি অর্থাৎ লোকদেরকে প্রভুর দিকে ফেরানো হবে, পদ ১৬। কিংবা যখন কোন একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি মন ফেরায়, তখন তার অজ্ঞতার পর্দা মুছে যায়, তা তুলে নেওয়া হয়। আর তখন তার মনের অন্ধত্ব ঘুঁচে যায় এবং অন্তরের কাঠিন্য মুছে যায় এবং সে আত্মিকভাবে সুস্থ হয়।

২. যারা সুসমাচার গ্রহণ করে এবং তাতে বিশ্বাস করে তা উপভোগ করে, তারা আরও বেশি সুখী ও আনন্দিত। কারণ:-

(১) তাদের স্বাধীনতা রয়েছে: যেখানে আমাদের প্রভুর আত্মা রয়েছে এবং যেখানে তিনি কাজ করেন, যেভাবে তিনি সুসমাচারের প্রত্যাদেশের অধীনে আমাদেরকে রেখেছেন, সেখানেই রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা (পদ ১৭)। এই স্বাধীনতা হচ্ছে ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক আইনের জোয়ালি থেকে মুক্তির স্বাধীনতা এবং প্রার্থনাতে কথা বলার স্বাধীনতা। আমাদের অন্তর স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং তা আরও বড় হয়েছে, আর এখন তা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে স্বচ্ছন্দে চলতে সক্ষম।

(২) তাদের আলো রয়েছে; কারণ আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর মহিমা আয়নার মত প্রতিফলিত করি, পদ ১৮। ইস্রায়েলীয়রা মেঘের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা দেখেছিল, যা ছিল অন্ধকার এবং ভয়ানক; কিন্তু খ্রীষ্টানরা আয়নার মত বা কাঁচের মধ্য দিয়ে সেই মহিমা দেখবেন, যা আরও বেশি স্পষ্ট এবং আরও বেশি আনন্দময়। এটি ছিল মোশির জন্য একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা যে, তিনি তাঁর সাথে সামনা সামনি হয়ে কথোপকথন করতে পেরেছিলেন, বন্ধুর মত; কিন্তু এখন সকল সত্যিকার খ্রীষ্টান তাঁকে আরও স্পষ্টভাবে উন্মুক্ত চেহারায় দেখতে পাবে। তিনি তাদেরকে তাঁর মহিমা ও গৌরব দেখালেন।

(৩) এই আলো এবং স্বাধীনতা রূপান্তরিত হচ্ছে; আমরা একই প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছি, মহিমা থেকে মহিমায় (পদ ১৮), এক স্তরের গৌরবময় অনুগ্রহ থেকে আরও উঁচু স্তরের গৌরবময়তা ও মহিমা লাভ করছি, যে পর্যন্ত আমরা চিরকালের জন্য স্থায়ীভাবে মহিমা ও গৌরব লাভ করবো। খ্রীষ্টানদের এই পুরস্কার এবং তাদের সুযোগ সুবিধা কত না চমৎকার ও অসাধারণ! আমাদের কখনোই সুসমাচারের রূপান্তরকারী ক্ষমতার অভিজ্ঞতা না নিয়ে ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়, যা ঘটে থাকে পবিত্র আত্মার শক্তিতে এবং তা আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের গৌরবান্বিত সুসমাচারের মহান উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা আমাদের মাঝেই সাধন করে।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৪

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব:-

ক. প্রেরিত পৌল ও তাঁর সহকর্মীদের দায়িত্বের প্রতি একাগ্রতা ও উৎসাহের বিষয়ে কথা। এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁদের একাগ্রতার কথা ঘোষিত হয়েছে (পদ ১), তাঁদের আন্তরিকতার প্রতি সাক্ষ্য দান করা হয়েছে (পদ ২), একটি অভিযোগকে খণ্ডন করা হয়েছে (পদ ৩, ৪) এবং তাঁদের পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছে, পদ ৫-৭।

খ. তাঁদের সকল কষ্টভোগের মধ্যে তাঁদের সাহস ও ধৈর্যের কথা বলা হয়েছে। যেখানেই তাঁরা কষ্টভোগ করেছেন ও যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, সেখানে তাঁরা কখনো তাঁর মুখোমুখি হতে ভয় পান নি (পদ ৮-১২), এবং এই সাহসই তাঁদেরকে এই দুঃখ কষ্টের নিচে ডুবে যেতে ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়া থেকে বাধা দিয়ে রেখেছে, পদ ১৩-১৮।

২ করিন্থীয় ৪:১-৭ পদ

প্রেরিত পৌল আগের অধ্যায়ে তাঁর পদমর্যাদার প্রতি আলোকপাত করেছেন। তিনি যে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন সেই সুসমাচারের মহিমা ও গৌরবের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজ পদমর্যাদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর তিনি এখন এই অধ্যায়ে দেখাতে চাচ্ছেন যে, যে সমস্ত ভণ্ড শিক্ষকরা তাঁর কর্তব্য ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল এবং তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল, যারা তাঁকে একজন ভণ্ড ব্যক্তি বলেছিল, কিংবা লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল, তাদের অভিযোগ তিনি খণ্ডন করেছেন। তিনি এই কারণে তাদেরকে বলেছেন যে, কীভাবে প্রেরিতরা বিশ্বাস করেছেন এবং কীভাবে তাঁরা সুসমাচারের পরিচর্যাকারী হিসেবে তাঁদের কার্যকারিতা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা গর্বে পূর্ণ হন নি, বরং তাঁরা অত্যন্ত মহান অধ্যবসায়ে পূর্ণ হয়েছেন: “আমাদের পরিচর্যা দায়িত্ব পালন করতে দেখে, এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে দেখার পরেও আমরা আমাদের নিজেদেরকে কখনোই বড় ও মহান করে তুলতে চাই নি বা সেভাবে ভাবি নি, কিংবা আমরা কখনোই অলসতায় ডুবে থাকি নি, বরং আমরা আরও বেশি করে আমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য উৎসাহিত হয়েছি।”

ক. সাধারণভাবে আমরা দু’টি বিষয়ে জানতে পারি:- তাঁদের পরিশ্রম বা কাজের প্রতি একাগ্রতা ও আন্তরিকতার প্রতি তাঁর আবেদন, যেখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

১. তাঁদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে একাগ্রতা ও আন্তরিকতা রয়েছে তা তিনি দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন: “আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনোই নিরুৎসাহ হই নি (পদ ১), কিংবা আমরা কখনো আমাদের কাজ থেকে বিরত থাকি নি।” আর তাঁদের এই

দৃঢ় প্রত্যয় এসেছিল ঈশ্বরের দয়ার মধ্য দিয়ে। এই একই দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা দ্বারা তাঁদের প্রৈরিতিক দায়িত্বভার লাভ করেছিলেন (রোমীয় ১:৫), তাঁরা এই দায়িত্ব পদ লাভ করে তাতে কাজ করার জন্য নিজেদেরকে শক্তিশালী করেছেন। আর এভাবেই তাঁরা তাঁদের কাজে অধ্যবসায়ী হতে পেরেছেন। লক্ষ্য করুন, যেহেতু পবিত্র লোক এবং ঈশ্বরভক্ত লোক হিসেবে পরিচিত হওয়া এবং বিশেষ করে বিশ্বস্ত বলে গণিত হওয়া ও পরিচর্যার দায়িত্ব লাভ করা অত্যন্ত দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়, (১ তীমথিয় ১:১২), সে কারণে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি অত্যন্ত নিবেদিত থাকতে হবে, যদি আমরা আমাদের এই দায়িত্বে বিশ্বস্ততার সাথে ও অধ্যবসায়ের সাথে দায়িত্ব পালন করে যেতে চাই। এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি তার দায়িত্বে নিরুৎসাহিত হয়ে যাবে এবং এই দায়িত্ব তার কাছে বোঝা মনে হবে, যদি যে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও দয়া লাভ না করে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজ আমি এই অবস্থানে এসেছি, এই কথা পৌল নিজে বলেছিলেন করিন্থীয়দের কাছে তাঁর প্রথম পত্রে, ১ করিন্থীয় ১৫:১০। আর যে দয়া আমাদেরকে কাজে সফল হতে এবং কাজে এগিয়ে যেতে সমর্থ করে তোলে, তার উপরে আমরা এই হিসেবে নির্ভর করতে পারি যে, তা আমাদেরকে যুগের শেষ দিন পর্যন্ত সাহায্য করে যাবে।

২. তাঁদের দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতার কথা একাধিক ভঙ্গিমায় প্রকাশ করা হয়েছে এবং তার প্রতি সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে (পদ ২): আমরা লজ্জার গোপন কাজগুলো জলাঞ্জলি দিয়েছি। লজ্জার কাজ বা অসততার কাজ গোপন কাজ, যা কখনো আলোর মুখ দেখে না এবং তা আলো সহ্যও করতে পারে না। আর যারা এই ধরনের অসততার কাজ করে থাকে, তাদের উচিত নিজেদেরকে নিয়ে লজ্জিত হওয়া, বিশেষ করে যদি তারা মানুষের কাছে সুপরিচিত হয়। এ ধরনের কোন কিছু পৌল অনুমোদন দেন নি, কিন্তু তিনি তাদেরকে তিরস্কার করেছেন এবং প্রত্যাখ্যান করেছেন: ধূর্ততায় চলতে অস্বীকার করি, কিংবা ছদ্মবেশ ধরে চলতে অস্বীকার করি, ভান করতে ও ধূর্তের মত পরিচয় ধারণ করতে অস্বীকার করি, কিন্তু দারুনভাবে সরল আচরণ ধারণ করি এবং মুক্তমনা হতে চাই। তাঁদের কোন নীচ ও মন্দ অভিসন্ধি ছিল না যা ভাল বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বা উত্তম কোন বিষয়ের দ্বারা বিজড়িত ছিল না। তাঁরা তাঁদের প্রচারের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য বিকৃত করার চেষ্টাও করেন নি; কিন্তু যেমনটা তিনি এর আগে বলেছেন, তাঁরা সত্য প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে মানুষের বিবেকের কাছে নিজেদের যোগ্যপাত্র হিসাবে দেখিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের পরিচর্যা কাজকে কোন ধরনের সুবিধা আদায়ের জন্য পরিচালনা করেন নি, কিংবা তাঁরা ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য সাধনের পরিকল্পনা নিয়ে এই পরিচর্যা কাজে নামেন নি। তাঁরা লোকদেরকে সত্যের বদলে মিথ্যা দিয়ে ধোঁকা দেন নি। অনেকে মনে করেন যে, প্রেরিত পৌল এখানে ভণ্ড বাজিকরদের প্রতারণার সাথে তুলনা করছেন, কিংবা যে সমস্ত অসৎ ব্যবসায়ী বাজারে ভাল শস্যের সাথে খারাপ শস্য মিশিয়ে দিয়ে বিক্রি করে তাদের সাথে তুলনা করেছেন। প্রেরিতরা কখনোই এ ধরনের মানুষের মত কাজ করেন না, বরং তাঁরা মানুষের বিবেকের কাছে নিজেদের যোগ্যপাত্র হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের চিন্তা বা বিবেক থেকে কোন কথা বলেন নি যা তাঁরা বিশ্বাস করেন, বরং তাঁরা তাঁদের সেই দায়িত্ব পালনের জন্য কাজ করেছেন এবং সেই সত্য প্রকাশ করেছেন যা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য

দিয়ে তাঁদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁরা যাদের জন্য এই সকল কথা বলেন তাদের বিবেকের মঙ্গলের জন্যই তাঁরা এই সকল কাজ করে থাকে। আর তাই তাঁরা কখনোই তাঁদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করেন না। আর এই সব কিছুই তাঁরা করে থাকেন ঈশ্বরের সম্মুখে এবং এভাবেই তাঁরা ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে প্রশংসিত করে তুলতে চান এবং মানুষের বিবেকের কাছে নিজেদেরকে সৎ প্রতিপন্ন করতে চান। লক্ষ্য করুন, একজন দৃঢ় প্রত্যয়ী পরিচর্যাকারী, যিনি সুসমাচারের সত্যের প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তিনি অবশ্যই অন্য সকল পরিচর্যাকারী ও মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য; আর আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা একজন মানুষের সম্মান ও সুনাম আরও বাড়িয়ে দেয় ও ধরে রাখে এবং তার প্রতি জ্ঞানী ও উত্তম ব্যক্তিদের উত্তম মতামত সৃষ্টি করে।

খ. এখানে আমরা একটি অভিযোগ খণ্ডন করতে দেখি, যা এভাবে তৈরি হয়েছিল: "যদি তা এরকমই হয়, তাহলে কীভাবে তা সম্ভব হল যে, সুসমাচার গোপন করা হয়েছে এবং তা যারা শুনছে তাদের কারও কারও কাছে অকার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়েছে?" যে অভিযোগের প্রতি পৌল জবাব দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, এটি আসলে সুসমাচারের কোন ত্রুটি নয়, কিংবা প্রচারকদেরও দোষ নয়। কিন্তু এই বিষয়টির প্রকৃত কারণ হচ্ছে:

১. যে মানুষগুলোর কাছ থেকে সুসমাচার লুকিয়ে রাখা হচ্ছে, কিংবা অকার্যকর করে রাখা হয়েছে, তারা আসলে হারিয়ে যাওয়া আত্মা, পদ ৩। খ্রীষ্ট হারানোদেরকে উদ্ধার করার জন্যই এসেছেন (মথি ১৭:১১), এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রেরণ করা হয়েছে মণ্ডলীকে রক্ষা করার জন্যই; আর যদি এতে করে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া না যায় এবং তারা উদ্ধার না পায়, তাহলে তারা চিরকালের মত হারিয়ে গেছে, তাদের আর কখনোই বাঁচার আশা নেই, তাদের পরিত্রাণের ও উদ্ধারের আর কোন পথ জানা নেই। এই কারণে আত্মার কাছ থেকে সুসমাচারের গোপনীয়তা আসলে তাদের ধ্বংসের একটি কারণ ও প্রমাণ।

২. এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করে রেখেছে, পদ ৪। তারা শয়তানের প্রভাব ও ক্ষমতার অধীনে রয়েছে, যাকে এখানে এই পৃথিবীর প্রভু বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং অন্যান্য স্থানে তাকে এই পৃথিবীর রাজা বলা হয়েছে, কারণ এই পৃথিবীতে তার মহা স্বার্থ রয়েছে, এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তাকেই মান্য করে এবং স্বর্গীয় অনুমতি সাপেক্ষে এর মধ্য দিয়ে সে পৃথিবীতে তার শাসন কায়েম করে। সে পৃথিবীতে লোকদের মাঝে তার প্রভাব বিস্তার করে ও লোকদেরকে তার অধীনস্থ করতে চায়। সে লোকদেরকে প্রভাবিত করে তার দাসে পরিণত করে এবং তাদেরকে তার বশে নিয়ে আসে। সে অন্ধকারের রাজা, এবং অন্ধকার পৃথিবীর অধিপতি, এই কারণে সে মানুষের উপলব্ধির চেতনাকে অন্ধকার করে রাখে এবং তাদের গর্ব ও ঔদ্ধত্ব বাড়িয়ে দেয় এবং তার রাজ্যকে অন্ধকারেই চিরকাল রাখার জন্য যা কিছু করতে হয় তা সে করে। সে তাদের অন্তরকে অজ্ঞতা, ভ্রান্তি ও ভুলে ভরিয়ে রাখে, যাতে করে তারা কখনোই আর খ্রীষ্টের গৌরবময় সুসমাচারের মহিমান্বিত আলো দেখতে না পায়, যিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) খ্রীষ্টের সুসমাচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করা ও তাঁর

গৌরব সাধন করা। এভাবেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসেবে তিনি ঈশ্বরের ক্ষমতা ও জ্ঞান প্রকাশ করেছেন এবং মানুষের পরিত্রাণের জন্য তিনি ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

(২) কিন্তু শয়তানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত রাখা এবং তারা যেন কোনভাবেই আর এই পৃথিবীতে সুসমাচার আলো ছড়াতে না পারে এবং নিজেরাও তার কাছে যেতে না পারে, সে কারণে সে সব সময় মানুষকে নানা কাজে ব্যস্ত রাখে এবং সুসমাচারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সে চায় যেন কোনভাবেই সুসমাচারের আলো লোকদের অন্তরে প্রবেশ না করে।

গ. এখানে প্রেরিতদের যোগ্যতা ও পবিত্রতার একটি প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, পদ ৫। তাঁরা খ্রীষ্টকে প্রচার করার কাজটিকে তাঁদের দায়িত্বে রূপান্তর করেছেন, তাঁদের নিজেদেরকে প্রচার করা নয়: আমরা নিজেদের নয়, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি। প্রেরিতদের প্রচার কাজে নিজের স্বার্থ কখনোই কোন উপকরণ ছিল না বা উদ্দেশ্যও ছিল না। তাঁরা কখনোই প্রচারের জন্য তাঁদের নিজেদের কোন মতামত বা পরিকল্পনা কাজে লাগান নি, কারণ তাঁরা সব সময় ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন। তাঁরা সব সময় তাঁদের পার্থিব ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে দমন করেছেন এবং ঈশ্বরের মহান আদেশের প্রতি বাধ্য থেকে তাঁরা সব সময় সুসমাচার প্রচারে ব্রতী থেকেছেন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির কোন চেষ্টাই করেন নি, বরং তাঁরা সব সময় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করেছেন এবং তিনি তাঁদেরকে যে আদেশ দিয়ে গেছেন তাঁরা সেটাই শুধু পালন করেছেন। তাঁরা তাঁদের প্রভুর আদেশ অনুসারে সব সময় বাধ্য দাসের মত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল তাঁদের প্রভুকে এই পৃথিবীতে খ্রীষ্ট বলে পরিচিত করে তোলা, ঈশ্বরের প্রেরিত খ্রীষ্ট বলে পরিচয় করানো, এবং যীশু বলে পরিচয় করানো, যিনি মানুষের একমাত্র উদ্ধারকর্তা, এবং একজন ধার্মিক প্রভু, আর তাঁরা তাঁর সম্মান ও গৌরবের জন্যই সমস্ত কাজ করেছেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টান মতবাদের সবক'টি পথ যীশু খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, এবং খ্রীষ্টকে প্রচার করার সময় আমরা যা কিছু প্রচার করা প্রয়োজন তার সবই প্রচার করতে পারি। "আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে," প্রেরিত পৌল বলছেন, "আমরা প্রচার করি, বা ঘোষণা দিই যে, আমরা যীশু খ্রীষ্টের জন্য তোমাদের দাস হয়েছি।" এটি কোন প্রশংসা ছিল না, বরং তাদের আত্মার মঙ্গল সাধনের জন্য একটি সত্যিকার প্রস্তুতি ছিল এবং তাঁরা তাদের আত্মিক এবং অনন্তকালীন আগ্রহ এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, এবং তা কেবল মাত্র যীশু খ্রীষ্টের জন্য, যাতে করে তাঁরা তাঁর মহান আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেন এবং তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করতে পারেন। লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীদের কখনোই তাদের নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়, ঈশ্বরের চিরকালীন গৌরবের উপরে তাদের নিজেদের সম্মান ও গর্বকে স্থান দেওয়া উচিত নয়, কারণ তারা মানুষের আত্মার পরিচর্যা করেন। তথাপি একই সময়ে তাদেরকে অবশ্যই তাদের আত্মাকে এমনভাবে সংযত রাখতে হবে যেন তারা কোনভাবেই মানুষের কামনা বাসনার বশবর্তী হয়ে না পড়েন। যদি তাদের এভাবে মানুষকে সন্তুষ্ট করার

প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা খ্রীষ্টের দাস হবেন না, গালাতীয় ১:১০। আর এর কিছু ভাল যুক্তি রয়েছে:-

১. কেন তাদের খ্রীষ্টকে প্রচার করা উচিত। কারণ সুসমাচারের আলোতে আমরা ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব করার জ্ঞান পেয়ে থাকে, যা যীশু খ্রীষ্টের চেহারায় উজ্জ্বলতা ধারণ করে, পদ ৬। আর ধার্মিকতার সূর্যের আলো সেই আলোর চেয়ে আরো বেশি গৌরবময় ও উজ্জ্বল, যাকে ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন অন্ধকারে দীপ্তি দান করার জন্য। সূর্যকে তার যথা স্থানে থেকে কিরণ দিতে দেখাটা অত্যন্ত আনন্দঘন এবং দৃষ্টি নন্দন একটি বিষয়; কিন্তু এটি আরও বেশি আনন্দনীয় এবং সুফলজনক হয়, যখন সুসমাচারের আলো আমাদের অন্তরে জ্বলতে থাকে। লক্ষ্য করুন, আলো ছিল সৃষ্টি জগতের সর্ব প্রথম সৃষ্টি, ঠিক একইভাবে নতুন সৃষ্টির সময়েও এটিই সবেচয়ে প্রথম সৃষ্টিতে রূপ নিয়েছে। আর এটি হচ্ছে আত্মার উপর তাঁর প্রথম কাজের প্রভাবস্বরূপ দীপ্তি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের আত্মায় এমন আলো সৃষ্টি করে যা অন্ধকারে থাকা লোকদেরকে প্রভুর আলোতে নিয়ে আসে, ইফিষীয় ৫:৮।

২. কেন তাদের নিজেদের প্রচার করা উচিত নয়: কারণ তারা হচ্ছে মাটির পাত্রের মত, যার মূল খুব সামান্য বা নেই বললেই চলে। এখানে আমরা দেখি সেই মশালের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, যা গিদিয়োনের সৈন্য বাহিনী মাটির কলসিতে করে বহন করছিল, বিচার-কর্তৃকগণ ৭:১৬। সুসমাচারের আলো ও অনুগ্রহের সম্পদ মাটির পাত্রে রাখা হয়েছে। সুসমাচারের পরিচর্যাকারীরা দুর্বল এবং ভঙ্গুর প্রাণী, এবং তারা অন্য লোকদের মতই মানবীয় আবেগ অনুভূতি ও অক্ষমতায় প্রভাবিত হয়ে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন। যেহেতু তারা মরণশীল মানুষ, সে কারণে তারা দ্রুত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়তে পারেন। আর ঈশ্বর এভাবেই আমাদেরকে সজ্জিত করেছেন, যার কারণে দুর্বল পাত্রের মধ্যে অনেক সময়ই শক্তিশালী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সহাবস্থান দেখা যায়, যাতে করে সেই সম্পদের প্রতি যথাযথ মূল্য আরোপিত হয়। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের সুসমাচারে ক্ষমতার উৎকৃষ্টতা রয়েছে, যা আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে, যাতে করে আমাদের বিবেক প্রভাবিত হয় এবং আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। কিন্তু এই সকল ক্ষমতাই আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে, যিনি সমস্ত কিছুর রচয়িতা ও সৃষ্টিকর্তা। এই ক্ষমতা মানুষের কাছ থেকে আসে না, কারণ তারা কেবলমাত্র মাধ্যম, যাতে করে ঈশ্বর তাদের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর সকল সৃষ্টি কর্মের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হন।

২ করিন্থীয় ৪:৮-১৮ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পৌল তাঁদের সকল কষ্ট ও যন্ত্রণার মাঝে যে সাহস ও ধৈর্য তাঁরা ধারণ করেছিলেন সে বিষয়ে বলেছেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

ক. কীভাবে সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা এবং তার মধ্যেও তাঁরা যে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন সে বিষয়ে তাঁরা ঘোষণা দিলেন, পদ ৮-১২। প্রেরিতরা ছিলেন প্রচণ্ড কষ্টভোগকারী, কারণ

তাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণকারী। আর তাই তাঁদেরকে নানাভাবে নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে বলেছিলেন যে, এই পৃথিবীতে তাঁদেরকে বহু কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করতে হবে, আর ঠিক তাই হয়েছে। তথাপি তাঁরা দারুন সান্ত্বনা ও স্বস্তি লাভ করেছেন এবং তাঁরা নানাভাবে তাঁদের এই দুঃখ ও কষ্ট কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। পৌল বলেছেন, "আমরা সর্ব প্রকারে ক্লিষ্ট হচ্ছি, বহু দিক থেকে আমরা পীড়িত হচ্ছি এবং সকল প্রকার প্রকার সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছি। তথাপি আমরা উদ্বিগ্ন হই না, পদ ৮। আমরা কোনভাবেই কোণঠাসা হয়ে যাই নি, বা আমাদের দেয়ালে পিঠও ঠেকে যায় নি, কারণ আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বরতে আমাদের সাহায্য রয়েছে এবং আমরা তাঁর কাছ থেকে এই সকল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুযোগ লাভ করেছি।" তিনি আরও বলছেন, "আমরা জটিলতায় ভুগছি, অনেক সময় আমরা অনিশ্চিত হয়ে পড়ি এবং আমাদের কী হবে সে নিয়ে আমরা সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকি, এবং আমরা সব সময় চিন্তামুক্ত থাকতেও পারি না; তথাপি আমরা নিরাশ হই না (পদ ৮), এমন কি আমাদের সবচেয়ে কঠিনতম জটিলতার মধ্যেও আমরা জানি যে, ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করার জন্য ও আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। আর তাঁতেই আমরা সব সময় আমাদের বিশ্বাস ও আশা খুঁজে পাই।" পৌল বলেছেন, "আমরা মানুষের হাতে নির্যাতিত হয়েছি, আমরা প্রচণ্ডভাবে ঘৃণিত হয়েছি, বিভিন্ন স্থানে আমরা সহিংসতার কবলে পড়েছি, যে পরিস্থিতি থেকে কোন মানুষের বেঁচে ফিরে আসার কথা নয়; তথাপি আমরা ঈশ্বরের কাছে পরিত্যক্ত হই নি," পদ ৯। উত্তম ব্যক্তিরা অনেক সময় বন্ধু ও স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হতে পারেন, তাদের শত্রুদের কাছে নির্যাতিত হওয়ার মত। কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে কখনো ছেড়ে যাবেন না বা কখনোই ভুলে যাবেন না। পৌল আরও বলেছেন, "আমরা অনেক সময় প্রত্যাখ্যাত হয়েছি এবং আমাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; শত্রুরা প্রচণ্ড পরিমাণে বিরোধিতা করেছে আমাদের এবং আমাদের মনোবল প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল; আমাদের ভেতরে ভয় ছিল যে, আমরা আসলে কিছু করতে পারবো কি না এবং এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো কি না, তথাপি আমরা ধ্বংস হয়ে যাই নি," পদ ৯। তাঁরা তখন পর্যন্ত টিকে ছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের মাথা জলের উপরে রাখতে পেরেছেন। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের সন্তানেরা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন এই পৃথিবীতে, তাদের নিজেদেরকে নিয়ে "কোন কিন্তু নয়"– এ ধরনের একটি আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। তাদের অবস্থা কোন কোন সময় অনেক খারাপ হয়ে যেতে পারে, এবং তারা নিজেদেরকে নিয়ে অত্যন্ত বিপদে পড়তে পারেন, অনেক বেশি প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা তাদেরকে করতে হতে পারে, কিন্তু আসলে যতটা খারাপ হবে বলে মনে হবে ততটা খারাপ ঘটবে না। তরা সব সময়ই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে সেই সমস্ত পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবেন। প্রেরিত পৌল তাদের যে কষ্ট ও ক্লেশের কথা বলেছেন তা ছিল ক্রমাগত এবং এর কোন বিরতি ছিল না, যা ছিল খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ও কষ্টভোগের অনুরূপ, পদ ১০। খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ও দুঃখ ভোগই এক দিক থেকে আবারও আবারও ভোগ করে চলেছেন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা; এভাবেই তারা তাদের প্রভু যীশুর দৈহিক মৃত্যুবরণের যন্ত্রণার সহভাগিতা লাভ করছেন, এই পৃথিবীর সামনে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের একটি বড় ধরনের উদাহরণ স্থাপন

করেছেন, যাতে করে তাদের জীবনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের জীবনের ছায়া উপস্থাপিত হতে পারে, এর অর্থ হচ্ছে, লোকেরা যাতে করে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ক্ষমতা দেখতে পারে এবং জীবন্ত যীশু খ্রীষ্ট যে অনুগ্রহ তাদেরকে দান করছেন তার প্রমাণ পেতে পারে, এবং তা যেন তাদের কাছে প্রকাশিত হয়, যারা এখনো বেঁচে আছে, যদিও তাদেরকে সব সময় মৃত্যুর মুখে সমর্পিত হতে হচ্ছে এই কাজ করতে গিয়ে (পদ ১১), আর যদিও তাদের মধ্যেও মৃত্যু কাজ করছে (পদ ১২), তারা মৃত্যু উন্মোচন করছেন এবং সব সময় মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার মত কাজ করে যাচ্ছেন। প্রেরিতদের কষ্টভোগ এতটাই বেশি ছিল যে, তাদের সাথে তুলনা করলে অন্যান্য খ্রীষ্টানরা সে সময় অনেক বেশি আরামে ছিলেন: আমাদের মধ্যে মৃত্যু কাজ করছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন কাজ করছে, পদ ১২।

খ. যে বিষয়টি তাঁদেরকে তাঁদের দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ডুবে যাওয়া থেকে বাধা দিয়ে রেখেছিল, পদ ১৩-১৮। উত্তম ব্যক্তিরা যতই বোঝা বহন করেন না কেন ও সমস্যার মধ্যে থাকেন না কেন, তাদের যথেষ্ট কারণ রয়েছে নিরুৎসাহিত হয়ে না পড়ার।

১. বিশ্বাস তাঁদেরকে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়া থেকে বাধা দিয়ে রেখেছে: বিশ্বাসের সেই আত্মা আমাদের মধ্যেও আছে (পদ ১৩), এই বিশ্বাস হচ্ছে পবিত্র আত্মার কাজ; এই বিশ্বাস সেই একই বিশ্বাস, যার মধ্য দিয়ে প্রাচীনকালের পবিত্র ব্যক্তিরা বহু কষ্ট সহ্য করেও অটল ছিলেন এবং মহান মহান কাজ সাধন করেছেন। লক্ষ্য করুন, বিশ্বাসের অনুগ্রহ হচ্ছে সার্বজনীন ও সকল মানুষের জন্য। যে কেউ বিশ্বাস করবে সে এই অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। এটি একটি কার্যকরী প্রতিষেধক যা সমস্যা ও জটিলতা পূর্ণ সময়ে আমাদেরকে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়া থেকে বাধা দিয়ে রাখে। বিশ্বাসে আত্মা একজন মানুষের আত্মাকে এমনভাবে উদ্বেলিত করে যার কারণে সে তার সমস্ত অক্ষমতা কাটিয়ে উঠতে পারে; এবং প্রেরিত এখানে এই প্রসঙ্গে দায়ূদের উদাহরণ দিয়েছেন, যিনি বলেছেন (গীতসংহিতা ১১৬:১০), আমি বিশ্বাস করেছি, এবং এই কারণে আমি কথা বলছি, আর তাই পৌলও আমাদের জন্য একটি জ্বলজ্যান্ত সাক্ষ্য বহন করছেন: আমরাও বিশ্বাস করেছি, তাই কথাও বলছি আমরাও বিশ্বাস করেছি, তাই কথাও বলছি। লক্ষ্য করুন, যখন আমরা অন্যদের ভাল কথা ও উদাহরণের মধ্য দিয়ে সাহায্য ও উৎসাহ গ্রহণ করবো, তখন আমাদের উচিত হবে আমাদের কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে অন্যদের প্রতি ভাল উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্য আন্তরিক হওয়া।

২. পুনরুত্থানের প্রত্যাশা তাঁদেরকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে, পদ ১৪। তাঁরা জানতেন যে, খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং তাঁর পুনরুত্থান তাঁদের নিজেদের মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার এক দারুন আশা ও ভরসা যুগিয়েছে। তিনি করিন্থীয়দের প্রতি তাঁর প্রথম পত্রটিতে এই নিয়ে বেশ বড় আকারে আলোচনা করেছিলেন, ১ করিন্থীয় অধ্যায় ১৫। আর সেই কারণে তাদের আশা দৃঢ় হয়েছিল, ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল, কারণ তারা এই আশা করতে পেরেছিল যে, যিনি মণ্ডলীর মস্তক যীশু খ্রীষ্টকে উত্থিত করেছেন, তিনি পুরো মণ্ডলীকেই পুনরুত্থিত করবেন ও মৃত্যু থেকে জীবন দান করবেন। লক্ষ্য করুন, পুনরুত্থানের আশা আমাদেরকে কষ্টকর দিনগুলোতে দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করতে সাহস

যোগাবে এবং আমাদেরকে মৃত্যুর ভয়ের গ্রাস থেকে বের করে নিয়ে আসবে। কী কারণে একজন উত্তম খ্রীষ্টান মৃত্যুকে ভয় করবে, যে কি না এক আনন্দময় পুনরুত্থানের প্রত্যাশা নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে?

৩. ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব এবং মণ্ডলীর সুফলের বিবেচনা, বিশেষ করে তাঁদের দুঃখ ও কষ্টভোগ এবং নিরাশ হয়ে পড়ার বিষয়ে, পদ ১৫। তাঁদের কষ্টভোগ ছিল মণ্ডলীর জন্য একটি বড় সুযোগ (২ করিন্থীয় ১:৬), আর এভাবেই তাঁরা ঈশ্বরের গৌরব করতে পেরেছেন। কারণ, যখন মণ্ডলী উৎকর্ষতা লাভ করে, তখন ঈশ্বর মহিমান্বিত হন; এবং আমরা সেই সমস্ত কষ্ট ও দুঃখ ধৈর্যের সাথে ও আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে পারি, যখন আমরা দেখি যে, অন্যরা তাদের চেয়ে ভাল আছে, যদি তারা প্রশিক্ষিত হয় এবং উৎকর্ষতা লাভ করে, যদি তারা নিশ্চয়তা লাভ করে এবং সান্ত্বনা লাভ করে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের কষ্ট ও দুঃখভোগ, সেই সাথে তাদের প্রচার এবং কথোপকথন মণ্ডলীর উন্নতির জন্য এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে।

৪. তাঁদের আত্মা তাঁদের দেহকে দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েও নিজেদেরকে নিরাশ না করার মাধ্যমে যে সুফল লাভ করবে: যদিও আমাদের বাইরের সত্তা যদিও ক্ষীণ হচ্ছে, তবুও অন্তরের সত্তা দিন দিন নতুনীকৃত হচ্ছে, পদ ১৬। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) আমাদের প্রত্যেকেরই একজন বাইরের মানুষ এবং একজন ভেতরের মানুষ রয়েছে, একটি দেহ এবং একটি আত্মা রয়েছে।

(২) যদি বাইরের মানুষটি বা বাইরের সত্তাটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এর কোন প্রতিকার নেই, তা ধ্বংস ও বিনষ্ট হবেই, কারণ তা এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

(৩) এটি আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়, যদি আমাদের বাইরের সত্তাটি ভেতরের সত্তাকে পুনরুজ্জীবিত ও নবায়ন করার জন্য সাহায্য করে, বাইরের সত্তা যে সকল কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করে, তা যদি ভেতরের সত্তার জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসে, যখন দেহ অসুস্থ হয় এবং দুর্বল হয় এবং ধ্বংস প্রায় হয়, তখন আত্মা যেন গৌরবময় হয় এবং তা প্রতিনিয়ত আরও বেশি করে উন্নতি সাধন করতে পারে। অধিকাংশ মানুষেরই আরও বেশি করে তাদের ভেতরের সত্তার নবায়ন করার ও সজীব করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে, এমন কি তা প্রতি দিনই প্রয়োজন। যেখানে ভাল কাজ শুরু হয়, সেখানে আরও বেশি করে কাজ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আর যেভাবে মন্দ মানুষের ভেতরে প্রতি দিন আরও বেশি করে মন্দ বিষয়ের জন্ম হয়, ঠিক সেভাবেই পবিত্র মানুষের ভেতরে আরও বেশি করে ভাল বিষয়ে জন্ম নেয় এবং তা প্রকাশিত হয়।

৫. অনন্ত জীবনের হাতছানি এবং আনন্দ তাঁদেরকে নিরাশ হয়ে পড়া থেকে বিরত রাখে এবং তাঁদেরকে একটি শক্তিশালী সহায় এবং সান্ত্বনা দান করে। আর এই থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে:-

(১) প্রেরিত পৌল এবং তাঁর বন্ধুরা, যারা তাঁরই মত কষ্টভোগ করেছিলেন, তাঁরা এক সাথে

এই কষ্টভোগ করার মধ্য দিয়ে স্বর্গ দেখতে পেয়েছিলেন, আর তাই তাঁরা আরও বেশি করে উৎসাহ লাভ করেছিলেন যেন তাঁরা শেষ দিন পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন (পদ ১৭), কারণ তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সঠিকভাবে তাঁদের কাজ ও কথা ও এর প্রতিক্রিয়া কী হবে তা জেনেছিলেন ও সেই অনুসারে তাঁকে নির্বাচন করেছিলেন। তাঁদের যে ইন্দ্রিয় ভারী ও দীর্ঘ বোধ করছিল, যা দুঃসহ ও ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছিল, তাকে তাঁরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে হালকা ও ছোট করে ফেলেছিলেন এবং তা এক মুহূর্তের মধ্যেই। অপর দিকে, মহিমা ও গৌরবের মুকুটের মূল্য ও ওজন, যা তাঁরা অত্যন্ত তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, তা তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসী আত্মা দিয়ে জয় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। এটি আমাদের নিজেদের দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে একটি ভাল উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে, কারণ যারা এভাবে সমস্ত কষ্ট ও দুঃখ ভোগকে সহ্য করে পথ চলবে, তারা খুব সহজে ভবিষ্যৎ মহিমা ও গৌরব লাভ করতে সক্ষম হবে।

(২) তাঁদের বিশ্বাস তাদেরকে সমস্ত বিষয়ে সঠিক বিচার করতে সক্ষম করেছে: আমরা তো দৃশ্য বস্তু লক্ষ্য না করে অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করছি, পদ ১৮। আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে দেখদে পাই, যিনি অদৃশ্য (ইব্রীয় ১১:২৭), আর এর মধ্য দিয়ে আমরা এক অদৃশ্য স্বর্গ ও নরকও দেখতে পাই, এবং বিশ্বাস হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয়ে প্রমাণ, যা দেখা যায় না। লক্ষ্য করুন:-

[১] অনেক দৃশ্যমান বস্তু যেমন আছে, তেমনি অনেক অদৃশ্য বস্তুও আছে।

[২] তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে: অদৃশ্য বস্তু অনন্তকাল স্থায়ী, দৃশ্য বস্তু সামান্য কিছু কাল স্থায়ী, কিংবা বলা যায় তা সাময়িক।

[৩] বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা শুধু যে এই বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি এবং অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ: করতে পারি তাই শুধু নয়, বরং সেই সাথে আমরা এর মধ্য দিয়ে অদৃশ্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে পারি এবং প্রধানত আমাদের নিজেদের সমস্ত আগ্রহকে এর প্রতি স্থাপন করতে পারি, যাতে করে আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ হয়।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু বর্তমানে মন্দতাকে এড়ানো নয়, কিংবা বর্তমান উত্তমতাকে গ্রহণ করা নয়, বরং ভবিষ্যৎ মন্দতা থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং ভবিষ্যৎ উত্তমতাকে আয়ত্ব করা, যা অদৃশ্য হলেও বাস্তব এবং সুনিশ্চিত এবং অনন্তকাল স্থায়ী; আর বিশ্বাস হচ্ছে এই সকল বিষয়ের সারবস্তু, যার জন্য আমরা আশা করি, সেই সাথে যা কিছু আমরা দেখি নি, তার প্রমাণস্বরূপ, ইব্রীয় ১১:১।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৫

প্রেরিত পৌল এ বিষয়ে আমাদেরকে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কেন প্রেরিতরা তাঁদের এত সব যন্ত্রণা, কষ্ট, দুঃখের মধ্যেও নিরাশ হয়ে পড়েন নি এবং বিশেষত কী কারণে তাঁরা তাঁদের মৃত্যুর পরও নতুন জীবন লাভ করার এবং সেখানে সুখী থাকার আশা ও আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন (পদ ১-৫), এবং তিনি বিশ্বাসীদের বর্তমান জীবনে স্বস্তি ও সান্ত্বনা লাভের বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন (পদ ৬-৮), এবং তাদেরকে দায়িত্বে আরও বেশি সচেতন হওয়ার জন্যও তিনি কথা বলেছেন, পদ ৯-১১। এরপর তিনি নিজের প্রশংসা করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, এবং তিনি তাঁর এই উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের জন্য একটি ভাল যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন (পদ ১২-১৫), এবং তিনি দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যা খ্রীষ্টতে জীবন ধারণ করার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন, নতুন জন্ম লাভ এবং পুনর্মিলন, পদ ১৬-২১।

২ করিন্থীয় ৫:১-১১ পদ

প্রেরিত পৌল এই পদগুলোতে বিগত অধ্যায়ের আলোচনাকেই বর্ধিত করেছেন এবং এখানে তিনি মূলত তাঁদের দুঃখ কষ্টের বিপরীতে সাহস ও ধৈর্য ধারণ করার বিষয়ে তাঁদের যে ভিত্তি রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ক. তিনি তাঁদের মৃত্যুর পর অনন্তকালীন সুখের প্রত্যাশা, আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করেছেন, পদ ১-৫। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন:-

১. মৃত্যুর পর অনন্ত সুখের জন্য বিশ্বাসীদের প্রত্যাশা, পদ ১। তিনি শুধু যে এ বিষয়ে জানতেন তা-ই নয়, বরং সেই সাথে তিনি সত্য ও বাস্তবতার বিশ্বাস দিয়ে দারুনভাবে এই নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন যে, এই বর্তমান জীবন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেলেও এরপরে একটি সুখী জীবন অপেক্ষা করছে। তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে অদেখা পৃথিবীর জন্য এই আশা লাভ করেছেন, যার জন্যই তিনি সেই অজানা দেশে গিয়ে চিরকালীন সুখ শান্তি ও আশীর্বাদ লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়েছেন: "আমরা জানি যে, আমাদের জন্য ঈশ্বরের নির্মিত একটি ভবন রয়েছে, আমরা ভবিষ্যতের জন্য দারুন একটি সম্ভাবনা আশা করতে পারি।" আমরা এখানে দেখতে পাই যে:

(১) একজন বিশ্বাসীদের চোখে এবং তার আশায় স্বর্গের রূপ কেমন। তিনি এর দিকে তাকিয়েছেন একটি ঘরের মত করে, কিংবা বাসস্থানের মত করে, যেখানে আমরা বাস করতে পারি, বিশ্রাম নিতে পারি, যা আমাদের পিতার গৃহ। এটি এমন একটি গৃহ যার অবস্থান স্বর্গে, সেই উচ্চ এবং পবিত্র স্থানে, যা এই পৃথিবীর উপরে অতি উচ্চে অবস্থিত

এবং তা সকল স্বর্গের উপরের স্বর্গে অবস্থিত। এটি ঈশ্বরের নির্মিত একটি ভবন, যিনি নিজে এর নির্মাতা, আর তাই তাকেই এর রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করা যায়; ঈশ্বর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য যে সুখ ও শান্তি লিখে রেখেছেন তা আমাদের এই বাসস্থানেই রয়েছে। তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন বলেই এই বাসস্থান নির্মাণ করেছে। এই বাসগৃহ স্বর্গে চিরকালীন। তিনি তাদের জন্য এই গৃহ নির্মাণ করেছেন, যারা তাকে ভালবাসে। তিনি কোন পার্থিব গৃহের মত করে এই বাসস্থান নির্মাণ করেন নি, কোন তাঁবু বা মাটির ঘরের মত করে এই গৃহ নির্মাণ করেন নি, যেখানে আমাদের আত্মা বসবাস করবে, কারণ এই ধরনের গৃহ ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী, যে ঘরের ভিত্তি রচিত হয় বালুর উপরে।

(২) এই সুখ কোন সময় আমরা লাভ করবো বলে আকাঙ্ক্ষা করি: মৃত্যুর পর পরই, আমাদের এই পার্থিব তাঁবু তথা দেহ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর পরই। লক্ষ্য করুন:-

[১] এই দেহ, আমাদের এই পার্থিব বাসস্থান একটি তাঁবুর মত, যার একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে; এর পেরেক খুলে নেওয়া হবে এবং দড়ি আলগা করে দেওয়া হবে, আর এটি মাটিতে পড়ে ধুলায় মিশে যাবে, ঠিক যেখানে তা আগে ছিল।

[২] যখন এই ঘটনা ঘটবে, সে সময় আমাদের এই দেহ পরিবর্তন করে আমাদের আত্মা আর কোন হাতে তৈরি ঘরে জায়গা করে নেবে না। আমাদের এই আত্মা তখন ফিরে যাবে ঈশ্বরের কাছে, যিনি আমাদের সেই দেহ দিয়েছিলেন এবং এই আত্মাও যিনি সৃষ্টি করেছেন; আর আমরা যখন ঈশ্বরের সাথে হাঁটবো তখন আমরা তাঁর সাথে চিরকাল বসবাসও করবো।

২. এই ভবিষ্যৎ আশীর্বাদ অনুগ্রহের বিষয়ে বিশ্বাসীদের একাগ্র আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ, যা এই শব্দটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, *stenazomen* বা আমরা আর্তস্বর করছি, যা এই অর্থ প্রকাশ করে:-

(১) এক বিরাট বোঝার নিচে বিশ্বাসীদের দুঃখার্ত আর্তস্বর; এই কারণে বিশ্বাসীরা তাদের জীবনের বোঝার নিচে পড়ে আর্তস্বর করে থাকে: বাস্তবিক আমরা এই তাঁবুর মধ্যে থেকে আর্তস্বর করছি, পদ ২। এই তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হওয়াতে আর্তস্বর করছি, পদ ৪। মাংসিক দেহ একটি বিশাল বোঝা, জীবনের সকল ঝড় ঝাপ্টা আমাদের জন্য এক দারুন রকম বোঝা স্বরূপ। কিন্তু বিশ্বাসীদের মূলত আর্তনাদ করা প্রয়োজন যখন তাদের দেহ পাপে নিমজ্জিত থাকে, এবং যখন তাদের মধ্যে পাপের কলুষতা ও মন্দতা অবস্থান করে। এটি তাদেরকে এই অভিযোগ করায়, হায়, কত না দুর্দশাগ্রস্থ আমি! রোমীয় ৭:২৪।

(২) পরবর্তী জীবনের সুখের জন্য আমরা আর্তস্বর করি। আর এভাবেই বিশ্বাসীরা আর্তস্বর করে থাকে: এর উপরে স্বর্গ থেকে প্রাপ্য আবাস-পরিহিত হবার আকাঙ্ক্ষা করছি (পদ ২), যাতে করে আমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত অমরতা লাভ করতে পারি, এর উপরে পরিহিত হতে বাসনা করি, যেন যা মরণশীল, তা জীবনের দ্বারা কবলিত হয় (পদ ৪), পরিহিত হলে পর আমরা তো উলঙ্গ থাকব না (পদ ৩)। এর অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা হল যেন আমরা এই জীবন থেকে বের হয়ে আসি এবং এই জীবনে আমাদের যে উলঙ্গতা রয়েছে তা আমরা পরিত্যাগ

করি এবং আমরা যেন সব সময় পরবর্তী জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, যেখানে আমরা ধার্মিকতা ও পবিত্রতার পোশাক পরিহিত হব এবং চিরস্থায়ী আবাসস্থল লাভ করবো। মৃত্যু আসলে কেবল মাত্র আত্মা ও দেহের পৃথক হওয়ার একটি প্রক্রিয়া, আর এই প্রক্রিয়াটি কেবল যে আমাদের যে আকাঙ্ক্ষিত তা নয়, বরং সেই সাথে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু, মহিমা ও গৌরবের বিষয়ে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলেও আমরা বলতে পারি যে, একজন বিশ্বাসীদের জন্য বেঁচে থাকার চাইতে বরং মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াই শ্রেয়, এই দেহ থেকে তার ছুটি নেওয়া প্রয়োজন, যাতে করে আমরা প্রভুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে (পদ ১)। তাকে অবশ্যই এই দেহ ত্যাগ করতে হবে, যেন আত্মা গিয়ে খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হতে পারে, এবং আমাদেরকে অবশ্যই এই মরণশীল দেহকে ত্যাগ করে তবেই স্বর্গের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হতে হবে, যাতে করে সে গৌরবের পোশাক পরিহিত হতে পারে। লক্ষ্য করুন:-

[১] মৃত্যু আমাদেরকে মাংসিক পোশাক থেকে বের করে ফেলে এবং আমাদেরকে এই জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি ও সান্ত্বনা থেকে বিচ্যুত করে, সেই সাথে আমাদের নিজেদের জীবনের যত সমস্যা ও জটিলতা রয়েছে তা থেকে আমাদের নিজেদেরকে মুক্ত করে ফেলতে হবে। আমরা এই পৃথিবীতে উলঙ্গ এসেছি, আবার উলঙ্গই আমাদেরকে চলে যেতে হবে। কিন্তু;

[২] পরবর্তী পৃথিবীতে মহিমা পূর্ণ ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত আত্মাদেরকে আমরা উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পাব না; না, তারা প্রশংসার কাপড়ে মোড়ানো থাকবেন, মহিমা ও ধার্মিকতার আলখেল্লায় সজ্জিত থাকবেন। তাদেরকে সমস্ত সমস্যা ও জটিলতা থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে, আর তারা তাদের পোশাক সেই মেষশাবকের রক্তে ধুয়ে উজ্জ্বল ও ধবধবে করে ফেলেছেন, প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪।

৩. ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার বিষয়ে বিশ্বাসীদের আগ্রহ ও একাগ্রতা:-

(১) ঈশ্বরের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ এবং তার আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ অর্জনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। যিনি আমাদেরকে যিনি আমাদেরকে এরই জন্য প্রস্তত করেছেন, তিনি ঈশ্বর, পদ ৫। লক্ষ্য করুন, যাদেরকে স্বর্গের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তারা সকলেই স্বর্গে গমনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছেন; উর্ধ্বে আমাদের আত্মিক দেহ যে সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খলতায় প্রবেশ করবে, এখানে সেই আত্মাকে প্রস্তুত করে তোলা হবে যেন তা স্বর্গে গমনের উপযোগী হয়। আর যিনি এই কাজ আমাদের জন্য করবেন, তিনি আমাদের ঈশ্বর, কারণ একটি স্বর্গীয় শক্তি ব্যতীত আমরা কখনোই আমাদের আত্মাকে বিশেষভাবে স্বর্গে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারি না, ঈশ্বরের হাতের স্পর্শ ছাড়া আর কোন কিছুতেই আর এই কাজ আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হত না। আমাদের আত্মাকে স্বর্গে বস বাসের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে এবং আমাদের অন্তরকে প্রভুর সাথে বসবাসের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন।

(২) পবিত্র আত্মার বায়নাও তাদেরকে সেই একই নিশ্চয়তা দিয়েছে: একটি বায়নার মধ্য

দিয়ে একটি মূল্য দানের নিশ্চয়তা লাভ করা যায় এবং তা আমাদের জন্য চিরস্থায়ী অনুগ্রহ ও সান্ত্বনা নিশ্চিত করে।

খ. প্রেরিত পৌল বিশ্বাসীদের বর্তমান জীবনে প্রাপ্য সমস্ত সুখ ও শান্তির জন্য এবং পৃথিবীতে তাদের অবস্থানের জন্য নিজেদের যে পরিস্থিতি তার বিষয়ে কথা বলেছেন, পদ ৬ -৮। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তাদের বর্তমান ব্যক্তিগত অবস্থা কিংবা পরিস্থিতি কী ছিল: তারা প্রভুর কাছ থেকে অনুপস্থিত ছিলেন (পদ ৬); তারা এই পৃথিবীতে ছিলেন তীর্থযাত্রী এবং অপরিচিত ব্যক্তির মত; তারা এই পৃথিবীতে এসেছেন অস্থায়ী ভিত্তিতে বসবাসের জন্য, কিংবা বলা যায় তাঁবুর মত বসবাস করতে; কিন্তু তবুও ঈশ্বর এখানেও আমাদের সাথে রয়েছে, তাঁর পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে, এবং তাঁর বিধানের মধ্য দিয়ে, তথাপি আমরা তাঁর সাথে যেভাবে থাকতে চাই সেভাবে এখনই থাকতে পারছি না। আমরা সরাসরি তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কেননা আমরা বিশ্বাস দ্বারা চলি, বাহ্যিক দৃশ্য দ্বারা নয়, পদ ৭। আমাদের ঈশ্বরের দর্শন ও তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি আমরা পাই নি, যা আমরা পরবর্তী জীবনে পাওয়ার আশা করছি। লক্ষ্য করুন, বিশ্বাস এই পৃথিবীর জন্য, এবং দৃশ্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে পরবর্তী পৃথিবীর জন্য; আর এটি আমাদের দায়িত্ব ও আগ্রহের বিষয়, যেন আমরা বিশ্বাসে চলি, যদিও আমরা এখন স্পষ্ট করে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

২. আমাদের এই জীবনের সমস্ত সমস্যা ও জটিলতার মধ্য দিয়ে এবং এমন কি মৃত্যুর মুহূর্তেও কতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবং সাহস নিয়ে চলতে হবে: অতএব আমরা সর্বদা সাহস করছি, আর জানি, যত দিন এই দেহে বাস করছি, তত দিন প্রভুর কাছ থেকে দূরে প্রবাস করছি, পদ ৬। পৌল আবারও বলেছেন, আমরা সাহস করছি এবং দেহ থেকে দূরে প্রবাস ও প্রভুর কাছে বাস করাকে অধিক বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করছি, পদ ৮। সত্যিকার খ্রীষ্টানরা যদি তাদের পরবর্তী পৃথিবীর জন্য যে আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে জানানো হয়েছে তার প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থির রাখে, তাহলে অবশ্যই তারা এই পৃথিবীতে সকল প্রকার জটিলতা, সমস্যা ও ঝড় ঝঞ্ঝার মাঝে থেকেও সান্ত্বনা পাবে, এবং তারা মৃত্যুর মুহূর্তেও শান্তি লাভ করবে; তাদের অবশ্যই সাহস ধারণ করা উচিত, যখন তারা তাদের শেষ শত্রুটির মুখোমুখি হবে, এবং সে সময় তাদের বেঁচে থাকার চাইতে বরং মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আরও বেশি আকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়া উচিত, কারণ ঈশ্বর চান যেন এই সময় তারা তাদের এই পার্থিব তাঁবু থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নেয়। লক্ষ্য করুন, যারা স্বর্গ থেকে জন্ম প্রাপ্ত হয়েও এখানে এই পৃথিবীতে অবস্থান করছে, তাদের অবশ্যই এই পৃথিবীয় দেহ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদেরকে আবার স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এবং আমরা আবারও সেখানে আমাদের প্রভু ঈশ্বরের সাথে মিলিত হত− কিন্তু সেখানে গিয়ে আমরা আর মৃত্যুবরণ করবো না, বরং আমরা চিরকাল খ্রীষ্টের সাথে কাটাবো। কিন্তু তার আগে আমাদেরকে এই পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং এই পৃথিবীর সকল বিষয়ের উপর থেকে আমাদের চোখকে তুলে নিতে হবে এবং সেই চোখ বন্ধ করে খুলতে হবে এক গৌরবময় পৃথিবীতে, যেখানে আমাদের জন্য রয়েছে কেবলই গৌরব ও মহিমা। বিশ্বাস

পরিণত হবে দৃশ্যে।

গ. তিনি নিজেকে ও অন্যদেরকে তাদের দায়িত্বে উজ্জীবিত ও তরান্বিত করার জন্য বিশেষভাবে কিছু মত প্রকাশ করেছেন, পদ ৯-১১। তিনি আমাদেরকে বলছেন যে, স্বর্গের বিষয়ে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের ভেতরে সঠিকভাবে ভিত্তি অনুসারে স্থাপিত হলে অবশ্যই আমরা আমাদের নিজেদের ধীরতা ও পাপের জন্য যথেষ্ট সতর্ক থাকবো যেন তা আমাদেরকে কোনভাবেই স্পর্শ করতে না পারে। অপর দিকে আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই এই আশায় উজ্জীবিত করে তুলতে হবে যেন আমরা সর্বোচ্চ একাগ্রতা ও আন্তরিকতা দিয়ে আমাদের নিজেদের ধর্মের প্রতি যত্নবান ও অধ্যবসায়ী হয়ে উঠতে পারি: আর সেজন্য আমরা নিজ দেহে বাস করি, কিংবা প্রবাসী হই, আমাদের লক্ষ্য হল তাঁকে খুশি করা, যেন আমরা তাঁর সাথে বসবাস করতে পারি, পদ ৯। *Philotimoumetha*, আমাদেরকে লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং পরিশ্রম করতে হবে, যেন আমরা সঠিকভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে পারি। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. প্রেরিত পৌল কোন বিষয়ে লক্ষ্য স্থির করেছিলেন: ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা। আমরা এই বিষয়ে অবশ্যই পরিশ্রম করবো যেন আমাদের এই দেহ থাকুক আর না থাকুক, আমরা বেঁচে থাকি আরও মৃত্যুবরণ করি, আমাদের উচিত হবে অবশ্যই এমন আচরণ করা যেন আমরা প্রভুর কাছে গৃহীত হই, প্রভু (পদ ৯), যাতে করে আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাঁর বেছে নেওয়া লোক হিসেবে, যাতে করে আমাদের প্রভু এ কথা বলতে পারেন যে, বেশ ভাল। তারা এই বিষয়টিকে দেখেছিলেন সবচেয়ে মহৎ অনুগ্রহ এবং সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে; এটি ছিল তাদের লক্ষ্যের সর্বোচ্চ চূড়া।

২. আসন্ন যে বিচার তাদের সামনে রয়েছে, সে কথা চিন্তা করে তারা তাদের অধ্যবসায়কে আরও বেশি উদ্বেলিত করেছিলেন এবং এর প্রেক্ষিতে তাদের লক্ষ্য ও পদক্ষেপ কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছিলেন, পদ ১০, ১১। এই বিশেষ বিষয়টির সাথে আরও নানা বিষয় সংযুক্ত রয়েছে, যার কারণে আমাদেরকে ধর্মের ক্ষেত্রে দারুনভাবে আন্তরিক ও অধ্যবসায়ী হতে সাহায্য করে; উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এই বিচারের সুনিশ্চয়তা, যার সামনে আমাদেরকে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে; এর সার্বজনীনতা, কারণ সকল মানুষকে এর মুখোমুখি হতে হবে; সেই মহান বিচারক, যার বিচার সিংহাসনের সামনে আমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে; প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি নিজে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে উপস্থিত হবেন; আর ঠিক সে সময় আমরা তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবো, কারণ এর প্রতিক্রিয়া আমাদের দেহে দৃষ্ট হবে এবং তা হবে সুনির্দিষ্ট (প্রত্যেকের ক্ষেত্রে) এবং অত্যন্ত ন্যায্য, যা আমরা করেছি তার ভিত্তিতে, তা ভাল হোক আর খারাপ হোক। পৌল এই ভয়ঙ্কর বিচারকে উল্লেখ করেছেন প্রভুর আতঙ্ক হিসেবে (পদ ১১), এবং এই কথা বিবেচনা করে বলা যায় যে, তারা নিজেদের সকল পাপ স্বীকার করে শুদ্ধ হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, এবং একটি পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য প্রত্যয়ী ছিলেন, যাতে করে যখন খ্রীষ্ট তাদের সামনে ভয়ঙ্করভাবে উপস্থিত হবেন, সে সময় যেন তারা তাঁর সামনে স্বস্তির সাথে এসে দাঁড়াতে পারেন। আর তাঁর ন্যায্যতা ও ধার্মিকতার

কথা চিন্তা করে তিনি ঈশ্বরের কাছে তাঁর আবেদন রেখেছেন এবং তিনি যা কিছু বলেছেন সে বিষয়ে যেন তাঁর পাঠকদের অন্তর নাড়া দেয় এবং তাদের অন্তর প্রভাবিত হয় সে জন্য তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছেন। আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং প্রত্যেকে তার নিজের কৃতকর্ম অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জিত ফল পাবে।

২ করিন্থীয় ৫:১২-১৫ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. পৌল তাঁর নিজের ও তাঁর সহকর্মীদের বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে যে আত্ম প্রশংসা করেছেন (পদ ১৩) সে বিষয়ে তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইছেন এবং তাদেরকে বলছেন:-

১. তিনি যে সমস্ত কথা বলেছেন তা তাঁদের নিজেদের প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে বলেন নি, যা তিনি বিগত পদগুলোতে তাঁদের ধার্মিকতা ও একাগ্রতার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন। তিনি এমন কি তাঁর নিজের বিষয়ে তাদের কাছে ভাল কোন মনোভাব তৈরি করার জন্যও এই সমস্ত কথা বলেন নি।

২. বরং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা যেন তাঁদের প্রতি মিথ্যে অভিযোগকারীদেরকে প্রতিহত করতে পারেন এবং তারা তাঁদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ এনেছিল ও তাঁদের অভিযুক্ত করেছিলেন সে বিষয়ে তাঁরা সঠিকভাবে জবাব দিতে পারেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা বৃথা গর্ব করেন নি এবং অযথা কোনভাবে গৌরব ও মহিমা করার চেষ্টা করেন নি। মূলত যে সমস্ত লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ এনেছিল তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য ও তাদের অভিযোগ যে আসলে মিথ্যে সে কথা বোঝানোর জন্যই তিনি তাঁদের নিজেদের বিষয়ে কথা বলেছেন। তাঁরা কী করেন এবং তাঁদের প্রকৃত চরিত্র কী সেটাই তিনি তাদের কাছে উন্মোচন করেছেন। যদি লোকেরা এই কথা বলতে পারে যে, এই কথাগুলো তাঁরা তাঁদের অন্তরের চেতনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বলেছেন এবং এটি আসলে তাঁদের মন পরিবর্তন ও উন্নতি সাধনের জন্য সুফলজনক ছিল, তাহলে সেটাই হবে তাঁদের নিজেদের জন্য এবং তাঁদের বাক্যের পরিচর্যার জন্য সবচেয়ে ভাল প্রতিরক্ষা, বিশেষ করে যখন মানুষ তাঁদেরকে অভিযোগ করবে ও অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করতে চাইবে।

খ. তিনি তাঁদের মহা উৎসাহ এবং একাগ্রতার জন্য তাদের কাছে যুক্তি উত্থাপন করলেন। পৌলের কিছু কিছু বিরোধিতাকারী তাঁকে তাঁর উৎসাহ ও প্রাঞ্জলতার জন্য তিরস্কার করেছিল, কারণ তারা মনে করতো যে কোন পাগল মানুষই এত বেশি আন্তরিকতা ও প্রাণ চঞ্চলতা নিয়ে কাজ করতে পারে, কিংবা আমাদের বর্তমান সময়ের ভাষা অনুসারে বলা যায় চরমপন্থী। তারা তাঁর এই উৎসাহ উদ্দীপনাকে অপরাধ হিসেবে দেখেছিল, যেমনটা রোমীয় গভর্নর তাঁকে বলেছিলেন, অনেক বেশি পড়াশুনা তোমাকে পাগল বানিয়ে ফেলেছে, প্রেরিত ২৬:২৪। কিন্তু পৌল তাদেরকে এ কথা বলছেন:-

১. এটি তিনি করেছিলেন ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমার জন্য এবং মণ্ডলীর মঙ্গল সাধনের

জন্য, আর এই কাজেই তিনি আসলে প্রকৃত অর্থে আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন: "যদি আমরা হতবুদ্ধি হয়ে থাকি কিংবা যদি সুবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকি (তোমরা যে যেটাই মনে করে থাক) তবে তা ঈশ্বরের গৌরবের জন্যই হয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল সাধন করার জন্যই হয়েছি," পদ ১৩। যদি তাঁরা কখনো অনেক বেশি পরিমাণে আগ্রহ এবং উদ্দীপনা দেখান এবং অন্য সময় কঠিন যুক্তি দেখান, তাহলে তা অবশ্যই ভাল কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাঁরা করেছেন; এবং উভয় দিক থেকে আমরা আসলে ভাল কোন লক্ষ্যের জন্য স্থির ছিলাম।

২. খ্রীষ্টের ভালবাসা তাঁদেরকে বশে রেখে চালিয়েছে, পদ ১৪। তাঁরা সেই সুমিষ্ট এবং শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতার বশে থেকে চলেছেন যা তাঁদের জন্য প্রয়োজন ছিল। ভালবাসা খ্রীষ্টান পরিচর্যাকারী ও সকল বিশ্বাসীদের জন্য এক দারুন বৈশিষ্ট্য ও গুণ, যা তাদের সকলকে তাদের দায়িত্বে আরও বেশি উজ্জীবিত করে তোলে। খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসার এই মহান দান আমাদের মাঝে রয়েছে, আর খ্রীষ্টও আমাদেরকে সমানভাবে ভালবাসেন, যা প্রকাশ করে যে, তিনি আমাদের প্রতি এই ভালবাসার কারণেই আমাদের জন্য জন্য নিজের জীবন দান করেছেন, আর তিনি আমাদের মাঝে এই ভালবাসা ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন, যা আমাদেরকে সঠিকভাবে বিবেচনা করতে হবে ও তাঁর মহানুভবতা ও ধার্মিকতাকে আমাদের অবশ্যই নিজেদের মাঝে ধারণ করতে হবে। আমাদের এই বিষয়ে ভালভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, পৌল এই বশে রাখা ভালবাসার বিষয়ে কী বলেছেন এবং কী ঘোষণা দিয়েছেন:-

(১) আমরা এর আগে কী ছিলাম এবং আমাদের কী হত যদি খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ না করতেন: আমরা মারা যেতাম, পদ ১৪। একজন সকলের জন্য মরলেন, সুতরাং সকলেই মারা গেল। এই মৃত্যু হচ্ছে ব্যবস্থা অনুসারে মৃত্যু, মৃত্যুর শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুকে বরণ; পাপ ও অপরাধের কারণে মৃত্যু, আত্মিকভাবে মৃত্যু। লক্ষ্য করুন, এটিই ছিল তাদের পূর্বেকার অবস্থা যাদের জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন। তারা হারিয়ে গিয়েছিল ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তারা মারা গিয়েছিল ও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তারা সারা জীবন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এভাবেই থাকতো যদি খ্রীষ্ট তাদের জন্য নিজে মৃত্যুকে বরণ করে না নিতেন।

(২) খ্রীষ্ট যাদের জন্য মরলেন তাদের শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি হল: তারা সকলে খ্রীষ্টতে জীবন লাভ করলো। খ্রীষ্ট এই বিষয়টিই পরিকল্পনা করেছিলেন, যাতে করে তারা সকলে বাঁচে এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে। যারা খ্রীষ্টতে মৃত্যুবরণ করবে, তারা যেন তাঁতে আবার জীবিত হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি নিজের জীবন দান করেছিলেন, যেন তিনি নিজে জীবিত হয়ে উঠে সকলকে জীবিত করে তুলতে পারেন। যারা তাঁর নামে পুনরুত্থিত হবে, তারা আর কখনো মরবে না, কারণ তিনি নিজে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং আর কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, পদ ১৫। লক্ষ্য করুন, আমাদের নিজেদের নয়, বরং খ্রীষ্টেরই উচিত আমাদের এই জীবনের সমস্ত কাজ শেষ করার ও যখন তিনি আমাদেরকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চাইবেন তখন তাঁর কাছে যাওয়া এবং পুরোপুরিভাবে তাঁর বাধ্য হওয়া; আর এটি ছিল খ্রীষ্টের নিজ মৃত্যুবরণের একটি কারণ যেন আমরা নিজেদেরকে

ভালবাসার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী না হই, বরং আমরা যেন খ্রীষ্টের ভালবাসাকে আমাদের অন্তরে ধারণ করে তাকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দান করি। একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জীবন অবশ্যই খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে রচিত হওয়া উচিত; আর তখনই আমরা সেই সময় পর্যন্ত জীবন ধারণ করবো, যে সময় পর্যন্ত আমাদের বেঁচে থাকাটা খ্রীষ্ট অনুমোদন দেন, আর তখনই আমরা তাঁর কাছে যাব, যখন তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে যেতে আহ্বান জানান, যিনি আমাদের জন্য তাঁর নিজ জীবন দান করেছেন।

২ করিন্থীয় ৫:১৬-২১ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পৌল দুটি জিনিসের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, যা খ্রীষ্টের সাথে আমাদের জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার দুটোই আমাদের জন্য খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণের ফলশ্রুতিতে ঘটে থাকে; মূলত তা হচ্ছে নতুন জন্ম লাভ এবং পুনর্মিলন সাধন।

ক. নতুন জন্ম লাভ, যার দু'টি অংশ রয়েছে, যথা:-

১. পৃথিবীয় সমস্ত সম্পর্ক ও সংযুক্তি থেকে পৃথক হওয়া: "অতএব এখন থেকে আমরা আর কাউকেও বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে বিচার করি না, পদ ১৬। আমরা এখন আর কোন মানুষকে অথবা এই পৃথিবীর কোন বিষয়কে পার্থিব উদ্দেশ্য ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিচার করি না। আমরা স্বর্গীয় অনুগ্রহের শক্তিতে এই পৃথিবীর কোন কিছুকে বা কোন মানুষকেও পার্থিব নীতি অনুসারে বিচার করি না। খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের অন্তরে রয়েছে, এবং এই পৃথিবী আমাদের পায়ের নিচে রয়েছে।" লক্ষ্য করুন, উত্তম খ্রীষ্টানরা অবশ্যই এই জীবনে তাদের সান্ত্বনা লাভ করবেন, এবং এই পৃথিবীর সাথে তাদের সম্পর্ক তারা এক পবিত্র সীমারেখা দ্বারা নির্ধারণ করবেন। হ্যাঁ, যদিও খ্রীষ্টকে বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে বিচার করেছিলাম, তবুও এখন আর সেভাবে বিচার করি না, এ কথা বলছেন পৌল। এ কথা এখানে প্রশ্ন হিসেবে আসে যে, পৌল আসলেই খ্রীষ্টকে স্বশরীরে দেখেছিলেন কি না। তবে অবশিষ্ট প্রেরিতদের সকলেই খ্রীষ্টকে স্বশরীরে দেখেছিলেন এবং সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি। তবে তিনি এক্ষেত্রে নিজেকে তাদের উপরে গুরুত্ব দেন নি। কারণ এমন কি খ্রীষ্টের দৈহিক উপস্থিতিকে শিষ্যদের বা প্রেরিতদের মধ্যে কখনোই অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত হবে না। আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের আত্মিক উপস্থিতির সাহচার্যে থাকতে হবে এবং সব সময় তাঁর সান্ত্বনা আমাদের অন্তরে ধারণ করে চলতে হবে। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের প্রতিচিত্র ধারণ করে এবং তা তাদের উপাসনায় ব্যবহার করে, তারা সেই পথকে অনুসরণ করে না, যা ঈশ্বর তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য ও তাদের ভালবাসাকে বৃদ্ধি দানের জন্য নির্ধারণ করেছেন; কারণ এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন আমরা জানতে পারি যে, খ্রীষ্ট আসলে মাংসিক দেহের চেয়ে বেশি কিছু।

২. অন্তরের একটি পরিপূর্ণ পরিবর্তন: কারণ কোন মানুষ যদি খ্রীষ্টের হয়, যদি সে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হয় এবং নিজেকে সেভাবে প্রমাণিত করে, তাহলে তার অবশ্যই নতুন সৃষ্টি হল,

পদ ১৭। অনেকে এই অংশটিকে এভাবে পাঠ করে থাকেন, তখন সে এক নতুন প্রাণীতে পরিণত হয়। এটিই সকলের চিন্তা হওয়া উচিত, যারা খ্রীষ্টান বিশ্বাসকে গ্রহণ করে থাকেন, যাতে করে তারা নতুন প্রাণী হতে পারেন, নতুন সৃষ্টি হতে পারেন; তাদের শুধু যে নতুন এক নাম হবে তা নয়, এবং তারা যে নতুন পোশাক ধারণ করবেন তা নয়, বরং সেই সাথে তাদের এক নতুন হৃদয় ও নতুন বৈশিষ্ট্যও দেখা দেবে। আর সেই কারণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের আত্মায় দারুন পরিবর্তন সাধন করে, অর্থাৎ এই অনুগ্রহ যখন একজন মানুষ লাভ করে তখন পুরাতন সমস্ত কিছু চলে যায়– পুরাতন চিন্তা, পুরাতন অভ্যাস, পুরাতন নীতি এর সবই দূর হয়ে যায়; এবং সমস্ত কিছু নতুন হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন, নতুন জন্ম দানকারী অনুগ্রহ আত্মার মাঝে একটি নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি করে; সমস্ত কিছু সেখানে নতুন। এই নতুন জন্ম প্রাপ্ত মানুষ নতুন নীতি অনুসরণ করে কাজ করে, নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে এবং নতুন সঙ্গ লাভ করে।

খ. সম্মিলন, যাকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এক দ্বৈত নীতির ভিত্তিতে:-

১. একটি প্রশ্নাতীত সুযোগের ভিত্তিতে, পদ ১৮, ১৯। সম্মিলন বিবাদ মেটায় কিংবা বন্ধুত্বের ভাঙ্গনকে মুছে দেয়। আর পাপ এই ভাঙ্গন তৈরি করেছিল, অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার বন্ধুত্ব এই পাপ ভেঙ্গে দিয়েছিল। পাপীর অন্তরকে পাপ পরিপূর্ণ করেছিল ঈশ্বরের প্রতি অপরিমেয় শত্রুতায়, এবং ঈশ্বর ন্যায্যভাবেই এই পাপীর বিরোধিতা করেছেন। তথাপি দেখ, তাদের সম্মিলনের সম্ভাবনা রয়েছে; স্বর্গীয় যে গৌরব ও মহিমার অমর্যাদা করা হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে, পদ ১৮। মধ্যস্থতাকারীর মধ্যস্থতাপূর্ণ কাজ এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ঈশ্বরের কৃতিত্বকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি জানাতে হবে। আমাদের প্রতি খ্রীষ্ট যে সম্মিলনের মধ্যস্থাতাকারী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন তার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার তিনি পেয়েছেন ঈশ্বরের কাছ থেকে, যিনি খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর সাথে নিজেকে সম্মিলিত করেছেন, পুনর্মিলিত করেছেন এবং নিজেকে সকল পাপীদের সাথে সম্মিলিত করেছেন যেন তারা সকলে তার ন্যাযতা ও ধার্মিকতার বিচারে কোন ধরনের ভুলের শিকার না হয়, বরং যেন তারা ন্যায্যতা ধারণ করতে পারে এবং তারা প্রথম চুক্তির আওতা থেকে বেরিয়ে এসে আবার নতুন এক চুক্তির সাথে সংযুক্ত হয়। তারা যে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল সেই চুক্তির অধীনে তারা আর থাকবে না, বরং তারা এখন এক নতুন চুক্তির অধীনে প্রবেশ করবে, এবং নতুন অনুগ্রহের চুক্তিতে প্রবেশ করবে, এবং সেই অনুসারে এখন তারা সকল পাপ থেকে মুক্ত হবে ও নতুন জীবন লাভ করবে, যারা যারা যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করবে।

২. তিনি সম্মিলনের পরিচর্যা পদ গ্রহণ করবে, পদ ১৮। ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় এই পবিত্র শাস্ত্র রচিত হয়েছিল, যা আমাদের সম্মিলনের বাক্য ধারণ করে, যা আমাদেরকে দেখায় যে, এই শান্তি স্থাপিত হয়েছিল ক্রুশে খ্রীষ্টের রক্ত পাতনের মধ্য দিয়ে, যার মধ্য দিয়ে এই সম্মিলন সাধিত হয়েছে, আর এটি আমাদেরকে দেখিয়েছে যে, কীভাবে আমরা এতে আগ্রহী হতে পারি। আর তিনি এই পরিচর্যা কাজের পদ গ্রহণ করেছেন, যাকে বলা হয়েছে সম্মিলনের পরিচর্যা-পদ; পরিচর্যাকারীরা পাপীদেরকে দয়া এবং সম্মিলনে একত্রিত হওয়ার

জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং এ বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছেন, এবং তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে আহ্বান জানিয়েছেন।

২. এখানে সম্মিলনকে উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে, পদ ২০। যেহেতু ঈশ্বর আমাদেরকে নিজেদের সাথে সম্মিলিত করতে চাইছেন, সেহেতু আমাদেরও উচিত হবে তাঁর সাথে সম্মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা। আর এটাই সুসমাচারের সবচেয়ে মহান উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা, সম্মিলনের বাক্য প্রচার করা, যাতে করে পাপীদেরকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা থেকে বাধা দিয়ে রাখা যায়। খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা খ্রীষ্টের দূতস্বরূপ, যাদেরকে তিনি পাপীদের সাথে এই পৃথিবীতে শান্তি চুক্তি করার জন্য এবং তাদের সাথে সম্মিলন ঘটানোর জন্য প্রস্তুত করেছেন। তারা এসেছেন ঈশ্বরের নামে, তাঁর নামের শান্তির চুক্তি নিয়ে এবং খ্রীষ্টের পক্ষে কার্যকারী হয়ে, যিনি এই কাজটি নিজে করেছিলেন, যখন তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন, আর এখন তিনি নিজে এই কাজ করতে চাওয়ার জন্য তাঁর দূতদেরকে নিয়োগ দান করেছেন, যেহেতু তিনি এই মুহূর্তে স্বর্গে অবস্থান করছেন। কী বিস্ময়কর মহানুভবতা! যদিও ঈশ্বর এই পৃথিবীতে কোনভাবে বিবাদ সৃষ্টি করতে পারেন না, কিংবা তিনি শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে কারও উপরে বিজয়ীও হতে চান না, বরং তিনি চান যেন তাঁর পরিচর্যাকারীরা যেন সকল পাপীর কাছে গিয়ে তাদের সাথে ঈশ্বরের যে বিবাদ রয়েছে তা মুছে দিতে পারেন এবং ঈশ্বর তাদের জন্য যে আহ্বান রেখেছেন তা যেন তারা গ্রহণ করে, তারা যেন তাঁর সকল প্রকার আইন ও বিধানের অধীনস্থ হয় এবং তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে আসে। তারা যেন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে খ্রীষ্টকে স্বীকার করে নেয় এবং তিনি যে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন সেটি তারা স্বীকার করে নেয় এবং সকল ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনাকে স্বাগত জানায়। আর আমাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য অবশ্যই প্রেরিতদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এই কাজ করতে হবে ও সকল মানুষকে আকর্ষিত করে তুলতে হবে। প্রেরিতরা অবশ্যই যে বিষয়গুলো সকলের সামনে তুলে ধরবেন তা হচ্ছে (পদ ২১):

(১) মধ্যস্থতাকারীর শুদ্ধতা: তিনি কোন পাপ জানতেন না; তিনি কোন পাপী নন, তিনি কোন পাপের কারণে কলুষিত হন নি।

(২) তিনি যে উৎসর্গ উৎসর্গ করেছেন: তিনি নিজেকে পাপের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তিনি নিজে পাপী ছিলেন না, কিন্তু তিনি নিজেকে পাপীতে পরিণত করে নিজেকে পাপ-উৎসর্গ হিসেবে উৎসর্গ করেছেন।

(৩) এই সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য এবং পূর্ণ পরিকল্পনা: যাতে করে আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে ধার্মিক বলে পরিগণিত হতে পারি, যাতে করে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে ধার্মিকতা অর্জন করতে পারি এবং খ্রীষ্ট যীশুতে আমরা আমাদের উদ্ধার ও পরিত্রাণ লাভ করি। লক্ষ্য করুন:-

[১] খ্রীষ্ট হিসেবে যিনি কোন ধরনের পাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, তিনি নিজে আমাদের পাপের জন্য নিজেকে পাপী করেছেন, যাতে করে আমরা নিজেদের ধার্মিকতা অর্জন করি ও

আমাদের পবিত্রতা অটুট থাকে।

[২] ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্মিলন সম্ভব একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে, এবং তাঁর গৌরব ও মহিমার জন্য; এই কারণে তাঁর উপরে আমাদেরকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে এবং তাঁর ধার্মিকতা ও পবিত্রতাই আমাদের একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৬

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল যাদের কাছে প্রচার করেছেন তাদের সকলের প্রতি তাঁর সার্বজনীন উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছেন, সেই সাথে তিনি একাধিক যুক্তি ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা তিনি এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রয়োগ করেছেন, পদ ১-১০। এরপর তিনি বিশেষভাবে করিন্থীয়দের উদ্দেশে কথা বলেছেন, তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন এবং সেই সাথে তাদের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড স্নেহ ও এর প্রেক্ষিতে কিছু শক্তিশালী যুক্তি দেখিয়েছেন, পদ ১১-১৮।

২ করিন্থীয় ৬:১-১০ পদ

এই পদগুলোতে আমরা প্রেরিত পৌলের সাধারণ কিছু উদ্দেশ্য এবং যে সকল স্থানে যাদের কাছে তিনি প্রচার করেছিলেন তাদের সকলের প্রতি তাঁর আবেদনের বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন। সেই সাথে তিনি যে সমস্ত যুক্তি ও প্রক্রিয়া তাঁর কথায় ব্যবহার করেছেন সে বিষয়েও তিনি কথা বলেছেন। লক্ষ্য করুন:-

ক. তিনি কী আবেদন জানিয়েছিলেন, বিশেষত তিনি সুসমাচারের সম্মিলনের আহ্বানের সাথে সঙ্গতি রেখে যে বিশেষ আবেদন রেখেছিলেন, আর তা হচ্ছে– যেন সুসমাচারের আনুকূল্য লাভ করে, তাদের এই ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণ যেন বিফলে না যায়, পদ ১। সুসমাচার হচ্ছে আমাদের কানে প্রবেশ করা এমন এক বাক্য যা অনুগ্রহ বয়ে আনে; কিন্তু এটি আমাদের পক্ষে শোনাটা একেবারেই বৃথা যাবে, যদি আমরা তা বিশ্বাস করে এর সাথে নিজেদেরকে এর উদ্দেশ্যের সাথে নিজেদেরকে সংযুক্ত না করি এবং এর পরিকল্পনাকে আমাদের জীবনে অন্তর্ভুক্ত না করি। সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের শ্রোতাদেরকে এই অনুগ্রহ এবং দয়া গ্রহণ করতে প্ররোচিত করা, যা তাদেরকে দান করা হয়েছে, যেন তারা ঈশ্বরের সহকর্মী– এই উচ্চ পদমর্যাদার কারণে সম্মানিত হয়। লক্ষ্য করুন:-

১. তাদেরকে কাজ করতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বর ও তাঁর মহিমা ও গৌরবের জন্য কাজ করতে হবে, প্রতিটি আত্মা ও তাদের মঙ্গল সাধনের জন্য কাজ করতে হবে; আর তারা হলেন ঈশ্বরের সহকর্মী, তথাপি তারা তাঁর অধীনস্থ এবং তারা কেবল তাঁর কাজের উপকরণ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন; তবে যদি তারা এভাবেই বিশ্বস্ত থাকেন, তাহলে তারা দেখবেন যে, ঈশ্বর নিজে উপস্থিত থেকে তাদের সাথে কাজ করছেন এবং তাদের এই পরিশ্রম সফল হয়েছে।

২. সুসমাচারের আত্মার ভাষা এবং পথ দেখুন: এখানে কোন রুক্ষতা কিংবা ভয়াবহতা নেই, বরং এখানে রয়েছে সর্ব প্রকার কোমলতা এবং মাধুর্য। এর উদ্দেশ্য সকল পাপীকে তাদের প্রকৃতিগত অনিচ্ছা মুছে দিয়ে আবারও ঈশ্বরের সাথে সম্মিলিত করানোর জন্য চেষ্টা করা এবং উদ্যোগ নেওয়া, তাদের প্রতি নিবেদন জানানো এবং যুক্তি দেখানো, সেই সাথে অনন্ত কালের জন্য সুখ ও শান্তি দান করা।

খ. প্রেরিত পৌল যে যুক্তি এবং প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। তিনি তাদেরকে এখানে বলছেন:-

১. বর্তমান সময়ই হচ্ছে যে অনুগ্রহ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে তা গ্রহণ করার উপযুক্ত সময় এবং যে অনুগ্রহ ইতোমধ্যে রয়েছে, তাকে সমৃদ্ধ করার সময়: এখন সুপ্রসন্নতার সময়, এখন পরিত্রাণের দিবস, পদ ২। সুসমাচারের দিন হচ্ছে পরিত্রাণের দিন, অনুগ্রহের মাধ্যম হচ্ছে পরিত্রাণের মাধ্যম, সুসমাচারের আহ্বান হচ্ছে পরিত্রাণের আহ্বান, এবং বর্তমান সময়ই হচ্ছে এই সকল আহ্বান গ্রহণ করার প্রকৃত সময়: এখন, এই সময়কে এখন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আগামীকাল আমাদের জন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না, কারণ আমরা জানি না আগামী কাল কী ঘটবে, কিংবা আমরা কোথায় থাকবো; এবং আমাদের এই বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে বর্তমান অনুগ্রহের কাল অতি সংক্ষিপ্ত ও অনিশ্চিত, এবং তা যখন চলে যাবে তখন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। এই কারণে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিনিয়ত এই অনুগ্রহ অর্জন করার জন্য চেষ্টা করে যাওয়া এবং আমাদের যে অনুগ্রহ ইতোমধ্যে রয়েছে সেই অনুগ্রহকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করা, এবং আমাদের এই সকল কাজের আন্তরিকতার উপরেই নির্ভর করবে আমাদের পরিত্রাণ।

২. তাদের সুসমাচার প্রচার কাজের সাফল্যকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে এমন কী রয়েছে যার কারণে তাদের সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন: আমরা কোন বিষয়ে যেন কোন ব্যাঘাত না জন্মাই, যেন সেই পরিচর্যা-পদ কলঙ্কিত না হয়, পদ ৩। প্রেরিত পৌল যিহূদীদের ও অযিহূদীদের উভয়ের প্রতি প্রজ্ঞার সাথে ও বিঘ্ন না জন্মিয়ে সমস্ত আচরণ প্রকাশ করতে গিয়ে বেশ সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন, কারণ উভয় পক্ষেরই অনেকেই তাঁকে বাধাগ্রস্থ করেছিল, এবং তারা তাঁর ও তাঁর পরিচর্যা কাজের, কিংবা তাঁদের কথাবার্তার প্রতি দোষারোপ ও বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। এই কারণে খুবই সতর্ক ছিলেন যেন তাঁর কোন কথায়, কাজে বা আচরণে তারা বিঘ্ন না পায়, যাতে করে তিনি যিহূদীদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বাহুল্যসূচক আচরণ প্রকাশ করে তাদের ক্রোধ না জন্মান, আবার এদিকে যেন ব্যবস্থার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে অযিহূদীদের প্রতি বিঘ্ন না জন্মান। তিনি তাঁর সমস্ত কথায় ও কাজে সতর্ক ছিলেন, যেন তিনি তাদেরকে কোনভাবে বিঘ্ন না জন্মান, কিংবা কোনভাবে তাদেরকে দোষী না করেন বা তাদেরকে দুঃখ না দেন। লক্ষ্য করুন, যখন অন্যরা খুব সহজেই বিঘ্ন পাওয়ার মত হয়, তখন আমাদের আসলেই অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত যেন আমরা তাদেরকে কোনভাবে বিঘ্ন না দিই। সেই সাথে পরিচর্যাকারীদের বিশেষ করে সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা এমন কিছু করে না বসেন যার কারণে তাদের পরিচর্যা

কাজের উপরে দোষারোপ সৃষ্টি হয় এবং তাদের কাজ সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

৩. তাদের নিজেদেরকে প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী করে তোলার জন্য এবং সেই দায়িত্বে নিজেদেরকে বিশ্বস্ত করে তোলার জন্য তাদের যেভাবে লক্ষ্য স্থির করা ও সমস্ত বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হওয়া আবশ্যক, পদ ৪। আমরা দেখতে পাই যে, পৌল তাঁর পরিচর্যা কাজে কতটা চাপ নিয়ে দায়িত্বে রত ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন তাঁর এই কাজ আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সকল প্রকার পরিচর্যা কাজে তাঁর দৃষ্টি ছিল পক্ষপাতহীন এবং তার অন্তর ছিল সুদৃঢ়। তাঁর মহান উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা ছিল ঈশ্বরের দাস হওয়া এবং নিজেকে সেভাবে প্রতিষ্ঠা দান করা। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই নিজেদেরকে দেখা উচিত ঈশ্বরের দাস কিংবা পরিচর্যাকারী হিসেবে, এবং সেইভাবে তাদের প্রতিটি কাজের নিজেদের চরিত্রকে যোগ্যভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এটাই পৌল করেছিলেন।

(১) তিনি তাঁর যন্ত্রণা ও পীড়নের মাঝেও ধৈর্য ধারণ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন মহা নির্যাতন ভোগকারী এবং তিনি বহুবার নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনে বহু পীড়ন ও যন্ত্রণা পেয়েছেন এবং সব সময় তাঁর জীবন কেটেছে নানা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে। কখনো বেত্রাঘাত (২ করিন্থীয় ১১:২৪), কখনো বন্দীত্ব, কখনো তার বিরুদ্ধে যিহূদী ও অযিহূদী উভয়ের বিক্ষোভ, কখনো অতি পরিশ্রম, শুধু সুসমাচার প্রচারের জন্য নয়, সেই সাথে এই উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যাওয়ার কারণে এবং জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটানোর উদ্দেশে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে; জেগে থাকার জন্য ও রোজা রাখার জন্য, হতে পারে ঐচ্ছিকভাবে কিংবা ধর্মীয় বিধান পালনের উদ্দেশ্যে; কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই ধৈর্য ধারণ করেছেন, পদ ৪, ৫। লক্ষ্য করুন:-

[১] অনেক সময় বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের প্রচণ্ড সমস্যার ও জটিলতার মুখে পড়তে হয় এবং তাদেরকে সে সময় অনেক বেশি ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন।

[২] যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে যোগ্য বলে প্রমাণিত করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই শান্তির সাথে সাথে গোলযোগের সময়ও বিশ্বস্ত থাকতে হবে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাজ একাগ্রতার সাথে করলেই চলবে না, সেই সাথে ধৈর্য ধরে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে যেতে হবে।

(২) উত্তম নীতির কার্য সাধনের মধ্য দিয়ে। পৌল যা কিছুই করেছেন তার পেছনে ছিল একটি উত্তম নীতি এবং তিনি তাঁর পাঠকদেরকে বলছেন যে, সেই নীতিটি কী ছিল (পদ ৬, ৭)। এক কথায় একে বলা চলে শুদ্ধতা; আর এই কারণে শুদ্ধতা ছাড়া কোন পবিত্রতা বা শুদ্ধতাই অর্জিত হতে পারে না। আমাদেরকে নিজেদেরকে এই পৃথিবী থেকে কলুষতা বিহীন বা শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করাটাই আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন। জ্ঞান হচ্ছে আরেকটি নীতি; এবং জ্ঞান ছাড়া উৎসাহ হচ্ছে উন্মত্ততার সামিল। তিনি একই সাথে ছিলেন চিরসহিষ্ণু এবং দয়ার ভাব বিশিষ্ট, তিনি সহজে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন না, কিন্তু তিনি মানুষের হৃদয়ের কাঠিন্য সহ্য করতেন এবং

তাদের হাতের চরম অত্যাচার সহ্য করতেন, যাদের প্রতি তিনি দয়ার সাথে আচরণ করেছেন এবং তাদের জন্য মঙ্গল সাধন করেছেন। তিনি কাজ করেছেন পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় থেকে, পবিত্র ভালবাসার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সত্যের বাক্যের অনুশাসনের অধীনে থেকে, ঈশ্বরের ক্ষমতার সাহায্যে এবং সহযোগিতার অধীনে থেকে, ধার্মিকতার বর্ম পরিহিত হয়ে (সার্বজনীন ধার্মিকতা ও পবিত্রতার চেতনা), যা ডান পাশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রলোভনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভাল প্রতিরক্ষা এবং বাম পাশের বিপক্ষতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভাল প্রতিষেধক।

(৩) এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে ধৈর্য ধারণ এবং আচরণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে, পদ ৮-১০। আমাদের অবশ্যই এই আশা করা উচিত যে, আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং এই পৃথিবীর নানা রকম ঘটনার সম্মুখবর্তী হব; এবং এটিই হবে আমাদের পবিত্রতার মহান প্রমাণ, যদি আমরা আমাদের অন্তরে সঠিকভাবে এই শুদ্ধতা ধরে রাখতে পারি এবং সেই পরিস্থিতিগুলোতে সঠিক আচরণ করতে পারি। প্রেরিতগণ সম্মান ও অসম্মান এই উভয়ই লাভ করেছেন, তাদের সুনাম ও দুর্নাম দুটোই করা হয়েছে। এই পৃথিবীর উত্তম লোকদেরকে অবশ্যই কখনোই কখনো অসম্মান ও তিরস্কার লাভের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, যাতে করে তাদের সম্মান ও মর্যাদা একটি ভারসাম্যে উপনীত হয়। আর আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে, যেন আমরা এক দিকে সম্মানের প্রলোভনকে প্রতিহত করতে পারি, আবার অন্য দিক থেকে গর্ব ত্যাগ করে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য নিজেদেরকে উপযোগী করে তুলতে পারি, সেই সাথে সর্বোপরি যেন আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারি এবং নিজেদের সমস্ত ভুল স্বীকার করে তা সংশোধন করতে পারি। আমরা আপাতদৃষ্টিতে বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন লোকেরা প্রেরিতদেরকে বিভিন্নভাবে দেখেছে এবং তাদের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছে। কেউ কেউ তাকে সবেচেয় ভাল মানুষ হিসেবে দেখিয়েছে এবং অন্যান্যরা তাদেরকে সবচেয়ে খারাপ মানুষ হিসেবে দেখিয়েছে। অনেকের কাছে তারা প্রতারক বলে গণ্য হয়েছেন এবং তাদেরকে সেই হিসেবে সাব্যস্ত করে অত্যাচার নির্যাতন করা হয়েছে; আবার অন্য দিকে অন্যান্য লোকেরা তাদেরকে সত্যবাদী বলে ধরে নিয়েছে এবং তারা সত্যের সুসমাচার প্রচার করছেন বলে স্বীকার করে নিয়েছে, এবং তাদের এই প্রচারের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত মানুষের মধ্যে সত্য অবশিষ্ট ছিল, তারাই তাদের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। এই পৃথিবীর লোকদের কাছে তারা ছিলেন অপরিচিত, যাদের কোন পরিচিতি নেই, কোন খ্যাতি নেই, কিংবা যাদের প্রতি নজর দেওয়ার মত প্রয়োজনও পড়ে না। তথাপি খ্রীষ্টের সমস্ত মণ্ডলীতে তারা ছিলেন অত্যন্ত সুপরিচিত এবং অত্যন্ত সম্মানিত। তাদেরকে দেখা হয়েছে এমন মানুষ হিসেবে, যারা যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করতে পারেন, কারণ তারা সব সময় মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন এবং তারা নিজেদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে প্রাণ হাতে নিয়েই সব সময় তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। “আর তথাপি দেখ,” পৌল বলছেন, “আমরা বেঁচে আছি এবং স্বচ্ছন্দেই বেঁচে আছি, এবং আমরা আমাদের সকল কষ্টের মধ্যেও আনন্দের মধ্যে আছি এবং আমরা বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি।” তাদেরকে প্রহার করা হয়েছে এবং তারা অনেক সময় আইনের কশাঘাতের নিচে পড়েছেন, তারপরও তারা মারা

তারা যে সমস্ত বলি উৎসর্গ করে থাকে সেগুলোতে আমাদের অংশ নেওয়া উচিত হবে না। আমাদের অবশ্যই প্রভুর টেবিল এবং শয়তানের টেবিলে এক সাথে অংশ নেওয়া উচিত হবে না, ঈশ্বরের গৃহ এবং রিম্মোন এর গৃহে প্রবেশ করা উচিত হবে না। প্রেরিত পৌল আমাদেরকে একাধিক যুক্তি দেখিয়েছেন যেন আমরা এই ধরনের দূষণ যুক্ত মিশ্রণে তাদের সাথে কখনোই মিশ্রিত না হই।

(১) এটি অত্যন্ত মন্দ ও অন্যায্য কাজ, পদ ১৪, ১৫। এটি আমাদের জন্য একটি অসম যোয়ালি স্বরূপ হবে, যদি আমরা তাদের সাথে নিজেদেরকে এক করি, কারণ আমাদের সাথে তাদের রয়েছে সমূহ পার্থক্য। যিহূদীদের মধ্যে ষাঁড় এবং গাধাকে এক সাথে একই যোয়ালির নিচে রেখে চাষ করা হত না, কারণ এতে করে চাষ করার প্রক্রিয়া ব্যহত হত। ধার্মিকতা ও অধার্মিকতাকে একত্রিত করার চেষ্টা, আলোর সাথে অন্ধকারকে এবং আগুন ও জলে একত্রিত করার চিন্তা করা কত না অন্যায্য! বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই ধার্মিক হতে হবে, কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, অবিশ্বাসীরা সব সময়ই অধার্মিক। বিশ্বাসীরা তৈরি হয় প্রভুর আলোতে, কিন্তু অবিশ্বাসীরা তৈরি হয় অন্ধকার থেকে; এবং এই কারণে এই দু'টো মিলে আর কী ভাল সহনীয় সংমিশ্রণ তৈরি করতে পারবে? খ্রীষ্ট এবং শয়তান একে অপরের বিরোধী, তাদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা একেবারেই ভিন্ন ধর্মী, এই কারণে তাদের মাঝে ঐক্যমত কিংবা চুক্তি হওয়াটা একেবারেই অসম্ভব। এই কারণে তাদের উভয়ের অধীনে থাকাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত অসম্ভব কাজ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। যদি একজন বিশ্বাসী কখনো কোন মন্দ কাজে অংশ নেয়, তাহলে সে খ্রীষ্ট এবং শয়তানকে এক করে ফেলার মত কাজ করে বসে।

(২) এটি খ্রীষ্টানদের কাজের প্রতি অসম্মানজনক (পদ ১৬); খ্রীষ্টানদের সমস্ত ধার্মিকতা পূর্ণ কাজকে এটি কলুষিত করে, যাদেরকে জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনালয় হিসেবে সবসময় ঈশ্বরের সেবা কাজে নিয়োজিত থাকার দায়িত্ব রয়েছে, যিনি তাদের ভেতরে বসবাস করেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, এবং তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন ও তাদের সাথে গমনাগমন করবেন, তিনি তাদের সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন এবং তাদের বিশেষভাবে যত্ন নেবেন, যাতে করে তিনি তাদের ঈশ্বর হতে পারেন এবং তারা তার লোক হতে পারে। এখন এই কারণে ঈশ্বরের উপাসনালয় এবং মূর্তির সাথে কোন চুক্তি হতে পারে না, কোন ঐক্যমত হতে পারে না। মূর্তি পূজারী এবং ঈশ্বরের বিরোধিতাকারীরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না, বরং এর মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে তাঁর গৌরবই প্রকাশিত হয়। আমাদের ঈশ্বর একজন ক্রোধকারী ঈশ্বর, তিনি তাঁর নিজ মহিমা ও গৌরব অন্য কাউকে নিতে দেন না এবং অন্য কারও হতে দেন না।

(৩) অবিশ্বাসী ও মূর্তি পূজারীদের সাথে সংযোগ রক্ষা করার বিরাট ঝুঁকি রয়েছে, তাদের সাথে মিশে গিয়ে নিজেদেরকে কলুষিত করে ফেলার এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই কারণে আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত (পদ ১৭) তাদের মধ্য থেকে নিজেদেরকে বের করে নিয়ে আসা এবং তাদের সাথে যথাযথ দূরত্ব রাখা, যাতে আমাদের সাথে তাদের পার্থক্য বজায় থাকে, ঠিক যেভাবে একজন মানুষ কুষ্ঠ রোগী বা মহামারী

যান নি। আর যদিও এ কথা ভাবা হয়েছিল যে, তারা ছিলেন দুঃখার্ত মানুষ, যারা সব সময় নিরাশায় ও মৃত্যুর ঝুঁকিতে ভুগছেন, সব সময় শোকে মুহ্যমান হয়ে রয়েছেন, তথাপি তারা আসলে সব সময় প্রভুতে আনন্দ করতেন এবং তাদের সব সময় আনন্দ করার দারুন কারণ ছিল। তাদেরকে দরিদ্র বলে বঞ্চনা করা হয়েছে এবং তারা এই পৃথিবীর দারিদ্রের কারণে জর্জরিত ছিলেন; তথাপি তারা অনেককে ধনী করেছিলেন এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের অমূল্য ধন, তাঁর বাক্য প্রচার করার মধ্য দিয়ে। ধারণা করা হয়েছিল যে, তাদের আসলে কিছুই নেই, এবং তাদের আসলেই রৌপ্য কি স্বর্ণ কিছুই ছিল না, তাদের ঘর বাড়ি এবং জায়গা জমি কিছুই ছিল না; তথাপি সমস্ত কিছুই তাদের ছিল। এই পৃথিবীতে তাদের কিছুই ছিল না বটে, কিন্তু স্বর্গে তাদের অমূল্য ধন সঞ্চিত ছিল। তাদের কাজের সমস্ত প্রভাব পতিত হয়েছিল আরেক পৃথিবীতে এবং আরেক দেশে। তাদের নিজেদের কিছুই ছিল না, কিন্তু তারা যীশু খ্রীষ্টতে সমস্ত কিছুই লাভ করেছেন। খ্রীষ্টান জীবন এমনই দ্বৈততায় পরিচালিত হয় এবং স্বর্গে আমাদের জন্য এমনই জীবন অপেক্ষা করছে; এবং আমাদেরকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে এভাবেই জীবন ধারণ করতে হবে যেন আমরা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারি।

২ করিন্থীয় ৬:১১-১৮ পদ

প্রেরিত পৌল এখানে বিশেষ একটি প্রসঙ্গে করিন্থীয়দের প্রতি কথা বলছেন। এখানে তিনি তাদেরকে অবিশ্বাসীদের সাথে মেলা মেশার ব্যাপারে তাদেরকে সাবধান হওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. কীভাবে এই বিষয়ে সাবধানতা দান করা হয়েছে। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত দুঃখার্ত মন নিয়ে এ কথা বলেছেন। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসা নিয়ে এ কথা বলেছেন, এমন কি পিতা তার সন্তানদের সাথে যেভাবে কথা বলে সেভাবে তিনি তাদেরকে এই কথা বলেছেন, পদ ১১-১৩। যদিও প্রেরিত পৌল অনুভূতির প্রকাশের কারণে যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দিত ছিলেন, তথাপি তিনি এই করিন্থীয়দের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও স্নেহ মমতা প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না বলেই আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই। তিনি তাদের প্রতি এভাবে তাঁর ভাষা ব্যক্ত করেছেন: "হে করিন্থীয়বাসী, যাদের প্রতি আমি এখন লিখছি, আমি তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না যে, আমি আসলে তোমাদেরকে কতটা ভালবাসি। আমরা যাদের কাছে প্রচার করেছি ও পরিচর্যা কাজ করেছি, তাদের সকলের আত্মিক ও অনন্তকালীন মঙ্গল সাধনের জন্য আমরা অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করি। আর এই কারণেই তোমাদের প্রতি আমাদের মুখ সব সময় উন্মুক্ত এবং আমাদের অন্তর তোমাদের প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ।" আর যেহেতু তাঁর হৃদয় তাদের জন্য ভালবাসায় সব সময় উন্মুক্ত ছিল, সে কারণে তিনি আন্তরিকভাবে তাদের প্রতি তাঁর এই মমতা ও ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য তার মুখ উন্মুক্ত করেছেন, যা তাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে ও সেই সাথে তাদের যে সমস্ত বিষয়ে উন্নতি সাধনের প্রয়োজন সে সমস্ত বিষয়ে নির্দেশনা

দেবে: "তোমাদের কাছে আমরা খোলা মনেই কথা বলেছি," এ কথা বলছেন প্রেরিত পৌল। "আমরা খুব খুশি হব তোমাদের সেবার্থে যে কোন কাজ করতে পারলে এবং তোমাদের মাঝে সান্ত্বনা ও স্বস্তি দান করতে পারলে, বিশেষভাবে তোমাদের বিশ্বাস ও তোমাদের আনন্দের সাহায্যকারী হতে পারলে; এবং যদি কোনভাবে এর কোন অন্যথা হয়, যদি তোমাদের কোন ত্রুটি থাকে, তাহলে এর কারণ হচ্ছে তোমরা তোমাদের মাঝে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ছিলেন এবং এ কারণে তোমরা আমাদের কাছে সঠিকভাবে তোমাদের নিজেদেরকে প্রকাশ কর নি, আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছে। আমরা এর বিপরীতে যা চিন্তা করি তা হচ্ছে, তোমরা যেন আমাদের প্রতি সঠিক আচরণ কর, যেভাবে শিশুরা তাদের পিতা মাতাকে ভালবাসে।" লক্ষ্য করুন, এটি অবশ্যই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় যে, পরিচর্যাকারী এবং তাদের লোকদের সাথে একটি ভাল সম্পর্ক থাকে এবং তা যেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়, আর এটি তাদের মাঝে পারস্পরিক সান্ত্বনা ও তাদের মধ্যকার সর্বোচ্চ সুফল লাভ করার জন্য উপযোগী হবে।

খ. তিনি তাদেরকে যে সাবধানতা সম্পর্কে জানিয়েছেন, অর্থাৎ তারা যেন কোনভাবে অবিশ্বাসীদের সাথে নিজেদেরকে না মেশায়, তারা যেন অবিশ্বাসীদের সাথে অসমভাবে যোয়ালিতে আবদ্ধ না হয়, পদ ১৪। এর অর্থ হতে পারে:--

১. বিদ্যমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে। উত্তম ব্যক্তিদের জন্য মন্দ ও কূট ব্যক্তিদের সাথে যুক্ত হওয়া এবং তাদের মাঝে নিজেদেরকে জড়িত করা অত্যন্ত বাজে কাজ এবং এতে করে তাদের নিজেদের চরিত্র কলুষিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যে সমস্ত সম্পর্ক আমাদেরই নিজেদের বাছাই করতে হয়, সেগুলো বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের উচিত হবে নিয়ম ও বিধানের মধ্য দিয়ে যাওয়া; আর এটি তাদের জন্য অবশ্যই ভাল, যারা নিজেরা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে তাঁর মত হতে চায়, কারণ তাদের অবশ্যই উচিত হবে ঈশ্বর কর্তৃক প্রণীত নিয়ম অনুসারে এই কাজটি করা, যেন তারা কোনভাবে নিজেদেরকে কলুষিত করে ফেলার ঝুঁকিতে না পড়ে। কারণ খারাপ বিষয় খুব সহজে উত্তম আশাকে ধ্বংস করে দিতে পারে এবং এভাবে আমরা উল্টোভাবে এই আশাও করতে পারি যে, উত্তমতা দিয়ে আমরা মন্দতাকে পরাজিত করবো।

২. সাধারণ কথোপকথনের ক্ষেত্রে। আমাদের নিজেদেরকে কখনোই মন্দ ব্যক্তি এবং অবিশ্বাসীদের সাথে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব এবং পরিচিতি গড়ে তোলা উচিত নয়। যদিও আমরা পুরোপুরিভাবে এ বিষয়ে এড়াতে পারি না, বিশেষ করে তাদের সাথে দেখা হওয়া, তাদের কথা শোনা এবং তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে জড়িত হওয়া ইত্যাদি আমাদের পক্ষে অনেক সময় এড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠে না, বিশেষ করে যদি আমরা কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভিন্ন ধর্মীয় দেশে সংখ্যা লঘু হিসেবে বসবাস করি। তথাপি আমাদের কখনোই উচিত হবে না তাদেরকে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বেছে নেওয়া।

৩. আমরা যত কম সম্ভব তাদের সাথে ধর্মীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার প্রয়োজন। আমাদের কখনোই উচিত হবে না তাদের মূর্তি পূজার বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত হওয়া, কিংবা তাদের মিথ্যে উপাসনাতেও আমাদের অংশগ্রহণ করা কখনোই উচিত নয়, কিংবা

রোগে আক্রান্তদের কাছ থেকে দূরে থাকে, পাছে তাদের স্পর্শ তার শরীরে না লাগে, কারণ তারা তাকে স্পর্শ করলে বা তাদের কোন কিছু সে স্পর্শ করলে সে নিজেও অপবিত্র ও রোগাক্রান্ত হয়ে যাবে। কে কয়লা ধরে নিজের হাতকে পরিস্কার রাখতে পারে? আমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক রাখতে হবে যেন আমরা নিজেদেরকে তাদের সাথে মিশিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে অপবিত্র করে না ফেলি ও কলুষিত করে না ফেলি, কারণ তা হবে আমাদের জন্য এক বিরাট বড় পাপ। কাজেই ঈশ্বরের ইচ্ছা হল এই যে, আমরা যেন সব সময় তার কাছে গৃহীত হতে পারি, কখনো যেন তার কাছে প্রত্যাখ্যাত না হই।

(৪) ঈশ্বর তাঁর সকল অনুগ্রহ দান করে আমাদেরকে ভূষিত করেছেন যেন আমরা তাঁর সন্তান হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এটি তাঁর প্রতি আমাদের চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেবে, যদি আমরা বিশ্বাসী হিসেবে তিনি আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ ও দয়া করেছেন এবং আমাদের তাঁর প্রতি যে কর্তব্য রয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন না করি, পদ ১৮। ঈশ্বর তাদের কাছে পিতা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং তারা হবে তাঁর পুত্র এবং কন্যা; আর এর চেয়ে কি আর বেশি কোন সম্মান বা আনন্দের বিষয় আমাদের জন্য রয়েছে? যারা নিজেদেরকে অবিশ্বাসীদের সাথে মিশিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের এবং ঈশ্বর সম্মান এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, তারা কত না অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়! হে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা, আমাদের কি এভাবে প্রভুর অমর্যাদা করা উচিত?

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৭

এই অধ্যায়টি শুরু হয়েছে আন্তরিক পবিত্রতা এবং সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জ্ঞাপনের বিষয়ে অনুরোধ জানানোর মধ্য দিয়ে, পদ ১-৪। এরপর প্রেরিত পৌল সেই ব্যভিচারী ব্যক্তির বিষয়ে দীর্ঘ কথার জের ধরে আরও কিছু কথা বললেন এবং তাদেরকে বললেন যে, সে তার দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে কেমন সান্ত্বনা ও স্বস্তি লাভ করেছে, যখন তার সাথে তীতের দেখা হয়েছিল (পদ ৫-৭), এবং কীভাবে তিনি তাদের মন পরিবর্তন ও অনুশোচনার কারণে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন এর প্রমাণ লাভ করে, পদ ৮-১১। এবং সবশেষে, তিনি এ কথা বলে শেষ করেন যে, তিনি করিন্থীয়দেরকে সান্ত্বনা দান করতে চান, যাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন, পদ ১২-১৬।

২ করিন্থীয় ৭:১-৪ পদ

এই পদগুলোতে দ্বৈত আবেদন রয়েছে:-

ক. পবিত্রতায় উৎকর্ষতা সাধনের জন্য, কিংবা ঈশ্বরভয়ে নিজেদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করার জন্য আগ্রহী হওয়া, পদ ১। এই আবেদন করা হয়েছে তাদের প্রতি পরম মমতা ও ভালবাসা থেকে, যাদেরকে তিনি সত্যিকার অর্থেই ভালবাসতেন এবং তাদেরকে তিনি এ বিষয়ে শক্তিশালী যুক্তি দেখিয়েছেন, এমন কি তিনি এখান থেকে সেই সমস্ত মহান এবং অত্যন্ত মূল্যবান প্রতিজ্ঞার বিষয়ে চিন্তা করেছেন, যেগুলো তিনি এর আগের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, এবং যে বিষয়ে করিন্থীয়দের বেশ আগ্রহ ছিল। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পবিত্রকরণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তা সর্ব ক্ষেত্রেই; যেমন:-

১. পাপের জন্য মৃত্যু, নতুবা আমাদের লালসা ও কলুষতাকে মুছে দেওয়া: আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই সকল প্রকার মাংসিক ও আত্মিক অপবিত্রতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। পাপ হচ্ছে চরম অধপতন এবং তা একাধারে দেহ ও আত্মাকে দূষিত করে তোলে। মাংসের পাপ রয়েছে, যা দেহ দ্বারা সংঘটিত হয়, আর সেই সাথে রয়েছে আত্মার পাপ, যা সংঘটিত হয় আত্মিক দুষ্টতার কারণে; আর আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই আমাদের এই উভয় প্রকার মন্দতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে, কারণ ঈশ্বর আমাদের দেহ ও আত্মা এই উভয়ের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হন।

২. ধার্মিকতা ও পবিত্রতার জন্য জীবন ধারণ করা। যদি আমরা এই আশা করি যে, ঈশ্বরই আমাদের পিতা, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর পবিত্রতার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে হবে এবং আমাদেরকে অবশ্যই তাঁকে আমাদের জীবনে সবচেয়ে প্রধান স্থানটি দান করতে

হবে। আমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে যেন আমরা তাঁর পবিত্রতায় অংশগ্রহণ করতে পারি, আর সেই লক্ষ্য স্থির রেখে আমাদেরকে এগোতে হবে। তিনি যেমন পবিত্র আমাদেরকেও তেমনই পবিত্র হতে হবে, এবং আমাদের স্বর্গীয় পিতা যেন নিঁখুত তেমনই আমাদেরকেও নিঁখুত হতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই সব সময় আমাদের পবিত্রতাকে আরও বেশি যথার্থ করে তুলতে হবে এবং আমাদের সমস্ত অন্তর ও হৃদয়কে আন্তরিকভাবে এই কাজে নিয়োগ দান করতে হবে (যা আমাদের সুসমাচারের পরিপূর্ণতা সাধন করে)। আমাদেরকে অবশ্যই পাপ বিহীন পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হবে, যদিও আমরা সব সময় এই পৃথিবীতে অবস্থান করি বলে আমাদের পক্ষে সব সময় এই পাপবিহ-ীনতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। আর এই কাজ আমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে ঈশ্বরের প্রতি ভয় বজায় রেখে, যা সকল ধর্মের ভিত্তি এবং মূল নীতি, আর এ ছাড়া আর কোন পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা য় আশা ও বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভয়কে কখনো বিনাশ করা উচিত নয়, কারণ তিনি তাদের প্রতি আনন্দিত হন, যারা তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর দয়ার ও অনুগ্রহ লাভের আশা করে।

খ. সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানোর জন্য: আমাদেরকে গ্রহণ কর, পদ ২। যারা সুসমাচারের বাক্য ও এর শিক্ষার জন্য পরিশ্রম করে তাদেরকে অবশ্যই যথাযথ সম্মান জ্ঞাপন করা প্রয়োজন এবং তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে প্রশংসা তাদের প্রাপ্য তা অবশ্যই তাদেরকে দান করতে হবে; আর এতে করে তারা তাদের পবিত্রতাকে আরও বৃদ্ধি দান করতে পারবে। যদি সুসমাচারের পরিচর্যাকারীরা তাদের যোগ্যতা অনুসারে দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত না হন, তাহলে সুসমাচারও যথার্থ নয় বলে ধারণা করা হতে পারে। প্রেরিত পৌল কখনোই মনে করেন নি যে, তিনি করিন্থীয়দের সমালোচনা করবেন বা তাদেরকে তিরস্কার করবেন, আর যদিও আমাদের কারও সমালোচনা করা উচিত নয়, কিন্তু অবশ্যই আমাদের উচিত হবে সকলের প্রতি নম্র আচরণ করা। তিনি তাদেরকে এ কথা বলেছেন:-

১. তিনি তাদের সম্মান ও শুভ কামনাকে অবজ্ঞা করে কিছু করেন নি, বরং তিনি চেয়েছেন সব সময় এমন কোন কিছু করাকে এড়িয়ে যেতে যা তাদের মাঝে বিরূপ মনোভাবের জন্ম দেবে (পদ ২): "আমরা কোন মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করি নি; আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করি নি, বরং সব সময় তোমাদের ভাল করার চেষ্টা করেছি।" আমি কোন মানুষের স্বর্ণ কি রৌপ্য কি অলঙ্কারের জন্য কখনো লোভ করি নি, এ কথা তিনি বলেছেন ইফিষের প্রেরিতদেরকে, প্রেরিত ২০:৩৩। "আমরা কোন মানুষকে কোনভাবে কলুষিত করি নি, তা হতে পারে মিথ্যা শিক্ষার মাধ্যমে বা তোষামোদিমূলক কথা বার্তা বলে। আমরা কোন মানুষকে ধোঁকা দিই নি; আমরা শুধু নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করি নি, কিংবা কোন ধরনের লোভ বা লালসার মুখাপেক্ষা করে পার্থিব বিষয়ের প্রতি নিজেদের আগ্রহ নিবদ্ধ করি নি, যা অন্য কারও ক্ষতি করবে।" এটি এমন এক আবেদন যা শমূয়েল করেছিলেন, ১ শমূয়েল অধ্যায় ১২। লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীরা কেবল তখনই মানুষের কাছ থেকে

যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য হন, যখন তারা অন্যদের প্রতি এই আবেদন করতে পারেন যে, তারা এমন কোন কাজের জন্য অভিযুক্ত নন যার কারণে তাদেরকে অভিযুক্ত করা যায়।

২. তিনি এখানে তাদের উপরে তাঁর প্রতি কোন ধরনের অনুরাগ বা ভালবাসা সৃষ্টি করতে চান নি, পদ ৩, ৪। পৌল তাদের প্রতি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং স্নেহশীলতার সাথে আচরণ করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা যে কোন উপায়ে তাদের তিরস্কার করতে পারলে খুশি হত এবং তাঁকে যে কোনভাবে অপদস্থ করতে পারলে মনে শান্তি পেত। তাঁর বিরুদ্ধে কোন ধরনের অপচেষ্টা রোধ করার জন্য এবং তারা যেন তাঁর উপরে কোন ধরনের অনুপযুক্ত অভিযোগ না আনে সে কারণে তিনি তাদের সাথে নিজ যুক্তি প্রদর্শন সহকারে কথা বলেছিলেন। তিনি তাদেরকে আবারও এ বিষয়ে জানিয়েছেন যেন তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস করিন্থে ত্যাগ করতে পারেন এবং তিনি যেন তাদের মাঝে জীবন ধারণ করে তাদের সাথেই মরতে পারেন। তিনি চেয়েছেন সারা জীবন তাদের মাঝে মণ্ডলী পরিচর্যা কাজ করতে এবং তাদের মাঝে একজন প্রেরিত হয়ে দায়িত্ব পালন করে যেতে (যা আসলে একটি স্থানে আবদ্ধ থাকার কথা ছিল না), যদি ঈশ্বর তাঁকে এর জন্য অনুমিত দেন। সেই সাথে তিনি এ কথা যুক্ত করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন তাদের সাহসিকতার জন্য কিংবা তার প্রতি তাদের অহঙ্কার আসলে কেমন। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তাঁকে ঘিরে তাদের কতটুকু গর্ব রয়েছে এবং তারা তাঁকে কেমন প্রশংসা করতে প্রস্তুত রয়েছে। আর তিনি যে কোন সময় তাদের সেবা ও পরিচর্যা কাজ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত ছিলেন এবং তিনি এই কাজ যে কোন সময় করার জন্য আনন্দিত ছিলেন। তাদের জন্য যে কোন ধরনের কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না।

২ করিন্থীয় ৭:৫-১১ পদ

আপাতদৃষ্টিতে ২ করিন্থীয় ২:১৩ পদ (যেখানে প্রেরিত পৌল বলেছেন যে, তিনি আত্মায় শান্তি পান নি যখন তিনি তীতকে ত্রোয়ায় খুঁজে পান নি) এবং এই অধ্যায়ের ৫ পদের মধ্যে কোন একটি সংযোগ রয়েছে। মূলত করিন্থীয়দের প্রতি তাঁর ভালবাসা এতটাই গভীর ছিল যে, তিনি সেই ব্যভিচারী লোকটি প্রতি তাদের আচরণ নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন, কারণ তিনি এরপরে যত ভ্রমণ করেছেন সে সময় তাঁর ব্যাপারে আর কোন কথা শুনতে পান নি। তিনি তাদের কাছ থেকে সে ব্যাপারে সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। আর এখন তিনি তাদেরকে বলছেন:-

ক. তিনি কতটা দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন, পদ ৫। তিনি সমস্যায় পড়েছিলেন, যখন তিনি ত্রোয়াতে তীতের দেখা পেলেন না, এবং পরবর্তীতে যখন কিছু সময়ের জন্য তিনি তাঁর সাথে ম্যাসিডোনিয়াতেও দেখা পেলেন না। এটি তাঁর জন্য বেশ দুঃখের একটি বিষয় ছিল, কারণ তিনি জানতে পারলেন না যে, তীত করিন্থে কেমন অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন, কিংবা এরপরে তাদের কার্যকলাপ কেমন ছিল। আর এর পাশাপাশি তারা অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যায়

পড়েছিলেন, বিশেষ করে অবিরত চলতে থাকা অত্যাচার নির্যাতনের কারণে। বাইরে যুদ্ধ ছিল, কিংবা সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ লেগেই ছিল এবং যিহূদী ও পৌত্তলিকদের কাছ থেকে সব সময় বিরোধিতা আসছিল; আর তারা সব সময় অন্তরে ভয়ে থাকতেন, কারণ তাদের এই ভয় ছিল যে, কখন না আবার তারা পার্থিব অত্যাচার নির্যাতন ও চাপের মুখে পড়ে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের অবমাননা করেন এবং বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হন। তারা এই ভয়ে ছিলেন যে, পাছে তারা পাপী হয়ে পড়েন এবং প্রলোভিত হয়ে কোন একটি পাপে পা দিয়ে বসেন ও নিজেদেরকে কলুষিত করেন, আর এতে করে না তারা নিজেদের ও অন্যদের অমর্যাদা ও কলঙ্কের কারণ ঘটান।

খ. কীভাবে তিনি সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন, পদ ৬, ৭। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তীতের আগমনই ছিল তাঁর সান্ত্বনার উৎস। তাকে দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি অনেক দিন ধরেই তাঁর সাথে দেখা করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। তীতের আগমন এবং তাঁর সঙ্গ লাভ ছিল এই প্রেরিতের সমস্ত ভ্রমণ ও দুঃখ দুর্দশার মধ্যে আনন্দের একটি বিষয়, কারণ তীত পৌলের কাছে নিজের ছেলের মতই প্রিয় ছিলেন (তীত ১:৪)।

২. তীত করিন্থীয়দের ব্যাপারে যে ভাল সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, সেটাও পৌলের জন্য অত্যন্ত ভাল সান্ত্বনার উৎস ছিল। তিনি দেখেছিলেন যে, তীত করিন্থীয়দের মাঝে গিয়ে শান্তিতে ছিলেন, তাঁকে কোন ঝামেলা পোহাতে হয় নি। আর এটি বুঝতে পেরে পৌলও দারুন শান্তি ও স্বস্তি লাভ করেছিলেন, বিশেষভাবে যখন তিনি করিন্থীয়দেরকে পত্রে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি চান যেন তারা তীতের সাথে ভাল ব্যবহার করে। সেই সাথে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, করিন্থীয়রা তাদের মধ্যকার এই পাপীকে চিহ্নিত করে দুঃখিত হয়েছিল, কারণ তাদের মধ্যে এই মহা পাপ ধরা পড়েছে এবং তারা পৌলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিল, যিনি তাদের এই মধ্যকার এই ভুল দেখিয়ে দেওয়া এবং তাদের তিরস্কার করার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন। শলোমনের পর্যবেক্ষণ ছিল অত্যন্ত সত্য (হিতোপদেশ ২৮:২৩), কোন লোককে যে তিরস্কার করে, শেষে সে অনুগ্রহ পাবে, যে জিহ্বাতে চাটুবাদ করে, সে নয়।

৩. তিনি তাঁর সমস্ত সান্ত্বনার উৎস হিসেবে ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করেছেন, যেহেতু তিনিই সমস্ত বিশ্বের প্রভু। ঈশ্বরই তাঁকে তীতের আগমনের মধ্য দিয়ে সান্ত্বনা দান করেছেন। তিনিই সমস্ত সান্ত্বনা ও শান্তির উৎস: ঈশ্বর, যিনি সেই সমস্ত মানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যারা হারিয়ে গেছে, পদ ৬। লক্ষ্য করুন, আমাদেরকে অবশ্যই উর্ধ্বে এবং সমস্ত বাধা ও বিঘ্ন পেরিয়ে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, কারণ তিনিই আমাদের সমস্ত শান্তি ও সান্ত্বনার উৎস এবং আমরা যত উত্তম বিষয়ে উপভোগ করি তার সবই তিনি আমাদেরকে দিয়ে থাকেন।

গ. তিনি তাদের মন পরিবর্তন ও অনুশোচনার কারণে ও এর প্রমাণ পেয়ে মহা আনন্দ ও উল্লাস করেছিলেন। পৌল নিজে এ ব্যাপারে বেশ দুঃখিত ছিলেন যে, তিনি তাদেরকে দুঃখ

দিয়েছেন। তিনি জানতেন যে, তাদের মধ্যকার বেশ কিছু ধার্মিক ব্যক্তি তাঁর পত্র থেকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন। বস্তুত তাদেরকে কিছুটা দুঃখ দেওয়া তাঁর প্রয়োজন ছিল, যাতে করে তিনি পরবর্তীতে তাদেরকে আনন্দিত করে তুলতে পারেন, পদ ৮। কিন্তু এখন তিনি আনন্দ করছেন, কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে, তারা অনুশোচনা করে দুঃখার্ত হয়েছেন, পদ ৯। তাদের দুঃখ আসলে তাঁর আনন্দের কারণ ছিল না, বরং তারা যে অর্থে দুঃখার্ত হয়েছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও তার প্রভাবই ছিল তাঁর আনন্দের কারণ (পরিত্রাণের জন্য অনুশোচনা, পদ ১০), যা তাকে আনন্দিত করেছিল; কারণ এখন আমরা এটি দেখতে পাই যে, তারা তাঁর মধ্য দিয়ে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। তাদের এই দুঃখ ছিল মাত্র কিছু সময়ের জন্য; এটি খুব দ্রুত আনন্দে পরিণত হয়েছিল এবং এই আনন্দ ছিল স্থায়ী। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. সত্যিকার অনুতাপে পূর্ববর্তী ধাপটি হচ্ছে স্বর্গীয় দুঃখ বোধ; এটি আমাদের জন্য অনুশোচনার কাজ করে। এটি আসলে প্রকৃত অর্থে নিজে অনুশোচনা নয়, বরং এটি হচ্ছে অনুশোচনা করার একটি ভাল প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ, আর কোন কোন ক্ষেত্রে তা অনুশোচনা তৈরি করতে খুব ভাল ভূমিকা পালন করে। যে ব্যক্তি দোষ করেছিল সে দারুনভাবে দুঃখার্ত ছিল, সে অনেক বেশি দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে আশা হারিয়ে ফেলার মত অবস্থায় উপনীত হয়েছিল; আর সমাজ এই নিয়ে অনেক বেশি দুঃখার্ত ছিল যে, তারা এর আগে তাদের নিজেদেরকে নিয়ে অনেক গর্ব করেছিল। তাদের এই দুঃখ ছিল স্বগীয়, কিংবা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সাধিত (যা আমরা মূল অংশে দেখতে পাই), এর অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই এমনটি ঘটেছে, যার লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা সাধন করা, এবং তারা ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা সাধিত হয়েছিল। এটি ছিল এক পবিত্র দুঃখ, পাপের কারণে সাধিত দুঃখ, যে পাপ সাধিত হয়েছিল ঈশ্বরের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে, কৃতজ্ঞতার পরিচয় না দেখশোনার জন্য এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহকে অবজ্ঞা করার কারণে। এই পবিত্র দুঃখ এবং পৃথিবীয় দুঃখের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পবিত্র ও স্বর্গীয় দুঃখ তৈরি করে অনুশোচনা ও মন পরিবর্তন, আর এর শেষ হবে পরিত্রাণ প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে; কিন্তু পার্থিব দুঃখের সমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। পার্থিব বস্তুর জন্য পার্থিব মানুষের দুঃখ দ্রুত চুলকে করে তোলে ধূসর, যা তার কবরে প্রবেশের সময় কালকে আরও তরান্বিত করে। আর ঠিক এই ধরনের দুঃখ পেয়েছিল যিহূদা, যখন সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় পাপটি করেছিল, যার প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়াবহ এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার সকল দুঃখ ও যন্ত্রণার অবসান ঘটেছিল। লক্ষ্য করুন:-

(১) আমাদের প্রকৃত অনুশোচনা আমাদেরকে পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দান করে।

(২) এই কারণে সত্যিকার অনুশোচনাকারীরা কখনো এই ভেবে আবার অনুশোচনা করে না যে কেন তারা অনুশোচনা করবে, কিংবা তারা কখনো তাদের অন্যায় কাজকে পরবর্তীতে প্রশ্রয় দেয় না।

(৩) নম্রতা এবং পবিত্র দুঃখ আমাদের অনুশোচনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এর উভয়ই আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে, যিনি আমাদের সমস্ত অনুগ্রহ দানের উৎস।

২. সত্যিকার অনুশোচনার আনন্দময় ফল এবং এর ফলশ্রুতির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ১১); এবং এই অনুশোচনার যে ফল দেখা যায় সেটাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যেখানে অন্তর পরিবর্তিত হয়, সেখানে জীবন ও কাজও পরিবর্তিত হয়। করিন্থীয়রা এই বিষয়টির প্রমাণ দেখিয়েছিল যে, তাদের এই দুঃখ এক পবিত্র দুঃখ ছিল এবং তা প্রকৃত অনুশোচনা বয়ে নিয়ে এসেছিল, কারণ এটি তাদের মধ্যে তাদের আত্মার ব্যাপারে প্রকৃত আন্তরিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল এবং তাদেরকে পাপ এড়িয়ে চলতে ও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে উৎসাহ দান করেছিল। সেই সাথে তা তাদের নিজেদেরকে শুদ্ধ করেছিল, তবে তারা এর জন্য ঈশ্বরের সামনে তাদের বিচারের উপরে নির্ভর করে নি, বিশেষভাবে যখন তাদের পাপ ক্ষমার জন্য আবেদন করবে, কিন্তু তারা তা করবে তাদের ভেতর থেকে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে এমন সমস্ত কিছু সরিয়ে রাখার মধ্য দিয়ে, আর তাই তারা তাদের উপরে থেকে ন্যায্য অভিযোগ ও অপরাধের দায় মুছে দিয়েছিল। এই অনুশোচনা তাদের নিজ নিজ পাপের উৎসকে প্রশমিত করেছিল; এটি ভয়কে জাগ্রত করেছিল, এক সমীহপূর্ণ ভয়, এক সতর্ক থাকার ভয়, এবং অবিশ্বস্ত হয়ে পড়ার ভয়, ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়ায় নয়, বরং নিজেদের কাছে অবিশ্বস্ত হয়ে পড়ার ভয়। ঈশ্বরের প্রতি সন্ত্রস্ত ভীতি, পাপের জন্য সতর্কতা পূর্ণ ভয় এবং নিজেদের প্রতি আন্তরিক ভয়। এটি তাদের বিশৃঙ্খল জীবনকে সুগঠিত করে তোলার পর তাদের ভেতরে এক পবিত্র আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছিল যেন তারা আবারও সেই মহান ঈশ্বরের সাথে নিজেদেরকে পুনরায় সংযুক্ত করে, যার প্রতি তারা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল ও যার বিরোধিতা করেছিল। এটি তৈরি করেছিল এক দারুন আগ্রহ ও উদ্দীপনা, যা তৈরি হয়েছিল ভালবাসা ও ক্রোধের মিশ্রণে। দায়িত্ব পালনের জন্য আগ্রহ, এবং পাপ বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিশেষ আগ্রহ। সবশেষে তা পাপ এবং তাদের নিজেদের বোকামির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী করে তুলেছিল, যাতে করে তারা তাদের নিজেরা নিজেদের এবং অন্যদের প্রতি যে সমস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে আঘাত হেনেছিল সেগুলোকে আবারও গড়ে তোলা সম্ভব হয়। আর এভাবেই সমস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদেরকে এই বিষয়ে পরিষ্কার বলে ঘোষণা দিয়েছিল। এমন নয় যে, তারা ছিল নির্দোষ, কিন্তু তারা ছিল অনুতপ্ত, আর সেই কারণে ঈশ্বরের সামনে তাদের দোষ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল, যিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে আর কোন শাস্তি দেন নি; এবং তিনি তাদেরকে আর দোষী করে রাখেন নি, তাদেরকে আর পাপের জন্য তিরস্কার করেন নি মানুষের মধ্য দিয়ে, কারণ তারা এর জন্য সত্যিকার অর্থে অনুশোচনা করেছিল ও মন পরিবর্তন করেছিল।

২ করিন্থীয় ৭:১২-১৬ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দেরকে সান্ত্বনা দান করতে চেয়েছেন, যাদের প্রতি তার তিরস্কার ও ভর্ৎসনা ভাল কাজে দিয়েছিল। সেই মনোভাব নিয়ে এখানে তিনি তাদেরকে বলছেন:-

১. বিগত পত্রটি তিনি একটি ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেছিলেন, যাকে বিদ্রুপাত্মক বলে উল্লেখ করা হয়েছে, পদ ১২। এটি মূলত এই কারণে বলা হয় নি যে, সে যা করেছি তা ভুল ছিল, বা তিনি এর থেকে নিজের সুবিধা আদায় করতে চেয়েছিলেন, সেই সাথে সেই ব্যক্তি যেন শাস্তি ভোগ করে। আসলে সাধারণ অর্থে এটি কখনোই পৌলের এমন কোন উদ্দেশ্য ছিল না যে, সেই ব্যক্তি বহু দিন ধরে কষ্টভোগ করবে বা তাকে শাস্তি দিয়ে রাখা হবে। কিন্তু আসলে সে পিতা ঈশ্বরকে আঘাত করেছিল বলে তিনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাকে এই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল; কিন্তু সেই সাথে তার প্রতি পিতা ঈশ্বরের এবং মণ্ডলীর যে বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ ছিল সেটি দেখানোও প্রয়োজন ছিল, এবং তা সমগ্র মণ্ডলীরও দেখা জরুরি ছিল, যাতে করে এ ধরনের একটি অপরাধ সাধন করার জন্য তার যথাযথ শাস্তি সে পেতে পারে এবং তার নামে যে কলঙ্ক ও দুর্নাম রটেছিল তা যেন তার অনুশোচনা ও মন পরিবর্তনের মাধ্যমে মুছে যেতে পারে ।

২. তিনি তাদের মন পরিবর্তন এবং ভাল আচরণের কারণে তীতের সাথে সাথে নিজেও আনন্দ করলেন এবং সেই আনন্দের কথা তাদেরকে জানালেন। তীত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁর আত্মা সঞ্জীবিত হয়েছিল তাদের সান্ত্বনার মধ্য দিয়ে এবং এই ঘটনাটি পৌলের অন্তরকেও সান্ত্বনা দিয়েছিল এবং তিনিও সঞ্জীবিত হয়েছিলেন (পদ ১৩); এবং যেহেতু তীত যখন তাদের সাথে ছিলেন সে সময় তিনি সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন, সে কারণে যখন তিনি তাদের মাঝে তার সম্ভাষণ এবং শুভেচ্ছা জানালেন, সে সময় তিনি তাঁর প্রৈরিতিক নির্দেশনার মধ্য দিয়ে তাদের বাধ্যতার প্রশংসা করলেন এবং তাদেরকে যে সমস্ত সাক্ষ্য ও প্রমাণ দেখানো হয়েছিল সেগুলোর প্রেক্ষিতে তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়েছিল, আর এই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা তাদের প্রতি তার স্নেহ ও মমতাকে আরও বেশি প্রজ্জলিত করে তুলেছিল, পদ ১৫। লক্ষ্য করুন, পবিত্র দুঃখের পরই আসে মহা সান্ত্বনা এবং আনন্দ। ঠিক যেভাবে পাপের কারণে আমাদের মধ্যে মহা দুঃখের জন্ম নিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই অনুশোচনা এবং পুনর্জীবন লাভ আমাদের মনে নিয়ে আসে মহা আনন্দ ও উদ্দীপনা। পৌল আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং তীত আনন্দিত হয়েছিলেন, আর করিন্থীয়রা সান্ত্বনা লাভ করেছিল, আর সেই অনুশোচনাকারীও অবশ্যই সান্ত্বনা লাভ করেছিল। আমরা সকলে পৃথিবীতে এই ঘটনার কারণে আনন্দ করতে পারি, কারণ যখন কোন একজন পাপী মন ফিরায় তখন স্বর্গে অতি আনন্দ হয়।

৩. তিনি এই পুরো প্রসঙ্গটি এই বলে শেষ করলেন যে, তাঁর সমস্ত বিশ্বাস তাদের মধ্যে রয়েছে: তিনি তীতের কাছে তাদের বিষয়ে গর্ব করাতে লজ্জিত হন নি (পদ ১৪), কারণ তিনি তাদের জন্য তাঁর যে আগ্রহ ছিল তাতে হতাশ হন নি। বিশেষভাবে তিনি তীতের কাছে করিন্থীয়দের বিষয়ে বহু উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলেছিলেন এবং তিনি এখন আনন্দের সাথে ঘোষণা দিতে পারেন যে, তিনি তাদের উপরে যে বিশ্বাস বজায় রেখেছিলেন তা এখনও আছে এবং তিনি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করেন নি যে, তারা তীতের সাথে অত্যন্ত ভাল আচরণ করবে। লক্ষ্য করুন, একজন পরিচর্যাকারীর জন্য যে লোকদের মধ্যে তিনি কাজ করেন তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারাটা অত্যন্ত মহা সান্ত্বনা ও উৎসাহের

বিষয়। আর তাদের প্রতি তাঁর অনেক আশা ছিল, যার সবই ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমাকে ঘিরে প্রস্তুত হয়েছিল, যাতে করে সুসমাচারের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা যেন এতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৮

এই অধ্যায়টি এবং এর পরবর্তী অধ্যায়েও পৌল করিন্থীয়দেরকে উৎসাহিত করছেন এবং নির্দেশনা দিয়েছেন ভালবাসার একটি বিশেষ কাজ সাধন করার জন্য– যিরূশালেম এবং যিহূদিয়া অঞ্চলের দরিদ্র ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের অভাব মেটানোর জন্য ত্রাণ সাহায্য দান, ম্যাসিডোনিয়া মণ্ডলী যে কাজের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত ইতোমধ্যে স্থাপন করেছিল, রোমীয় ১৫:২৬। যিরূশালেমে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং নির্যাতনের কারণে দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন, তাদের অনেকে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, আবারও অনেকে সম্ভবত খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার আগে থেকেই দরিদ্র ছিলেন, কারণ যীশু বলেছিলেন, "দরিদ্ররাই সুসমাচার গ্রহণ করবে।" এখন পৌল যদিও অযিহূদীদের কাছে প্রেরিত ছিলেন, তথাপি তাঁর সেই সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য অত্যন্ত স্নেহ মমতা ও ভালবাসা ছিল, যারা যিহূদীদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আর যদিও তাদের মধ্যে অনেকের অযিহূদী মন পরিবর্তনকারীদের জন্য একটা ভালবাসা ছিল না, যা তাদের থাকা প্রয়োজন ছিল, তথাপি প্রেরিত পৌল চেয়েছিলেন যেন অযিহূদীদের তাদের প্রতি সদয় হয়। আর এই কারণে তিনি তাদেরকে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য উৎসাহিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়ে কথা বলার সময় তিনি বেশ কিছু কথা বলেছেন এবং তিনি খুবই আবেগ প্রবণ হয়ে কথাগুলো লিখেছেন। এই অষ্টম অধ্যায়ে তিনি করিন্থীয়দেরকে ম্যাসিডোনিয়া মণ্ডলীর উত্তম দৃষ্টান্তের বিষয়ে জানিয়েছেন এবং তাদের সেই কাজের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সেই সাথে তিনি এই সংবাদও জানিয়েছেন যে, তীত তাদের কাছ থেকে সেই দানের অর্থ আনতে গিয়েছিলেন, পদ ১-৬। তিনি একাধিত শক্তিশালী যুক্তি দানের মধ্য দিয়ে তাদের এই দায়িত্ব পালনের জন্য যে দায়বদ্ধতা রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন (পদ ৭-১৫), এবং তিনি সেই ব্যক্তিদেরকে প্রশংসা করেছেন, যাদেরকে এই বিষয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, পদ ১৬-২৪।

২ করিন্থীয় ৮:১-৬ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. পৌল ম্যাসিডোনিয়া মণ্ডলীর সদস্যদের উত্তম দৃষ্টান্ত থেকে এই বিষয়ে কথা বলার প্রসঙ্গ সূচনা করেছেন। এই ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত ছিল ফিলিপী, থিষলনীকিয়া, বেরিয়া এবং অন্যান্য আরও কিছু দ্বীপ ও জনপদ। এই বিষয়ে বলার মধ্য দিয়ে তিনি করিন্থীয়দেরকে এবং আখায়ার খ্রীষ্টানদেরকে দান করার জন্য উৎসাহিত করে তুলতে চেয়েছেন।

১. তিনি তাদেরকে ম্যাসিডোনীয়দের দারুন স্বেচ্ছা দানের কথা বললেন, যাকে তিনি এই বলে উল্লেখ করেছেন– ঈশ্বরের অনুগ্রহ মণ্ডলীগুলোর উপরে অবতরণ করেছে, পদ ১। অনেকে মনে করেন কথাগুলোর অর্থ এমন হওয়া উচিত– মণ্ডলীগুলোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দান প্রদত্ত হয়েছে। তিনি নিশ্চয়ই মণ্ডলীগুলোর দান কাজের কথা বলেছেন, যেগুলোকে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা দান বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ হতে পারে সেগুলোর পরিমাণ ছিল অতি বিশাল, কিংবা এই দরিদ্র ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের প্রতি তাদের দান আসলে এসেছিল ঈশ্বরের কাছ থেকে, যেহেতু তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক। তাদের এই দানের সাথে ছিল ঈশ্বরের সর্বোত্তম প্রকৃত ভালবাসা, যা এভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের প্রতি যে সমস্ত মঙ্গল সাধন করা হয়ে থাকে তার সবকিছুর মূল এবং উৎস যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তা আমাদেরকে অবশ্যই সবার আগে স্বীকার করে নিতে হবে। এটি আমাদের জন্য এক দারুন অনুগ্রহ ও মহা আনুকূল্য হিসেবে প্রতীয়মান হবে, যদি তা আমাদের উপরে বর্তায়, যদি আমরা এর মধ্য দিয়ে অন্যদের জন্য সুফলজনক হয়ে উঠতে পারি এবং যে কোন ভাল কাজের জন্য এগিয়ে যেতে পারি।

২. তিনি ম্যাসিডোনিয়া মণ্ডলীর দান কাজের প্রশংসা করলেন এবং একটি ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে তা দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থাপন করার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি তাদেরকে বললেন:-

(১) ম্যাসিডোনিয়া মণ্ডলীর সদস্যরা নিজেরাই বেশ খারাপ অবস্থায় ছিল এবং তাদের নিজেদেরই অর্থনৈতিক সঙ্কট ছিল, তথাপি তারা অন্যদের ত্রাণ সাহায্য করার জন্য দান করেছিল। তারা মহা নির্যাতন এবং মহা দারিদ্রের মধ্যে ছিল, পদ ২। তাদের সে সময় মহা দুঃখ ও কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছিল, যা আমরা দেখতে পাই প্রেরিত ২৮:১৭ পদে। এই অঞ্চলের খ্রীষ্টানদের উপরে সে সময় নানা অত্যাচার নির্যাতন চালানো হত, যার কারণে তারা অত্যন্ত হত দরিদ্র হয়ে পড়েছিল; আর তথাপি তারা এই অত্যাচার নির্যাতনের মধ্যেও অত্যন্ত আনন্দে ছিল এবং তারা অত্যন্ত উদার মনোভাবের অধিকারী ছিল, তারা তাদের মধ্য থেকে কিছু অর্থ দান করেছিল, কারণ তারা এই বিষয়ে বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বর তাদেরকে যে কোনভাবে হোক তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তারা তাদের অভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে।

(২) তারা প্রচুর দান দিয়েছিল এবং অত্যন্ত উদারতার সাথে তারা তাদের হাত খুলে দিয়েছিল (পদ ২), এর অর্থ হচ্ছে, তারা এমনভাবে দানগুলো দিয়েছিল যেন তারা আসলে অনেক ধনী। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে তারা আসলে সবচেয়ে বড় দানটিই দিয়েছিল। আসলে তারা যে দান করেছিল তা ছিল তাদের সাধ্যের বাইরে, তাদের ক্ষমতার বাইরে (পদ ৩), তারা যে পরিমাণ দান দিয়েছিল তা তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় নি। লক্ষ্য করুন, যদিও মানুষ তাদের এই কাজের ব্যাপারে দোষারোপ করতে পারে, তথাপি ঈশ্বর তাদের এই ধার্মিক ও পবিত্র উৎসাহকে অনুমোদন দেন এবং যারা সত্যিকার ধর্মীয় অনুভূতি থেকে ও পবিত্র মনোভাব নিয়ে দান করতে চায় এবং তাদের যে সামর্থ্য রয়েছে তার চেয়েও বেশি করার ইচ্ছা করে, তাহলে অবশ্যই ঈশ্বর তাদেরকে গ্রহণ করবেন।

(৩) তারা এই ভাল কাজের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তারা এই কাজকে আরও বেশি এগিয়ে

নেওয়ার জন্য ইচ্ছুক ছিল। তারা নিজেরাই আরও দান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল (পদ ৩), আর তাদেরকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করে তোলার কোন প্রয়োজনই পৌলের ছিল না, কারণ তারা নিজেরাই এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিল এবং তারা নিজেদের উদ্যোগে সমস্ত দান সংগ্রহ করেছিল এবং তারা পৌলকে উল্টো একান্তভাবে অনুরোধ করেছিল যেন তিনি তাদের এই দান গ্রহণ করেন, পদ ৪। সম্ভবত পৌল তাদের আস্থাভাজন হিসেবে এই দায়িত্ব পালনের জন্য পিছিয়ে যাচ্ছিলেন বা তিনি চাচ্ছিলেন না অর্থ সংক্রান্ত এই ধরনের কোন বিষয়ের দায়িত্ব নিতে, কারণ তিনি নিজেকে বাক্য ও প্রার্থনার প্রেরিত হিসেবেই রাখতে চেয়েছিলেন। কিংবা হতে পারে যে, তিনি জানতেন যে তাঁর শত্রুরা সকল বিষয়ে কীভাবে তাঁর উপরে দোষ খুঁজে বের করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে এবং এই ঘটনাটি জানার পর তারা নিশ্চয়ই তাঁকে স্বার্থান্বেষী বলে প্রচারণা চালাতে শুরু করবে, আর এই ভয়টাই তিনি পাচ্ছিলেন। তিনি যেহেতু একটি বিরাট অঙ্কের অর্থ নিজের কাছে গচ্ছিত রাখবেন এবং তা দারিদ্রক্লিষ্ট বিশ্বাসীদের মাঝে বিতরণ করবেন, সে কারণে তাকে নির্ঘাত পক্ষপাতদুষ্টতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে। লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীদেরকে কতটা সাবধান হতে হয়, বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে, যাতে করে তাদের যারা বিরোধিতাকারী রয়েছে তারা কোনভাবে এর থেকে কোন সুযোগ গ্রহণ করে তাদেরকে দোষারোপ করতে না পারে।

(৪) তাদের এই দান কাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল সত্যিকার ধার্মিকতা ও পবিত্রতার মধ্য দিয়ে, আর এটাই ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে মহা প্রশংসার বিষয়। তারা একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই উত্তম কাজটি সাধন করেছিল: প্রথমত তারা নিজেদেরকে প্রভুর কাছে সমর্পিত করেছিল, এবং এরপর তারা সমস্ত দান সামনে এনেছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে (পদ ৫), এর অর্থ হচ্ছে তারা ঠিক সেভাবেই কাজ করেছে যা ঈশ্বর তাদের মধ্য দিয়ে করাতে চেয়েছেন, কিংবা ঈশ্বর তাদের মধ্যকার যে ইচ্ছাকে অনুমোদন দিয়েছিলেন সে অনুসারে, যাতে করে উভয় দিকে থেকে ঈশ্বরের গৌরব সাধিত হয়। এতে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে যে, প্রেরিতরা যা আশা করেছিলেন তার থেকে তিনি বেশিই পেয়েছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসীদের কাছ থেকে। তিনি তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন অত্যন্ত উৎসাহ এবং ধার্মিকতাপূর্ণ স্নেহ ও ভালবাসা, যা ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসীদের কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছে। তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে, এবং স্বতস্ফূর্ততার সাথে এই দান কাজে অংশগ্রহণ করেছিল, যা তাদেরকে করে তুলেছিল এক দারুন ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত। তারা নিজেদেরকে নিজেদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিবেদিত করেছিল, যেন তিনি তাদের এই দানকে অনুমোদন দান করেন এবং তাদেরকে পবিত্র ও ন্যায্য বলে ঘোষণা দেন। তারা এর আগেও এভাবে দান সংগ্রহ করে দান করেছে, কিন্তু এবার তারা আবারও খ্রীষ্টান ভাইদের জন্য এই কাজ করছে। আর তাই তারা নিজেদের দানগুলোকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুমোদিত ও পবিত্র করে নিয়েছে, যাতে করে প্রভু নিজে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়ে তারা তাঁর মহিমা ও প্রশংসা করতে পারে। লক্ষ্য করুন:-

[১] আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা প্রয়োজন; আমরা আমাদের নিজেদেরকে এর চেয়ে ভাল আর কোন সুযোগ দিতে পারি না।

[২] যখন আমরা নিজেদেরকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করবো, সে সময় আমরা তাঁকে আমাদের যা কিছু রয়েছে তা দান করবো, যেন তিনি তা আমাদের জন্য আরও বেশি বৃদ্ধি করে এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের নিজেদের ধার্মিকতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং আমরা তাঁর কাছে আরও বেশি করে গৃহীত হই।

[৩] আমরা ঈশ্বরের জন্য যা কিছু করি বা তার কাছে নিবেদন করি না কেন, আমরা কেবলই তাঁর নিজের সকল জিনিস তাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি, কারণ তিনিই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কিছুর মালিক।

[৪] আমরা যা কিছু দান কাজের জন্য দিয়ে থাকি বা উৎসর্গ করি না কেন, তা অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে গৃহীত হবে না বা তা আমাদের কোন সুফল বয়ে নিয়ে আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি।

খ. প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দেরকে বলছেন যে, তীত তাদের মাঝে গিয়ে এই দান সংগ্রহ করে আনতে চেয়েছিলেন (পদ ৬), আর তিনি তীতকে এই কাজের জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে জানতেন। তিনি এর আগে তাদের কাছে এক দারুন আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। তারা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসা দেখিয়েছে এবং তিনিও তাদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও মমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এর পাশাপাশি তীত ইতোমধ্যে তাদের মধ্যে এই কাজ শুরু করেছিলেন, তাই তিনি এখন এই কাজ শেষ করতে চাচ্ছিলেন। এই লক্ষ্যে তিনি সেখানে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। আর যখন এ ধরনের উত্তম একটি কাজ অত্যন্ত উত্তম একটি হাতের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়, তখন অবশ্যই তাতে ধার্মিকতা পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করতে থাকে এবং তা যথোপযুক্ত হয়। লক্ষ্য করুন, আমরা যে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি এবং যে কাজ করি, সেখানে অবশ্যই আমাদেরকে আরও বেশি একাগ্রতা নিয়ে ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে, যেন প্রভু নিজে এর অনুমোদন দেন এবং যথাযথভাবে সমস্ত কাজসম্পন্ন হতে পারে। কোন একটি দান কার্যক্রম যখন সাধিত হবে, সে সময় সবচেয়ে যোগ্য ও যথার্থ ব্যক্তিকেই এই কাজের জন্য নিয়োগ দান করতে হবে, যাতে করে তারা সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

২ করিন্থীয় ৮:৭-১৫ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পৌল একাধিক শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা ঘটিয়েছেন যাতে করে করিন্থীয়রা তাদের মহা মূল্যবান দান কাজ চালিয়ে যেতে থাকে ও তাতে উৎসাহিত হয়।

ক. তিনি তাদের কাছে আবেদন করেছেন এই বিষয়টি বিবেচনা করতে বলে যে, তাদের অন্যান্য দান ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্টতা রয়েছে, আর এখন তারা দান কাজেও নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চাইবে, পদ ৭। পৌল এখানে তাদের প্রতি অত্যন্ত

মহান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলেছেন এবং তিনি পবিত্রতায় পূর্ণ হয়ে সমস্ত কথা বলেছেন। যখন তিনি করিন্থীয়দেরকে এই সমস্ত উত্তম বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করেছেন, সে সময় তিনি তাদের সেই সমস্ত বিষয়ের প্রশংসা করেছেন যে সমস্ত উত্তম বিষয় তাদের মধ্যে ইতোমধ্যে দেখা দিয়েছিল। প্রায় সব মানুষই নিজের প্রশংসা শুনতে খুব পছন্দ করে, বিশেষ করে যখন তাদের কাছ থেকে অন্য কারও জন্য কোন বিষয় চাওয়া হয়, কোন দান বা উপহার চাওয়া হয়। আ আমাদের জন্যও এটি কর্তব্য যেন যার যেটুকু প্রাপ্য তাকে তেমন প্রশংসা আমরা দান করি। এখানে লক্ষ্য করুন, সেটি কী ছিল, যা দ্বারা করিন্থীয়রা পূর্ণ ছিল? প্রথমে বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এটাই বাদ বাকি সমস্ত কিছুর ভিত্তি; আর বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব (ইব্রীয় ১১:৬), এই কারণে যারা বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকে, তারা অন্যান্য বিষয়ের অনুগ্রহ এবং ভাল কাজেও পূর্ণ থাকে; আর এটি প্রকাশিত হবে ভালবাসার মধ্য দিয়ে। তাদের বিশ্বাসের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে কথা বলার দান, যা তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এর মধ্য দিয়ে তারা প্রভুর সাথে আরও বেশি করে সংযুক্ত হতে পারতো। বস্তুত যারা কথা বলার দান চেয়েছিল তাদের অনেকেরই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এই করিন্থীয়রা এ ধরনের আত্মিক দানে অন্য যে কোন মণ্ডলীর চেয়ে অনেক বেশি উৎকর্ষতা সাধন করেছিল, বিশেষ কথা বলার দানে, কিন্তু তথাপি তাদের মধ্যে এই দানের পরিমাণ খুব বেশি ছিল না, হতে পারে তাদের অজ্ঞতার কারণেই, কারণ তাদের এই কথা বলার দানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হত তাদের জ্ঞান, অবারিত জ্ঞান। তাদের মধ্যে নতুন ও পুরাতন প্রচুর দান সঞ্চিত ছিল এবং তারা এদিক থেকে অনেক সম্পদশালী ছিল। যাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান থাকে এবং উপস্থিত মতে কথা বলার দান থাকে, তারাই যে সব সময় সবচেয়ে আন্তরিক খ্রীষ্টান হয় তা নয়। সবচেয়ে ভাল কথা বলে যারা তারাই সব সময় সবচেয়ে ভাল কার্যকারী হয় না; কিন্তু এই করিন্থীয়রা কথা বলা এবং বিশ্বাসে আন্তরিকভাবে কাজ করা– উভয় দিক থেকেই পারদর্শী ছিল। তারা যেমন ভাল কথা বলতো, তেমন উপযুক্ত কাজও করতো। তাছাড়া তাদের পরিচর্যাকারীদের প্রতিও তাদের প্রচুর ভালবাসা ছিল, এবং তারা অন্য যে কারও চাইতে আত্মিক দানে বেশি পরিমাণে পূর্ণ ছিল। তারা অন্যদের মত ছিল না, যারা আত্মিক বিভিন্ন দানে পূর্ণ হলে পর তাদের পরিচর্যাকারীদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে শুরু করতো। এখন এই সমস্ত দানের মধ্যে পৌল তাদেরকে এই অনুরোধ করছেন যেন তারা দান কাজেও মনোযোগী হয় এবং এই কাজের যেন তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, আর এতে করে তাদের মধ্যে আত্মিক দানের যে শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থান রয়েছে তা আরও বেশি পূর্ণতা লাভ করবে। পৌল অন্য আরেকটি যুক্তিতে যাওয়া আগে এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যেন তাঁর পরিকল্পনা তাদের কাছে কোনভাবে নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে। আর এই লক্ষ্যে তিনি তাদেরকে বলছেন (পদ ৮), তিনি তাদেরকে আদেশ দিয়ে এই সকল কথা বলছেন না, কিংবা কর্তৃত্ব নিয়ে এই সমস্ত কথা বলছেন না। আমি তোমাদেরকে আমার পরামর্শ দিচ্ছি, পদ ১০। তিনি অন্যদের দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করে তাদের কাছে এই বিষয়ে অনুরোধ রাখছেন যেন তারাও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং দরিদ্র খ্রীষ্টানদের জন্য তাদের ভালবাসা ও দয়ার পরিচয় প্রকাশ করে, কিংবা তারা যেন

স্বপ্রণোদিত হয়ে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। লক্ষ্য করুন, স্পষ্ট ও ইতিবাচক দায়িত্বের মধ্যে একটি পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করা উচিত এবং যে কোন ভাল কাজ করার সুযোগ গ্রহণ করে বর্তমান অবস্থাকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। অনেক কিছুই আছে যা আমাদের কাছে ভাল মনে হবে, তথাপি আমাদেরকে কোন কাজ করানোর জন্য বাধ্য করা যেতে পারে না, কিংবা আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়, বরং আমাদেরই উচিত স্বেচ্ছায় এই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং সকল সময়ে আমাদের চারপাশে যত সুযোগ আসে এই ধরনের দায়িত্ব পালন করার জন্য তা গ্রহণ করা।

খ. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের কথা বিবেচনা করে পৌল আমাদের সামনে আরেকটি যুক্তি রেখেছেন। খ্রীষ্টান দায়িত্ব পালনের সর্বোত্তম যুক্তি হচ্ছে সেই সমস্ত বাক্য, যেখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার খ্রীষ্টিয় ভালবাসার কথা প্রকাশ করেছেন, যা আমাদের আরও বেশি করে মানুষকে ভালবাসতে অনুপ্রেরণা দেয়। ম্যাসিডোনিয়া মণ্ডলীর দৃষ্টান্তটি অবশ্যই করিন্থীয় মণ্ডলীর অনুসরণ করা উচিত; কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেওয়া দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা আমাদের জন্য আরও বেশি প্রয়োজনীয় এবং এর প্রভাব আরও অনেক বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ। আর তোমরা জানো, পৌল বলছেন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ এমনই ছিল যে (পদ ৯), যদিও তিনি নিজে ঈশ্বর হওয়ায় ধনী ছিলেন, তাঁর পিতার মত তাঁর একই ক্ষমতা ও মহিমা ছিল, তিনি স্বর্গের সমস্ত গৌরব ও আশীর্বাদ ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ ছিলেন, তথাপি তিনি তোমাদের জন্য দরিদ্র হলেন; তিনি শুধু যে আমাদের জন্য মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে এলেন তা-ই নয়, সেই সাথে তিনি আমাদের জন্য দারিদ্রকে বরণ করলেন। তিনি দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, তিনি দারিদ্রের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি দরিদ্র অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করলেন। আর এর সবই তিনি করেছিলেন আমাদের জন্য, শুধুই আমাদের জন্য। তিনি আমাদের জন্য তাঁর নিজের সমস্ত সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে মানবীয় সত্তাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন আর এর মধ্য দিয়ে আমাদের সাথে একাত্ম হতে চেয়েছিলেন। তিনি আমাদের জন্য মানুষ হয়ে দরিদ্র হয়েছিলেন যেন আমাদেরকে ধনী করতে পারেন, যেন ঈশ্বরের ভালবাসা ও অনুগ্রহে তিনি আমাদেরকে ধনী করতে পারেন, নতুন নিয়মের চুক্তি অনুসারে তিনি আমাদেরকে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ দান করতে পারেন এবং তার চুক্তির পূর্ণতা তিনি আমাদের মাঝে সাধন করতে পারেন, আর অনন্ত জীবনের আশা ও স্বর্গীয় উত্তরাধিকার লাভের প্রত্যাশায় পূর্ণ হয়ে যেন আমরা ধনী হই, সেজন্যই তিনি এতটা আত্মত্যাগ করেছিলেন। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী একটি যুক্তি, যার উপরে নির্ভর করে আমরা দরিদ্রদের জন্য দয়ার্দ্র হয়ে উঠতে পারি এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়ার উপরে নির্ভর করে আমাদের জীবনকে আমরা অতিবাহিত করতে পারি।

গ. আরেকটি যুক্তি টানা হয়েছে তাদের মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য থেকে এবং তাদের এই ভাল কাজ শুরু করার জন্য আন্তরিকতা থেকে। আর এই কারণে তিনি তাদেরকে বলছেন:-

১. তারা যে বিষয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন তা কাজে লাগানো এবং তারা যা শুরু করেছে তা শেষ করা তাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়, পদ ১০, ১১। তাদের ভাল উদ্দেশ্য এবং ভাল

কাজ আর কী তাৎপর্য তুলে ধরে? ভাল উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভাল বিষয়, কারণ কুঁড়ির মত, যা প্রস্ফুটিত হয় নি এখনো, যা দেখা অত্যন্ত মনোহর একটি কাজ এবং যা ভাল ফলের জন্য আমাদেরকে আশা যোগায়। কিন্তু যখন তা হারিয়ে যায় তখন আর এর কোন মূল্য থাকে না। কোন পরিকল্পনা যদি কাজে লাগানো না যায় তাহলে তা আর কোন উপকারে আসে না। এই কারণে একটি ভাল সূচনার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এর কোন মূল্যই থাকবে না, যদি আমরা তা সংরক্ষণের জন্য যথাযথ কাজ না করি, আর আমাদেরকে অবশ্যই ফল লাভের জন্য নিঁখুতভাবে কাজ করে যেতে হবে। এই বিষয়ে করিন্থীয়রা তাদের প্রস্তুতি দেখিয়েছে এবং তারা যে যে কোন ভাল কাজ শুরু করতে চায় সে ব্যাপারে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এটি দেখে পৌল তাদেরকে সমস্ত কাজে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন তাদের সামর্থ অনুসারে।

২. এর কারণ হচ্ছে, ঈশ্বরের কাছে এমন প্রচেষ্টাই গ্রহণযোগ্য। তিনি ইচ্ছুক অন্তরকে গ্রহণ করে থাকেন (পদ ১২), যখন তা আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে প্রয়োগ করা হয়। আমরা যদি আমাদের সাধ্য অনুসারে কোন কাজ করার জন্য এগিয়ে যাই এবং তা চালিয়ে যেতে থাকি, তখন ঈশ্বর আমাদের এই প্রচেষ্টার অনুমোদন দেন এবং কিংবা আমাদের যে যোগ্যতা রয়েছে তাকে কার্যকর করে তোলেন, কিন্তু তিনি কখনোই আমাদেরকে তা থেকে বিচ্যুত করেন না যা আমরা ইতোমধ্যে সাধন করেছি কিংবা তিনি তা কখনোই প্রত্যাখ্যান করেন না, কিংবা এই কাজ করার যে শক্তি আমাদের মধ্যে রয়েছে সেটাও আমাদের মধ্য থেকে কেড়ে নেন না, বরং তা আরও বেশি সমৃদ্ধ করে তোলেন। আর এই বিষয়টি যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে সত্য, তেমনই দান দেওয়ার ক্ষেত্রেও সত্য। কিন্তু আমাদের এখানে এ কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, পুস্তকের এই অংশটি প্রকৃত অর্থে তাদের কথাই এখানে বিচার করছে, যারা উত্তম উদ্দেশ্য ধারণ করে এবং যারা অন্যদের জন্য মঙ্গল সাধন করতে সদা প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ যারা তাদের এ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রভুর সন্তানদের পরিচর্যা করতে চাইবে, প্রভু নিজেই তাদের হাত ধরে কাজ করবেন এবং প্রকৃত অর্থে তিনি নিজেই কাজ করবেন। অবশ্যই সেই কাজ প্রভুর কাছে গৃহীত হবে, যেখানে এ ধরনের একটি মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হবে। কিন্তু আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রভু যা চান সেটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত, কারণ প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে আমরা সমস্ত কাজ করে থাকি, আর তাই তিনি চাইলে স্বর্গীয় কর্তৃত্ব দ্বারা আমাদের কাজকে তিনি থামিয়ে দিতে পারেন এবং তা অন্য কাউকে দিয়ে তিনি করাতে চাইতে পারেন, যেভাবে তিনি রাজা দায়ূদকে প্রভুর গৃহ বা মন্দির নির্মাণ করতে দেন নি, ২ শমূয়েল অধ্যায় ৭।

ঘ. আরেকটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেই পার্থক্য নির্দেশের মধ্য দিয়ে, যা স্বর্গীয় কর্তৃত্ব এই পৃথিবীতে বিভিন্ন বিষয়ের বণ্টনের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন এবং সেই মানবীয় আচরণের পারস্পরিক সম্পর্কও এর সাথে যুক্ত, পদ ১৩-১৫। এই যুক্তি বিষয়বস্তু মূলত এমন:- স্বর্গীয় কর্তৃত্ব এই পৃথিবীতে কাউকে কাউকে একটু বেশি ভাল জিনিস দিয়ে থাকেন আর কাউকে কাউকে কম দিয়ে থাকেন, আর এই পরিকল্পনা অনুসারে যাদের বেশি পরিমাণে রয়েছে তারা তাদেরকে দান করবে যাদের কম রয়েছে বা যাদের অভাব আছে, আর তাই

দান করারও অনেক উপায় আছে। আর তাছাড়া মানবীয় আচরণের পরিবর্তনশীলতার কথা চিন্তা করলে বলা যায় যে, তাদের মধ্যে কতটা দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হবে, যার কারণে যাদের এখন অনেক কিছু রয়েছে তাদেরও নিশ্চয়ই এমন একটি সময় আসতে পারে যখন তারা নিজেরাও অভাবে মধ্যে পড়বে এবং তাদেরও দান গ্রহণের প্রয়োজন পড়বে, আর এই কথা চিন্তা করে তাদের উচিত অন্যদেরকে দান দিতে কুণ্ঠাবোধ না করা। এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন আমরা একে অপরের অভাব পারস্পরিকভাবে মিটিয়ে থাকি এবং আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা যেন সামর্থ্যহীনদেরকে দান করার মধ্য দিয়ে সমতা গড়ে তুলি। তিনি চান আমাদের মধ্যে যেন এই বিষয়ে সমতা গড়ে ওঠে, কিন্তু তিনি অবশ্যই আমাদেরকে একেবারে নিঁখুতভাবে বা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে আমাদেরকে একে অপরের সমান হতে বলেন নি, বরং তিনি বলেছেন যেন আমাদের মধ্যে কেউ অতিরিক্ত দরিদ্র না থাকে, আমাদের সকলেই যেন দারিদ্র সীমার উর্ধ্বে বসবাস করতে পারে। কেউ যেন দরিদ্র না থাকে, সেটাই তিনি আমাদের মধ্য দিয়ে সাধন করতে চান। তিনি কখনোই কারও সম্পদ ধ্বংস করে দিয়ে সমতা আনতে বলেন নি বা অন্যায় ও অসদুপায় অবলম্বন করেও আমাদেরকে দারিদ্র থেকে উঠে আসতে আদেশ দেন নি। আমাদেরকে দানের কাজে যেমন সমানভাবে সকলকে বণ্টনের বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়, তেমনিভাবে অবশ্যই আমাদেরকে এখানেও সমান বণ্টনের কথা চিন্তা করতে হবে, যেন কারও উপরে বেশি চাপ না পড়ে আবারও কারও উপরে কম চাপ না পড়ে, আবার এমনভাবে এই সমস্ত বিষয়ের বণ্টন করতে হবে যেন সকলেই স্বস্তি লাভ করে এবং কেউই চাপ অনুভব না করে, যা যে সমস্ত মৌলিক বিষয়ে অভাব রয়েছে সেই সমস্ত বিষয় যেন পূর্ণতা লাভ করতে পারে। আর এই বিষয়টি দেখানো হয়েছে প্রান্তরে মান্না সংগ্রহ করা ঘটনার মধ্য দিয়ে, যা ছিল (যেমনটা আমরা পা করেছি, যাত্রাপুস্তক অধ্যায় ১৬), এটি ছিল প্রত্যেক পরিবারের মৌলিক কর্তব্য এবং পরিবারের সকলের কর্তব্য, যাতে করে তারা সকলেই যা পারে সেই অনুসারে মান্না কুড়াতে পারে, যার যখন তা জড়ো করা হত তখন সেখান থেকে কিছু অংশ সঞ্চয় করে রাখা হত যেন প্রত্যেক পরিবারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ হয়। আর যখন পরিবারের কর্তা এই খাবার বণ্টন করে দিতেন, তখন তিরি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে খাবার বণ্টন করে দিতেন এবং যা সংগ্রহ করা হত তার সবই ব্যবহার করা হত। এই বন্টন প্রণালী নির্ধারিত হত পরিবারের সদস্যদের বয়স ও খাদ্য গ্রহণের সামর্থ অনুসারে। আর এইভাবে স্বর্গীয় কর্তৃত্বের কারণে যে বেশি কুড়াতো (তার যা প্রয়োজন তার থেকে বেশি পরিমাণে) তার কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না, আবার যে কম কুড়াতো, তারও কোন অভাব হত না। লক্ষ্য করুন, এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থা আসলে এমনই, যার কারণে তাদেরকে অবশ্যই একে অপরের উপরে নির্ভর করতে হয় এবং একে অপরকে সাহায্য করতে হয়। যারা এই পৃথিবীতে অনেক বেশি সঞ্চয় করবে, শেষ সময়ে তাদের সেই খাবার কিংবা সেই সম্পদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না; আর যারা এই পৃথিবীতে থেকে খুব অল্পই সঞ্চয় করবে, তারা অনুভব করবে না, কারণ ঈশ্বর নিজে তাদেরকে যুগিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই যাদের অনেক বেশি রয়েছে তাদের অন্যদেরকে কষ্টে পড়তে দেওয়া উচিত নয়, বরং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সব সময় দান করার জন্য প্রস্তুত থাকা ও ইচ্ছুক

থাকা।

২ করিন্থীয় ৮:১৬-২৪ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পৌল. করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কছে সেই সমস্ত ভাইদের বিষয়ে সুপারিশ করেছেন, যাদেরকে তিনি তাদের কাছে দান সংগ্রহের জন্য প্যাচ্ছিলেন। আর তিনি তাদের সাথে সুপারিশ পত্র বা প্রশংসা পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে করে তারা যদি এই ভাইদের বিষয়ে ভোজ খবর করে (পদ ২৩), যদি কেউ তাদের কথা চিন্তা করে উৎসুক হয় বা তাদের বিষয়ে জানার চেষ্টা করে, তাহলে যেন তারা জানতে পারে যে আসলেই তারা কতটা পবিত্র ও উত্তম ব্যক্তি এবং তাদেরকে কতটা দারুনভাবে বিশ্বাস করে তাদের উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়।

ক. তিনি তীতের জন্য সুপারিশ করেছেন।

১. করিন্থীয়দের প্রতি তীতের অত্যন্ত আন্তরিক চিন্তা ছিল এবং তিনি তাদের জন্য একান্তভাবে পরিচর্যা কাজ করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। তিনি যে কোনভাবে হোক তাদের মঙ্গল সাধনের লক্ষ্যে কাজ করতে উৎসাহী ছিলেন। পৌল তীতের বিষয়ে এই সকল কথা বলেছেন ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন সহকারে (পদ ১৬), এবং আমাদেরও এভাবে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, যদি ঈশ্বর আমাদের বা অন্য কারও মঙ্গল সাধন করার জন্য ইচ্ছুক হৃদয় দান করেন।

২. তীত এই পরিস্থিতিতে তাদের মাঝে পরিচর্যা কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একান্তভাবে আগ্রহী ছিলেন, পদ ১৭। অন্যদের ত্রাণ কাজের জন্য সাহায্য ও দান চাওয়ার কাজটি অনেকের চোখেই অগুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাহীন একটি কাজ। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরের চোখে একটি অত্যন্ত পবিত্র ও উত্তম দায়িত্ব এবং আমাদেরকে যখন এই ধরনের কাজে আহ্বান জানানো হয়, তখন কোনভাবেই আমাদের উচিত হবে না এতে কোন ধরনের লজ্জা না পাওয়া এবং যথা সম্ভব নিজেদেরকে এই কাজে পূর্ণ নিয়োগ দান করা।

খ. তিনি আরেক জন ভাইয়ের ব্যাপারে এই পত্রে সুপারিশ করেছেন, যাকে তিনি তীতের সঙ্গে পাঠাচ্ছিলেন। সাধারণত ধারণা করা হয়ে থাকে যে, এই ভাইটি হচ্ছেন লূক। তাঁকে এখানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:-

১. এমন একজন মানুষ যার প্রশংসা সুসমাচারের মধ্য দিয়ে সমস্ত মণ্ডলীতে ছড়িয়ে গিয়েছে, পদ ১৮। তার বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যা কাজের কথা ছিল সকলেরই জানা, এবং তিনি তাঁর সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রশংসার যোগ্য করে তুলেছেন।

২. তিনি ছিলেন মণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত একজন ব্যক্তি (পদ ১৯) এবং যিনি প্রেরিতদের সাথে তাঁদের পরিচর্যা কাজে যোগ দান করেছিলেন। এটি ঘটেছিল মূলত পৌলের নিজ

উদ্যোগে এবং অনুরোধে, যাতে করে কোন মানুষ তাঁর পরিচর্যা কাজের এবং দায়িত্বের বাহুল্যে তাঁকে কোনভাবে অভিযুক্ত করতে না পারে (পদ ২০)। এমনই সাবধান ছিলেন পৌল যে, তিনি সমস্ত কুটিল মানুষের চিন্তা ভাবনা থেকে তাকে সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন, যেন কেউ তাঁকে তাঁর কোন কাজের কারণে কোনভাবে কলঙ্কিত করার সুযোগ না পায়। তিনি তাঁকে অন্যদের ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট হতে দিতে চান নি কিংবা তাঁর প্রতি কেউ কোন অবিচার করুক সেটাও তিনি চান নি। তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দায়িত্ব হচ্ছে সততার সাথে সমস্ত কাজ করা এবং তা শুধুমাত্র প্রভুর দৃষ্টিতে নয়, বরং সেই সাথে মানুষের দৃষ্টিতে যা কিছু পবিত্র ও সৎ, সেটাই আমাদেরকে করতে হবে। অর্থাৎ আমাদেরকে আমাদের নিজেদের বিষয়ে সমস্ত সন্দেহ ও অভিযোগকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অবশ্যই নিজেদেরকে প্রজ্ঞার সাথে ও জ্ঞানবানের মত কাজ করতে হবে, যেন কোনভাবে আমরা অন্যায্য অভিযোগ বা ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হই। লক্ষ্য করুন, আমরা এক কণ্টকপূর্ণ পৃথিবীতে বসবাস করছি এবং আমাদের কোন কথা বা কাজের মধ্য দিয়ে অবশ্যই তাদেরকে কোনভাবে সুযোগ দেওয়া যাবে না, যারা আমাদেরকে কোনভাবে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করতে পারে কিংবা অভিযোগে বিদ্ধ করতে পারে। এটি মূলত অন্যদের অপরাধ, যদি তারা আমাদেরকে কোন ধরনের যথাযথ কারণ ছাড়াই অভিযুক্ত করে; আর এটি আমাদের প্রজ্ঞার পরিচয়, যদি আমরা তাদেরকে এই ধরনের অভিযোগ করার কোন ধরনের সুযোগ না দিই, যেখানে আসলে এ ধরনের কোন যুক্তিই তাদের নেই।

গ. তিনি আরও একজন ভাইয়ের বিষয়ে তাদের কাছে সুপারিশ করলেন, যিনি পূর্ববর্তী দু'জন ভাইয়ের সাথে এই কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। এই ব্যক্তিকে আপল্লো বলে চিহ্নিত করা হয়। তিনি যেই হোন না কেন, তিনি নিজেকে অনেক বিষয়ে যোগ্য ও আন্তরিক বলে প্রমাণ করেছেন; আর সেই কারণে পৌল তাঁকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য অত্যন্ত যোগ্য বলে চিহ্নিত করছেন। তাছাড়া, তাঁর এই কাজের জন্য দারুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল, কারণ করিন্থীয়দের কাছে তাঁর সুনাম ছিল এবং তিনি তাদের কাছে আস্থাভাজন ছিলেন (পদ ২২), আর এটি অবশ্যই পরিচর্যাকারীদের জন্য অত্যন্ত সুবর্ণ একটি সুযোগ যদি তারা আগে থেকেই কোন একটি জনপদে সুনামের অধিকারী হয়ে থাকে এবং তার ভাল কাজের জন্য স্বীকৃতি লাভ করে থাকেন।

ঘ. পৌল এই প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করেছেন তাদের সকলের কিছু উত্তম বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করে (পদ ২৩), যারা তাঁর সাথে সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন তাদের মঙ্গল সাধনের জন্য; তারা ছিলেন মণ্ডলীসমূহের বার্তাবাহক, যারা মণ্ডলীগুলোতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম প্রচার করেছিলেন ও তাঁর প্রশংসা করেছিলেন, যারা খ্রীষ্টের কার্যকারী হিসেবে তার গৌরব ও মহিমা করেছিলেন এবং খ্রীষ্টের জন্য বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য ও তার সেবা ও পরিচর্যা কাজ করার জন্য একান্তভাবে সম্মান লাভ করেছিলেন। যাই হোক, এই পুরো প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর আলোচনাটির উপরে তিনি তাদের আন্তরিকতা ও স্বতস্ফূর্ততার বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছেন এবং তিনি এর মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, তারা

আসলেই প্রভুর দূত হিসেবে কত না মহান দায়িত্ব পালন করেছেন, যাতে করে মণ্ডলীও ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে পারে তাদের পীড়িত ভাইদের প্রতি দান দেওয়ার মধ্য দিয়ে, আর এটাই ছিল সেই মহান উদ্দেশ্য, যার জন্য তিনি তাঁর ভাইদের জন্য গর্ব করেছিলেন, পদ ২৪ । লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রতি যারা ভাল কাজ করেন তাদের প্রতি যদি আমরা ভাল মত পোষণ করি, তাহলে অন্যরাও তাদের মত ভাল কাজ করতে উৎসাহী হবে।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৯

এই অধ্যায়টিতে প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দেরকে তাদের দান করার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য চাপ দিয়েছেন (পদ ১-৫), এবং তিনি তাদেরকে এই দান করার জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায়ের কথা বর্ণনা করেছেন, যাকে তিনি উল্লেখ করেছেন প্রচুররূপে, স্বতস্ফূর্তভাবে এবং অবারিতভাবে হিসেবে উল্লেখ করে; এবং তিনি এই কাজের জন্য তাদেরকে দারুনভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, পদ ৬-১৫ ।

২ করিন্থীয় ৯:১-৫ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দের কাছে দায়িত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কথা বলেছেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কথা বলেছেন; আর তিনি তাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দান করার কথা বললেও সাথে তিনি তাদেরকে এর জন্য চাপ দিচ্ছেন, এবং তিনি তাদেরকে দেখাচ্ছেন যে, আসলে তাঁর হৃদয় এই ব্যাপারে কতটা একাগ্রতাপূর্ণ।

ক. তিনি তাদেরকে এই কথা বলছেন যে, তাদেরকে তাদের দরিদ্র ভাইদের জন্য সাহায্য দান করার জন্য বার বার চাপ দেওয়া আদৌ নিষ্প্রয়োজন (পদ ১), কারণ তিনি এই ভেবে সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তিনি ইতোমধ্যে তাদেরকে দান করার ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলার জন্য অনেক কথা বলেছেন।

১. তিনি জানতেন যে, তারা প্রতিটি ভাল কাজেই অগ্রগামী এবং কীভাবে এক বছর আগেই এই ভাল কাজটি শুরু করেছে।

২. তিনি ম্যাসিডোনীয়দের কাছে তাদের বিষয়ে অনেক প্রশংসা করেছেন, আর তাই এতে করে তারা এই কাজে আরও বেশি উৎসাহিত হয়েছে। তিনি এ কথা জানতেন যে, তাদের শুরুটা যদি ভাল হয়, তাহলে তারা অবশ্যই ভালভাবে তা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আর তাই তিনি তাদেরকে তারা যা করেছে তার জন্য প্রশংসা করলেন এবং তিনি তাদের সামনে একটি দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরলেন যাকে ধরে তারা এগিয়ে যায় এবং তাদের দায়িত্ব পালনের পথে অটল থাকে।

খ. তিনি আপাতদৃষ্টিতে তীত এবং অন্যান্য ভাইদেরকে তাদের কাছে পাঠানোর জন্য তাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। তিনি চান নি যে, তারা এই কারণে তার উপরে মনোক্ষুন্ন হয় যে, কেন তিনি নিজে তাদের কাছে আসেন নি। আর তাই তিনি তাদেরকে তাঁর না আসার প্রকৃত কারণটি জানালেন।

১. তীত ও অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের আগমনের মধ্য দিয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হবে (পদ ৩) এবং তারা তখন আর পৌলের নির্দেশ নিয়ে কোন ধরনের দ্বিধার মধ্যে পড়বে না, যখন তিনি তাদের কাছে আসবেন। যখন আমরা অন্য কাউকে দিয়ে ভাল কোন কিছু করাতে চাইব, সে সময় আমাদেরকে অবশ্যই এমনভাবে এই কাজ করতে হবে যেন তা হয় বিবেচনা প্রসূত এবং স্নেহশীল, এবং যাতে করে তারা এর জন্য যথাযথ সময় পায়।

২. যাতে করে তিনি তাদের ব্যাপারে তার গর্বের জন্য লজ্জিত না হন, যদি তিনি নিজে এসে তাদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখেন, পদ ৩, ৪। তিনি এ কথা বুঝিয়েছিলেন যে, ম্যাসিডোনিয়া থেকে কেউ কেউ নিশ্চয়ই তাঁর সাথে আসতে চেয়েছিল; আর যদি এর মধ্যে তাদের দান সংগ্রহ করে রাখা না হয়, তাহলে তিনি এর ফলে সেই আগত অতিথিদের সামনে লজ্জিত ও বিব্রত হবেন, কারণ ইতোমধ্যে তিনি তাদেরকে নিয়ে যে গর্ব করেছেন তার আর কোন মূল্য থাকবে না। এই কারণে তিনি তাঁর নিজের এবং সেই সাথে করিন্থীয়দেরও সম্মান রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবশ্যই তাদের দায়িত্ব পদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সব সময় সচেষ্ট হওয়া উচিত, এবং আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভুর শিক্ষাকে লালন ও প্রতিপালন করার জন্য আরও বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত।

২ করিন্থীয় ৯:৬-১৫ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. দান দেওয়ার সঠিক এবং ন্যায় সঙ্গত উপায়ের বিষয়ে কিছু উপযুক্ত দিক নির্দেশনা; আর এটি আমাদের জন্য অবশ্যই একটি ভাল চিন্তার বিষয় যে, আমাদের যা কিছু করা প্রয়োজন আমরা শুধু সেটাই করি না, বরং সেই সাথে যা আদেশ দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারেই আমরা করি। এখন, করিন্থীয়দেরকে পৌল যেভাবে দান করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই:-

১. এই দান করতে হবে প্রচুররূপে, যেন তা উপচে পড়ে, এ কথাই বোঝানো হয়েছে, পদ ৫, যাতে করে তারা স্বতস্ফূর্তভাবে দান করে, তার পরিমাণ যেন বহুল হয়, কৃচ্ছতা সাধন করে যেটুকু সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে সেটুকু শুধু নয়। আর তিনি তাদেরকে এই বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে বিবেচনা করতে বলছেন যে, যে ব্যক্তি উত্তম ফসল পাওয়ার আশা করে, তার নিশ্চয়ই সামান্য পরিমাণ বীজ ছড়ালে হবে না বা সমস্ত বীজ না ছড়িয়ে কিছু বাঁচিয়ে রাখলে চলবে না, কারণ যে যেমন বুনবে সে তেমন কাটবে, পদ ৬।

২. নিশ্চয়ই তাদের দান করার নীতিটি এমন হওয়া উচি, প্রত্যেক মানুষ তার নিজ নিজ অন্তরের উদ্দেশ্য অনুসারে দান করুক, পদ ৭। দানের কাজ অন্যান্য যে কোন কাজের মত চিন্তা করে এবং পরিকল্পনা করে তবেই করা উচিত, অন্য দিকে অনেকেই আকস্মিকভাবে কোন একটি ভাল কাজ করে ফেলে, সেখানে কোন পরিকল্পনা থাকে না। তারা মনে করে

যে, যত দ্রুত সম্ভব তাদের এই কাজ সেরে ফেলা উচিত, এবং এ নিয়ে আর ভাবনা চিন্তা করা না উচিত, তা না হলে এই যে টাকা তারা দান করে দিয়েছে তার জন্য পরবর্তীতে তাদেরকে দুঃখ করতে হবে। কিংবা খুব সম্ভব তারা যদি আগেই এ বিষয়ে আরও বেশি চিন্তা করতো, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আরও বেশি দান করতো ফলশ্রুতিতে তাদের পুরস্কারও আরও বহু গুণ বেড়ে যেত। এই কারণে এ ধরনের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে যদি আমরা নিজেদের জন্য যেভাবে চিন্তা করি সেভাবে যাদের জন্য দান করছি তাদের জন্যও চিন্তা করি তাহলে আমরা তাদেরকে আরও ভালভাবে সাহায্য করতে পারবো এবং তা আমাদের জন্য এই অর্থে আরও বেশি সহায়ক হবে যে, আমরা বুঝতে পারবো কোন দিক থেকে আমাদের এই দান আরও বেশি কার্যকর হবে।

৩. আমরা যা কিছুই দিই না কেন তা আমাদের অবশ্যই আরও বেশি অবারিতভাবে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে দান করা উচিত, সেটা বেশি হোক আর কম হোক: মনে ক্ষোভ রেখে নয়, প্রয়োজনের খাতিরে নয়, বরং সবকটুকু আন্তরিকতা দিয়ে এবং আনন্দের সাথে, পদ ৭। লোকেরা অনেক সময় শুধুমাত্র তাদের বর্তমান চাহিদা মেটানোর জন্য কিছু দান করে, যারা তদাদের কাছে দান চেয়ে থাকে, এবং যা তারা দেয় তা আসলে তাদের নিজেদের কাছ থেকে খানিকটা মনের বিরুদ্ধে এবং জোর করেই দেয়, কারণ তারা ভেতরে ভেতরে তা দিতে চায় না, আর তাদের এই অনিচ্ছাই দানের সমস্ত উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে দেয়। আমাদের কাছে যারা দান চাইবে তারা যেটুকু চাইবে আমাদের উচিত হবে আন্তরিকভাবে তার চাইতে আরও বেশি দান করা এবং মুক্ত হস্তে দান করা। যারা ক্ষুধার্ত তাদেরকে শুধু আমাদের পকেট থেকে রুটি বের করে দিলে চলবে না, বরং সেই সাথে আমাদের অন্তরও তাদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে, পদ যিশাইয় ৬৩:১০। আমাদের অবশ্যই স্বাধীনভাবে দান করতে হবে এবং মুক্ত হস্তে দান করতে হবে, এবং আনন্দের সাথে দান করতে হবে, আমাদের অন্তরে বজায় রাখতে হবে এক আন্তরিক মনোভাব, কারণ আমরা এই দান করার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমরা এর জন্য গর্বিত।

খ. এই দানের কাজ যেভাবে পরিচালনা করতে হবে সে বিষয়ে পৌল তাদেরকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করলেন। এখানে আমরা দেখি প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দেরকে বলছেন:-

১. তারা দান দেওয়ার মধ্য দিয়ে যা দিচ্ছে তার কারণে তারা কখনোই কিছু হারাবে না। অনেকেই হয়তো ইতোমধ্যে এ কথা চিন্তা করে যে, তারা যা দান করে দিচ্ছে তার কারণে তাদের মনে গোপনে এই দান কাযের জন্য বিরোধিতা বা বিঘ্ন তৈরি হচ্ছে। কিন্তু তাদের এই কথা চিন্তা করা ও বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, একজন দরিদ্র ব্যক্তিতে ন্যায্যভাবে যা দান করা হয়, তা কখনোই হারিয়ে যায় না। জমিতে যখন একটি সজীব বীজ বপন করা হয়, তা কখনো হারিয়ে যায় না, বরং তা কিছু সময়ের জন্য মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তা অবশ্যই মাটি ভেদ করে উপরে উঠবে এবং ফল বহন করবে; বীজ বপনকারী তখন যে পরিমাণ বপন করেছিল তার শতগুণ ফল লাভ করবে, পদ ৬। এ ধরনের ভালো প্রতিফল তারাই আশা করতে পারে, যারা মুক্তভাবে এবং আন্তরিকভাবে দান করে থাকে। কারণ:-

(১) ঈশ্বর একজন আন্তরিক দাতা পছন্দ করেন (পদ ৭), এবং যারা এই স্বর্গীয় ভালবাসার অধীনে থাকেন তারা কেন এর দান পাওয়ার জন্য আশা করবেন না? একজন মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে কি কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে? এ ধরনের মানুষ কি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভবান হয় না? শুধু তাই নয়, তারা কি অন্য সকলের চেয়ে ঈশ্বরের স্নেহ ও ভালবাসা আরও বেশি পরিমাণে পায় না, যা এই পৃথিবীয় জীবনের চেয়েও আরও বেশি মূল্যবান?

(২) ঈশ্বর আমাদের দানের কাজকে আমাদের জন্য সুফলজনক করে তোলেন, পদ ৮। ঈশ্বরের মঙ্গলময়তাকে অবিশ্বাস করার কোন যুক্তি আমাদের নেই, এবং নিশ্চিতভাবে আমাদের তাঁর ক্ষমতার প্রতি প্রশ্ন তোলার কোন কারণ নেই। তিনি আমাদের প্রতি তাঁর সমস্ত অনুগ্রহ দান করতে সক্ষম এবং আমাদেরকে তাতে পূর্ণ করতে সক্ষম। তিনি আমাদেরকে দারুনভাবে ও ব্যাপকভাবে আত্মিক ও পৃথিবীয় সম্পদে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারেন। তিনি আমাদেরকে সমস্ত কিছুতে প্রাচুর্য দান করতে পারেন, যাতে করে আমরা তাতে সন্তুষ্ট হই এবং আমাদের যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। আমাদের উচিত যেন আমরা আমাদের যা ঈশ্বর দিয়েছেন তাকে আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করি এবং তা থেকে আরও বেশি করে দান করার চেষ্টা করি, ঠিক যেমনটা পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে (গীতসংহিতা ১১২:৯) দানশীল ব্যক্তি সম্পর্কে, সে বিদেশে গেল। সে তার সমস্ত সম্পদ গরীব দুঃখীদের দান করে গেল। তার ধার্মিকতা, অর্থাৎ তার এই দানশীলতা, সারা জীবনের জন্য টিকে থাকলো। এর সম্মান চিরস্থায়ী এবং এর পুরস্কার অনন্তকাল স্থায়ী। সেই দানশীল ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকে এবং সে অন্যকেও বেঁচে থাকার উপায় যুগিয়ে দেয়।

(৩) প্রেরিত পৌল এখানে তাদের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে একটি প্রার্থনা রেখেছেন যেন তারা সকলে লাভবান হয় এবং ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, পদ ১০, ১১। এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] কার কাছে এই প্রার্থনা রাখা হয়েছে: ঈশ্বরের কাছে, যিনি বীজ বপনকারীদের কাছে বীজ দান করেছেন, যারা তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে থেকে তাঁর ফলকে এই পৃথিবীতে এতটা বৃদ্ধি দান করেছে যে, আমাদের যে শুধু এক বছরের জন্য যথেষ্ট ফসল হয়েছে তা নয়, বরং সেই সাথে ভবিষ্যতের জন্যও যথেষ্ট ফসল রয়েছে এবং বীজও রয়েছে যাতে করে আবারও বপন করা যায়। এই কারণে ঈশ্বর আমাদেরকে শুধু আমাদের জন্য যা প্রয়োজন তা দেন না বরং আমরা যেন অন্যদেরও অভাব মেটানোর জন্য দান করতে পারি সে অনুসারে তিনি আমাদেরকে দান করেন। আমাদেরও উচিত সেভাবেই বপন করা, যেন তা আরও বেশি বৃদ্ধি পায় ও শতগুণ ফল দেয়।

[২] কী কারণে তিনি প্রার্থনা করেছেন: তিনি তাদের জন্য একাধিক জিনিস যাচঞা করেছেন, বস্তুত যাতে করে তারা তাদের খাবারের জন্য উপচয় পায়, সব সময় যেন তাদের খাবারের পর্যাপ্ততা থাকে এবং ঈশ্বর যেন তাদের বপন করা বীজের ফসল বহু গুণ বাড়িয়ে দেন, যেন তারা তা দিয়ে আরও ভাল কিছু করতে পারে। কিন্তু তাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যেন তারা তাদের ধার্মিকতার ফল আরও বৃদ্ধি করতে পারে, যেন তারা আরও বেশি করে ফসল

উৎপন্ন করতে পারে এবং তাদের দয়ার কাজের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে খাঁটি দান ফিরিয়ে দিতে পারে, যাতে করে আমাদের সকল দানের মাঝে তা আরও বেশি করে উপযোগিতা পেতে পারে, আর তাতে যেন সকলে উপকৃত হয় (পদ ১১), যাতে করে এই পুরো বিষয়টির উপরে তারা এই সত্য খুঁজে পায় যে, তারা কোনভাবেই এর থেকে পরাজিত বা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না, বরং তারা লাভবানই হচ্ছে। লক্ষ্য করুন, দানের কাজ আমাদেরকে এমনভাবে পরিবর্তিত করে যে, আমরা সত্যিকার অর্থে নিজেদেরকে সম্পদশালী করতে শিখি এবং তা আমাদের প্রকৃত ধনে ধনী করে তোলে।

২. তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও তাদের দানের কাজের মধ্য দিয়ে দরিদ্র ও হতভাগ্য সাধু ব্যক্তিরা ও পবিত্র ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিরা উপকৃত হবে, তারা লাভবান হবে; কারণ তারা এই সেবার কাজের মধ্য দিয়ে তাদের যে অভাব রয়েছে তা পেয়ে যাবে, পদ ১২। যদি আমরা এমন কথা চিন্তা করি যে, তারা আসলে সাধু ব্যক্তি, পবিত্র ব্যক্তি, যাদেরকে আমরা বিশ্বাসের শক্তিশালী দুর্গ বলে মনে করি, যাদের চাওয়া ও যাদের অভাব আমাদের পীড়ন দেয়, তাদের মঙ্গল সাধন করার জন্য আমাদের কত না উদগ্রীব থাকা উচিত! আমাদের মঙ্গলময়তা ঈশ্বরের কাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না, কিন্তু আমাদের উচিত মুক্তভাবে ও খোলা মন নিয়ে তাদের মঙ্গল সাধন করা, যারা এই পৃথিবীতে অসাধারণ জীবন যাপন করা, আর এভাবেই আমরা দেখাতে পারি যে, আমরা তাদের মধ্য দিয়ে আনন্দিত ও আমাদের আত্মা উল্লসিত।

৩. এতে করে আমরা ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করবো। এই কাজের উপর ভিত্তি করে বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অর্পণ করা হয়েছে এই প্রেরিতের মধ্য দিয়ে, যিনি এই পরিচর্যা কাজে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, পদ ১১। এই সকল গৌরব ও মহিমা ঈশ্বরের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনে, যিনি তার লোকদেরকে তাদের কাজে উত্তম কার্য সাধক হওয়ার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ দান করেছেন এবং তাদেরকে সেই কাজে ব্যাপক সফলতা দান করেছেন। এর পাশাপাশি অন্যরাও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে; দরিদ্ররা, যারা তাদের অভাবের সময় দান ও সাহায্য লাভ করেছে, তারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা জানাতে কখনোই ভুল করবে না। তারা হৃষ্টচিত্তে ঈশ্বরকে তাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে এবং ঈশ্বরের তাদেরকে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ দান করবেন। যারা যারা চাইবে যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার এই দানের কাজের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হোক, সেটি হবে সুসমাচারের প্রতি তাদের বাধ্যতার নমুনা এবং সকল মানুষের প্রতি তাদের ভালবাসার নির্দশন, পদ ১৩। লক্ষ্য করুন:-

(১) সত্যিকার খ্রীষ্টানিটি হচ্ছে সুসমাচারের প্রতি বাধ্যতা, আমাদের নিজেদেরকে এর সত্য ও এর বিধান অনুসারে পরিচালিত করার একটি তাগিদ।

(২) আমাদেরকে অবশ্যই সুসমাচারের বাক্যের প্রতি আমাদের অধীনস্থতা ও বাধ্যতার বিষয়টি আমাদের দানের কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হবে।

(৩) এটি হওয়া প্রয়োজন আমাদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা ও

গৌরবের কারণে।

৪. যাদের অভাব পূরণ করা হয়ে থাকে তাদের উচিত এর প্রতিদান দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করা, আর সেটি তারা করতে পারে ঈশ্বরের কাছে সেই ব্যক্তির জন্য যত বেশি পারা যায় প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে, যে ব্যক্তি তাদেরকে এই দান দিয়েছিল এবং তাদেরকে অভাব থেকে মুক্তি দিয়েছিল, পদ ১৪। আর এভাবেই আমাদের উচিত সেই দয়ার দান ফিরিয়ে দেওয়া যা আমরা গ্রহণ করে থাকি যখন আমরা তা অন্য কোনভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার মত অবস্থানে থাকি না বা আমাদের সেই যোগ্যতা থাকে না; আর যেহেতু এটাই একমাত্র প্রতিদান যা দরিদ্ররা দিতে পারে, সে কারণে তা ধনীদের জন্য অনেক সময়ই সুবর্ণ সুযোগ বয়ে নিয়ে আসে ধার্মিকতা অর্জনের জন্য।

সবশেষে, প্রেরিত পৌল এই পুরো প্রসঙ্গটি তাঁর এই মতবাদ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে শেষ করেছেন, ঈশ্বরের অব্যক্ত দানের জন্য তাঁর ধন্যবাদ দিই, পদ ১৫। অনেকে মনে করে থাকেন যে, এই অব্যক্ত দান বলতে বোঝানো হয়েছে এমন অনুগ্রহের দান, যা মণ্ডলীর উপরে আরোপিত হয়েছিল, যার কারণে তারা ঈশ্বরভক্ত পবিত্র ব্যক্তিদের প্রয়োজনগুলোর যোগান দিতে ইচ্ছুক হয়েছিল এবং সমর্থ হয়েছিল, যার ফলে এই দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিল। আবার এও অর্থ করা যেতে পারে যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের কথা বলেছেন, যিনি নিজেই এক অবিস্মরণীয় দান আমাদের জন্য এবং এই পৃথিবীর জন্য, তিনি এমন এক উপহার যার জন্য আমাদের সকলের অবশ্যই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১০

করিন্থের মত আর অন্য কোন স্থানে প্রেরিত পৌল ভণ্ড শিক্ষকদের কাছ থেকে এত বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হন নি। সেখান তাঁর বহু শত্রু ছিল। খ্রীষ্টের কোন পরিচর্যাকারীরই অবাক বা বিস্মিত হওয়ার উচিত হবে না, যদি তারা কোন সমস্যা ও বিরোধিতার মুখে পড়েন, তা হতে পারে শত্রুদের কাছ থেকে এবং ভণ্ড খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে; কারণ পৌলের জীবনে ঠিক সেটাই ঘটেছিল। যদিও তিনি তাঁর সমস্ত কর্মজীবন জুড়ে নির্দোষ ছিলেন ও সমস্ত অভিযোগের উর্ধ্বে ছিলেন, সকলের প্রতি সুফলদায়ী এবং উপকারী ছিলেন, তথাপি সেখানে এমন অনেকে ছিল যারা তাঁর বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে তুলতে চাইতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতো। তারা চেয়েছিল তাঁর সম্মান ও তাঁর প্রভাব ক্ষুণ্ন করতে, যেন তিনি মানুষের মধ্যে আর গ্রহণযোগ্যতা না পান। এই কারণে তিনি তাদের এই সকল মিথ্যা অভিযোগ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আনার জন্য তা খণ্ডন করেছেন এবং করিন্থীয়দের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে যে সকল অসঙ্গত কথা বলা হয়েছিল সেগুলোর বিপক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। এই অধ্যায়ে পৌল এক নম্র ও মৃদুভাষী মনোভাব নিয়ে তাঁর কথার শক্তি প্রকাশ করেছেন এবং তা দিয়েই তাঁর বিরোধীদের শাস্তি দিয়েছেন, পদ ১-৬। এরপর তিনি করিন্থীয়দের কাছে পুরো বিষয়টি যুক্তি সহকারে উত্থাপন করেছেন, খ্রীষ্টের সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং খ্রীষ্টের একজন প্রেরিত হিসেবে তাঁর অধিকারের কথা ব্যক্ত করেছেন (পদ ৭-১১), আর তিনি নিজের পক্ষে রায় দিতে অস্বীকার করেছেন বা ভণ্ড শিক্ষকরা যেভাবে নিজেদেরকে বড় করে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন কথা বলতো সেভাবে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, কিন্তু আরও উত্তম এক নীতি উন্মোচন করে তিনি নিজেকে তাদের কাছে আরও যোগ্যতররূপে উপস্থাপন করেছেন, পদ ১২-১৮।

২ করিন্থীয় ১০:১-৬ পদ

এখানে লক্ষ্য করতে পারি:-

ক. পৌল যেভাবে অত্যন্ত ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে নিজেকে করিন্থীয়দের কাছে উপস্থাপন করেছেন এবং যেভাবে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন যেন তাঁর আচরণে কেউ কষ্ট না পায়।

১. তিনি তাদেরকে অত্যন্ত মৃদু ও নম্র ভাষায় সম্বোধন করেছেন: আমি পৌল নিজে তোমাদেরকে বিনতি করছি, পদ ১। আমরা দেখি যে, এই পত্রের শুরুতে পৌল তাঁর নিজের সাথে তীমথিকে যুক্ত করেছেন। কিন্তু এখন তিনি কেবল তাঁর নিজের কথা বলছেন,

যাঁর বিরুদ্ধেই মূলত ভণ্ড শিক্ষকরা তাদের অভিযোগের তীর ছুড়েছিল। তথাপি তাঁর এই মহা অপমান ও নিন্দার মাঝেও তিনি দেখিয়েছেন নম্রতা এবং মৃদুতা, কারণ তিনি খ্রীষ্টের নম্রতা ও ভদ্রতাবোধের নীতি অনুসরণ করছিলেন এবং তিনি করিন্থীয়দের মাঝে এর মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, যখন আমরা নিজেদেরকে অন্য কারও প্রতি রূঢ় আচরণ করতে কিংবা খারাপ ব্যবহার করতে প্রলোভিত হতে দেখি কিংবা আমাদের ভেতরে এর জন্য অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি হয়, সে সময় আমাদের উচিত খ্রীষ্টের নম্রতা ও সৌজন্যতার কথা স্মরণ করা, যা তাঁর ভেতরে দেখা দিয়েছিল তাঁর মাংসে মূর্তিমান থাকাকালীন দিনগুলোতে, প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর দায়িত্ব পালন ও তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে, এবং তিনি দরিদ্রদের ও হতভাগ্য মানুষদের জন্য যা কিছু করেছেন তার মধ্য দিয়ে। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কেও কত না নম্রতার সাথে কথা বলেছেন, যেন তাদের মধ্যে কত না তুচ্ছ ও নগণ্য মানুষ হিসেবে তিনি উপস্থিত হয়েছেন! এই কারণে তার শত্রুরা তাঁর ব্যাপারে ক্রোধযুক্ত হয়ে কথা বলেছিল এবং তিনি সে ব্যাপারে জানতেন; অপর দিকে অন্যরা নিচু চিন্তা করেছিল এবং তাকে কটাক্ষ করে কথা বলেছিল, তিনি তাঁর নিজেকে আরও বেশি নত করেছিলেন এবং আরও বেশি নম্র সুরে কথা বলেছিলেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের অবশ্যই আমাদের নিজেদের অক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা উচিত, এবং আমাদের নিজেদেরকে সম্পর্কে নম্রতার সাথে চিন্তা করা উচিত, এমন কি মানুষ যখন আমাদেরকে এর জন্য তিরস্কার করে তখনও।

২. তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন যেন তাঁর কোন কথাতে তাঁর পাঠকদের মধ্যে কেউ কষ্ট না পায়, পদ ২। তিনি চেয়েছেন যে তিনি কোনভাবে তাদের উপরে রূষ্ট না হয়ে ওঠেন কিংবা তাঁর কর্তৃত্বের কারণে তাদেরকে কোনভাবে চাপ সৃষ্টি করেন। অথবা যারা তাঁর প্রতি অন্যায় অভিযোগ এনেছিল তিনি তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করারও ইচ্ছা পোষণ করেন নি, অর্থাৎ তিনি তাঁর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, এমন কি পরিচর্যাকারী হিসেবে তাঁর যে দায়িত্ব তাতেও তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন, তিনি কোন পৃথিবীয় নিয়ম নীতি বা মতাদর্শ অনুযায়ী চলেন নি। এই কাজকে প্রেরিত পৌল সব সময়ই ঘৃণা করেছেন এবং তা পবিত্র আত্মা ও সুসমাচারের পরিকল্পনার পরিপন্থী, এবং তা পৌলের মূল লক্ষ্য ও পরিকল্পনার একেবারেই বিপরীত। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

খ. তিনি তাঁর প্রচার করার ক্ষমতা এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি দানের ক্ষমতার বিষয়ে কথা বললেন।

১. পৌলের প্রচার করার ক্ষমতা, পদ ৩, ৫। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যার জন্য কাজ করা যুদ্ধের সামিল, কিন্তু সরাসরি মানুষের সাথে মানুষের যুদ্ধ নয় নিশ্চয়ই, কারণ এই যুদ্ধ আত্মিক যুদ্ধ, আত্মিকতার উদ্দেশ্য পূর্ণ। আর যদিও পরিচর্যাকারীরা মাংসিক দেহ অনুসারে চলেন, কিংবা দেহে বাস করেন, এবং জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে অন্যান্য মানুষের মতই আচরণ করেন, তথাপি তাদের কাজে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদেরকে অবশ্যই মাংসিক দেহ নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় এবং এর পরও তাদের

কর্তব্য এর মধ্য দিয়ে মাংসিক দেহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই কাজ না করা। তাদেরকে অবশ্যই তাদের সকল কামনা ও অভিলাষকে ক্রুশবিদ্ধ করতে হবে, জলাঞ্জলি দিতে হবে, যাতে করে তাদের আত্মা বিনষ্ট না হয় এবং তা সুরক্ষার অধীনে থাকে।

(২) সুসমাচারের শিক্ষা এবং মণ্ডলীর শৃঙ্খলাই তাদের যুদ্ধের হাতিয়ার; আর এই হাতিয়ার মোটেও পৃথিবীয় নয়, বাহ্যিক কোন শক্তি। এ কারণে সুসমাচার প্রচারের প্রক্রিয়া এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে না, বরং দৃঢ় প্রত্যয়ই এখানে মুখ্য, যা জ্ঞানের নম্রতায় ও সত্যের শক্তিতে সাধিত হয়ে থাকে। নির্যাতনের সময় বিবেকের তাড়নার বিষয়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে: বিবেক একমাত্র ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ; আর লোকেরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রতি ও তাদের দায়িত্বের প্রতি একাগ্র হবে, কিন্তু তারা অবশ্যই বাহুশক্তি দিয়ে সব কিছু করার চেষ্টা করবে না। তাই আমাদের যুদ্ধের হাতিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী, কিংবা বলা যায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। সত্যের প্রমাণ ও সাক্ষ্য অত্যন্ত বিশ্বসনীয় এবং সঙ্গতিপূর্ণ। এটি অবশ্যই ঈশ্বরের মাধ্যমে হয়ে থাকে, কিংবা তারই কারণে হয়ে থাকে, কারণ এগুলো তাঁরই প্রতিষ্ঠার নিদর্শন এবং এগুলো তাঁরই আশীর্বাদপুষ্ট, যা তাঁর বিজয়ী সুসমাচারের সামনে সকল বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

[১] মানুষের অন্তরে পাপ ও শয়তানের ক্ষমতা সুসমাচারের বিরুদ্ধে কী ধরনের বিরোধিতা তৈরি করে: অজ্ঞতা, গর্ব, অভিলাষ– এগুলোই মানুষের অন্তরে শয়তানের দৃঢ় দুর্গ। অসার কল্পনা, পৃথিবীয় যুক্তি এবং স্বার্থপরতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিংবা নিজের ব্যাপারে অতিরিক্ত গর্ব, তথা ঈশ্বরের জ্ঞানের উপরে নিজের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী, এর সবই শয়তানের কাজ, যা মানুষের মাঝে করার মধ্য দিয়ে শয়তান মানুষকে সুসামাচারের প্রতি বিশ্বাস ও বাধ্যতা থেকে দূরে রাখে এবং মানুষের হৃদয়ের উপর তার দখল নিরাপদে রাখে, আর সেই হৃদয়কে সে তার নিজের বাসগৃহ বানিয়ে ফেলে।

[২] কিন্তু লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের বাক্য শেষ পর্যন্ত কীভাবে বিজয়ী হয়: শয়তানের এই দুর্গ শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট করা হয়, ধ্বংস করে ফেলে ধূলিসাৎ করা হয়, আর তা করা হয় সুসমাচারের মাধ্যমে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও ক্ষমতার মধ্য দিয়ে, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের প্রধান চালিকাশক্তি। লক্ষ্য করুন, আত্মা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই আত্মায় যে শয়তান বাস করতো তাকে পরাজিত ও ধ্বংস করে ফেলা হয়।

২. অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য পৌলের ক্ষমতা (আর তা ছিল অতি অসাধারণ এক উপায়ে) এখানে বর্ণিত হয়েছে, পদ ৬। প্রেরিত পৌল ছিলেন খ্রীষ্টের রাজ্যের একজন প্রধান মন্ত্রী, এবং তার সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি, আর তিনি তৈরি ছিলেন (অর্থাৎ তার হাতে সেই কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা ছিল) সকল অবাধ্যতার জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার, কিংবা দোষীদেরকে সবচেয়ে অসাধারণ উপায়ে এবং দৃষ্টান্তজনক উপায়ে শাস্তি দেওয়া। প্রেরিত পৌল তাঁর নিজের ব্যক্তিগত প্রতিশোধের কথা এখানে বলেন নি, বরং সুসমাচারের প্রতি অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেওয়ার কথা বলেছেন এবং মণ্ডলীর শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে মণ্ডলীর সদস্যদের মনকে বিষিয়ে তোলার জন্য শাস্তি দেওয়ার কথা বলেছেন। লক্ষ্য করুন, যদিও প্রেরিত পৌল নম্রতা ও ভদ্রতা দেখিয়েছেন, তথাপি তিনি তাঁর কর্তৃত্বের অবমাননা করেন

নি; আর এ কারণেই তিনি এ কথা প্রকাশ করেছেন যে, যখন তিনি অনেককে তাদের বাধ্যতার জন্য প্রশংসিত করবেন সে সময় অন্য অনেককেই তিনি অন্যায়ের জন্য অভিযুক্ত করবেন এবং তারা মারাত্মক শাস্তির অধীনে পতিত হবে।

২ করিন্থীয় ১০:৭-১১ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দের সাথে এই প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর যুক্তি ও আলোচনা চালিয়ে গেছেন যে, কীভাবে তাঁর বিরোধিতাকারীরা তাঁকে অবজ্ঞা করেছে, তাঁর বিচার করেছে এবং তাঁর বিপক্ষে কঠিনভাবে কথা বলেছে: "তোমরা কি," তিনি বলছেন, "বাহ্যিক চেহারা ভিত্তিকে সব কিছু বিচার কর? পদ ৭। এটাই কি আসলে কোন বস্তু বা কোন মানুষকে বিচার করার সঠিক পদ্ধতি এবং আমার ও আমাদের বিরোধিতাকারীদের মাঝে বিচার করার পদ্ধতি?" বাহ্যিক চেহারার কথা বিচার করলে পৌল ছিলেন অত্যন্ত হীন ও নগণ্য, কারণ তিনি দেখতে তেমন সুদর্শন ছিলেন না এবং অন্যদের তুলনায় তাঁর দৈহিক আকৃতিও ছিল ছোট। যদি এ নিয়ে কারও সাথে প্রতিযোগিতা হত তাহলে তিনি তাতে কখনোই বিজয়ী হতে পারতেন না: কিন্তু এটি ছিল বিচার করার জন্য একটি ভুল পন্থা। সম্ভবত করিন্থীয়দের মধ্যে অনেকে তাদের বাহ্যিক চেহারা নিয়ে অনেক গর্ব করতো এবং তারা নিজেদেরকে আরও বেশি করে সুদর্শন হিসেবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চালাতো। কিন্তু এই ধরনের প্রদর্শনী আসলে অসার, কারণ এখানে মানুষের অন্তরে কী আছে তা কেউ দেখতে পায় না। একজন মানুষ হতে পারে বিদ্বান, যে কখনো খ্রীষ্টকে জানে নি, এবং তাকে দেখে ধার্মিক বলে মনে হতে পারে, যার অন্তরে আসলে নীতি বলতে কিছু নেই। কাজেই চেহারা দেখে কখনোই কারও সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন উক্তি করা সম্ভব নয়। তবে প্রেরিত পৌল এখানে তাঁর সম্পর্কে দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন:-

ক. খ্রীষ্টের সাথে তাঁর সম্পর্ক: যদি কোন মানুষ তার নিজের প্রতি এই বিশ্বাস রাখে যে সে খ্রীষ্টের, তাহলে আমরাও খ্রীষ্টের, পদ ৭। আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, পৌলের বিরোধীরা খ্রীষ্টের সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে গর্ব করেছিল যে, খ্রীষ্টের সাথে তাঁর পরিচর্যাকারী ও দাসদের যেমন সম্পর্ক, তাদের সাথেও এদের ঠিক তেমন সম্পর্ক। এখন পৌল করিন্থীয়দেরকে এই কথা বলছেন যে: "ধরে নাও যে, ব্যাপারটা আসলে তা-ই, এবং এটাই আসলে সত্য যা তারা বলছে (এবং আমাদের উচিত এ বিষয়ে স্বচ্ছ বিচার করার জন্য তা লক্ষ্য করা, আমাদেরকে অবশ্যই সমস্ত কথা যুক্তি সহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং তা অসম্ভব বলে ধরে নিলে হবে না, কিন্তু তারা যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের বলে মনে করে আমরা তাদের থেকে আলাদা কিছু নই এ দিক থেকে, কারণ আমরাও খ্রীষ্টের) সে বিষয়ে তাদেরকে বলতে দেওয়া হোক," পৌল নিশ্চয়ই এ কথা বলতেন, "তারা যা নিয়ে গর্ব করছে করুক, কিন্তু এতে করে তারা এই সত্যকে কখনোই মুছে ফেলতে পারবে না যে, আমরাও প্রকৃত অর্থে খ্রীষ্টের।" লক্ষ্য করুন:-

১. আমাদের কখনোই অন্যদের প্রতি এত বেশি উদার হওয়া উচিত হবে না যে, তারা

আমাদের সাথে খ্রীষ্টের সম্পর্কে অস্বীকার করতে চাইলেও আমরা তা মেনে নেব, কিংবা খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সম্পর্কে অস্বীকার করে নেব। আমাদের উচিত হবে খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সম্পর্কে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করা।

২. যারা খ্রীষ্টের নিজের, তাদের জন্য তাঁর কাছে অনেক জায়গা আছে; আর যারা একে অপরের থেকে একেবারেই আলাদা ধরনের তারাও খ্রীষ্টের সকলে স্থান লাভ করতে পারে। খ্রীষ্টের কাছে এক হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা দূর হয়ে যেতে পারে এবং এতে করে আমাদের মধ্যে তৈরি হবে সম্প্রীতি। আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, যদিও আমরা খ্রীষ্টতে এক হয়েছি, তথাপি আমাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকতে পারে এবং তা থাকবে, কারণ সেটাই স্বাভাবিক, আর সেই কারণে আমাদেরকে আচরণ করতে হবে এমনভাবে যাতে করে ব্যক্তি স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য যেমনই হোক না কেন, আমরা সকলে যে খ্রীষ্টকে এক স্বভাব বিশিষ্ট হতে পারি। আমাদের কখনোই এমন চিন্তা করা উচিত নয় যে আমরা আর সকলের মতই সাধারণ এবং আমরা নিজেদের মাধ্যমে খ্রীষ্টের হতে পারি না। আমাদেরকে অবশ্যই এর বিপক্ষে আপীল রাখতে হবে, যারা আমাদেরকে অন্যায়ভাবে বিচার করে এবং আমাদেরকে অবজ্ঞা করে। আমরা যদি তা না করি তাহলে আমরা দুর্বল বলে প্রতীয়মান হব। কিন্তু তারা যেমন খ্রীষ্টের আমরাও তেমনই খ্রীষ্টের: আমরা একই বিশ্বাস ধারণ করি ও তা ঘোষণা করি, আমরা একই নিয়ম ও নীতি অনুসারে পথ চলি, আমরা একই ভিত্তির উপরে গড়ে উঠি এবং একই উত্তরাধিকার লাভের জন্য আশা করি।

খ. একজন প্রেরিত হিসেবে খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ। তিনি এই বিষয়ে এর আগে উল্লেখ করেছিলেন (পদ ৬), আর এখন তিনি তাদেরকে বলছেন যে, তিনি এ সম্পর্কে আবারও বলতে চান এবং এখানে আমরা দেখি তিনি কিছুটা গর্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, কারণ তিনি জানেন যে, তিনি যা বলছেন তা সত্যি এবং প্রভুই তাঁকে এই দান দিয়েছেন, আর তাঁর বিরোধিতাকারীরা কখনোই তাঁর এই মহান সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবে না। এটি একেবারেই সুস্পষ্ট বিষয় যে, তিনি কোনভাবে এই দায়িত্ব পালনের জন্য লজ্জিত নন, পদ ৮। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে দেখুন:

১. তাঁর কর্তৃত্বের ধরন: এটি ছিল সমৃদ্ধি সাধনের জন্য, ধ্বংস সাধনের জন্য নয়। এটিই অবশ্যই সকল কর্তৃত্বের শেষ পর্যায়, নাগরিক জীবন ও জ্ঞানপূর্ণ চেতনার চূড়ান্ত অবস্থান, আর এই মহান চূড়ান্ত অবস্থানটিই ছিল প্রেরিত পৌলের, এবং এটিই ছিল মণ্ডলীর সমস্ত শৃঙ্খলার মূল মন্ত্র।

২. তিনি তাঁর কর্তৃত্বের ব্যাপারে যে সাবধানতা অবলম্বন করার কথা প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য তাদেরকে বড় বড় কথা বলে ভয় পাইয়ে দেওয়া নয়, কিংবা তাদের প্রতি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করাও নয়, পদ ৯। এভাবে তিনি এমন একটি প্রতিবন্ধকতার দেয়াল এড়িয়েছিলেন যা অবশ্যই তাঁর সামনে দাঁড় করানো হত যদি তিনি আগে থেকেই এভাবে তা প্রতিহত না করতেন, পদ ১০। কিন্তু প্রেরিত আসলে এ কথা ঘোষণা করলেন যে, যারা বাধ্য তিনি তাদেরকে ভয় দেখাতে

চাচ্ছেন না, কিংবা তিনি তাঁর চিঠিতে এমন কিছু লেখেন নি যে, যারা অবাধ্য হয়েছে তিনি তাদেরকে কড়া শাস্তি দেবেন। তিনি তাঁর বিপক্ষদেরকে এই কথা জানাতে চেয়েছিলেন (পদ ১১) যে, তিনি তাঁর উপরে যে প্রৈরিতিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সেই দায়িত্বের ক্ষমতার বলে সত্যিকার অর্থেই কার্যকর কিছু করতে চান।

২ করিন্থীয় ১০:১২-১৬ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখি:-

ক. প্রেরিত পৌল তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চান নি, কিংবা ভণ্ড প্রেরিতরা যে ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে চায় সে ধরনের কিছুই তিনি করেন নি, পদ ১২। তিনি পরিষ্কারভাবে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, তারা তাদের নিজেদের প্রশংসা করার ক্ষেত্রে একটি ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, কারণ তারা তাদের নিজেদেরকে নিজেদের মত করে বিচার করেছে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেই নিজেদের তুলনা করেছে, যা মোটেও জ্ঞানপূর্ণ কাজ নয়। তারা তাদের নিজেদের মধ্যে গর্ব করার মধ্য দিয়ে সন্তুষ্ট ছিল এবং তারা নিজেদেরকে নিয়েই গর্ব করেছে, তাদের নিজেদের কথা ভেবেই আনন্দিত হয়েছে। তারা কখনোই তাদের কথা বিবেচনায় আনে নি যারা আসলে তাদের চাইতে পবিত্র আত্মার দান ও অনুগ্রহে আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধ ছিল, আরও বেশি ক্ষমতায় ও কর্তৃত্বে পরিপূর্ণ ছিল; আর এই কারণে তারা আরও বেশি উদ্ধত এবং উগ্র হওয় উঠেছিল। লক্ষ্য করুন, যদি আমরা আমাদের নিজেদেরকে তাদের সাথে তুলনা করি যারা আমাদের চেয়ে অনেক ধাপ এগিয়ে আছে, তাহলে আমরা নম্র হতে পারি, এটি আমাদের নিজেদেরকে নত ও নম্র করার একটি ভাল উপায়। আমাদেরকে অবশ্যই যে সকল দান ও অনুগ্রহ আমরা পেয়েছি তার জন্য সন্তুষ্ট থাকতে হবে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে, কিন্তু আমাদের কখনোই উচিত হবে না এর জন্য গর্বিত হয়ে ওঠা, কারণ অন্যদের সাথে তুলনা করে দেখলে আমাদের চেয়ে আরও বেশি দান ও অনুগ্রহের অধিকারী অনেকেই রয়েছে। পৌল এ ধরনের অসার মানুষদের একজন ছিলেন না, যারা অযথা নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব করে। আমাদেরকেও আজ এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী হতে হবে যেন আমরাও তাদের মত হয়ে না উঠি।

খ. তিনি এই আচরণের বিপরীতে একটি ভাল নিয়ম দাঁড় করিয়েছেন, আর তা হচ্ছে, আমরা কিন্তু সীমার অতিরিক্ত গর্ব করবো না, বরং ঈশ্বর পরিমাণ হিসাবে আমাদের পক্ষে যে সীমা নির্ধারণ করেছেন, তার পরিমাণ অনুসারে গর্ব করবো, পদ ১৩। তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, হয় তিনি আরও বেশি দান বা অনুগ্রহের জন্য, বা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জন্য গর্ব করবেন না, যেটুকু গর্ব করার অধিকার ঈশ্বর সত্যিকার অর্থে তাঁর উপরে দিয়েছেন; কিংবা কোন বস্তু বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁকে যতটুকু অধিকার দেওয়া হয়েছে তিনি তার চেয়ে বেশি কিছুই করতে যাবেন না। পৌল সুনির্দিষ্টভাবেই এ কথা বলছেন যে, ভণ্ড প্রেরিতরা অন্যদের কাজকে মিথ্যা বলে নিজেদের কাজকে বড় করে দেখাতে চায়, যা ঈশ্বর

কখনোই গ্রহণ করেন না। পৌলের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নিজ স্বাতন্ত্র বজায় রাখা এবং ঈশ্বর তাঁর জন্য যে পরিসীমা নির্দেশ করে দিয়েছেন তার বাইরে না যাওয়া। একজন প্রেরিত হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিল সর্বস্থানে সুসমাচার প্রচার করা, বিশেষ করে অযিহূদীদের মধ্যে। তাঁকে কোনভাবেই এক স্থানে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। তথাপি তিনি সব সময় স্বর্গীয় কর্তৃত্বের নির্দেশ অনুসরণ করেছেন এবং পবিত্র আত্মাকে অনুসরণ করেছেন, যখন যেখানে তিনি গিয়েছেন এবং অবস্থান করেছেন।

গ. তিনি এই বিধান অনুসারে কাজ করেছেন: আমরা যখন তোমাদের কাছ পর্যন্ত গিয়েছি তখন যে আমরা সীমা অতিক্রম করছি এমন নয়, পদ ১৪। আর বিশেষভাবে, তিনি এই নীতি অনুসারেই কাজ করেছেন যখন তিনি করিন্থে সুসমাচার প্রচার করেছেন এবং তার প্রৈরিতিক দায়িত্ব সেখানে পালন করেছেন; কারণ তিনি এখানে এসেছিলেন স্বর্গীয় নির্দেশ অনুসারে এবং এখানে তিনি অনেককে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীতে রূপান্তর করেছিলেন; আর এরই কারণে তাদের উপরে তিনি কর্তৃত্ব বজায় রাখলেও তিনি তাঁর নিয়ম ও নীতির বাইরে যান নি, তিনি অন্য কারও পরিশ্রমের গর্ব করেন নি, পদ ১৫।

ঘ. তিনি এই নিয়ম পালনের বিবেচনায় তার সাফল্যের কথা ঘোষণা করলেন। তার আশা ছিল এই যে, তাদের বিশ্বাস আবারও বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের পরে আরও যারা রয়েছে, এমন কি আখায়ার দূরবর্তী অংশের লোকেরাও সুসমাচার গ্রহণ করতে সমর্থ হবে; এবং এই সকল কাজে তিনি কখনোই তার দায়িত্বের পরিসীমা অতিক্রম করেন নি, কিংবা অন্য কারও কাজের ক্ষেত্রে গিয়ে উপবেশন করেন নি।

ঙ. তিনি নিজেকে এই বিষয়ে প্রবোধ দিয়েছেন, যাতে করে তিনি নিজের প্রশংসার কথা খুব বেশি বলে না ফেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুদের মিথ্যা অভিযোগ ও অন্যায্য দোষারোপের কারণে তাঁর নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করা প্রয়োজন ছিল; এবং তারা যে ভুল প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিল, সেটি তাঁকে সুযোগ দিয়েছিল যেন তিনি তাদের সকলকে এ কথা মনে করিয়ে দিতে পারেন যে, তিনি এক উত্তম নীতি অনুসরণ করে কাজ করেছেন; তথাপি তিনি গর্ব করার জন্য আশঙ্কিত ছিলেন কিংবা কোনভাবে তাঁর আত্ম প্রশংসা করে ফেলার ভয়ে ভীত ছিলেন, আর সেই কারণে তিনি দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন যা অবশ্যই এখানে বলা প্রয়োজন:-

১. যে গর্ব করে, সে প্রভুতেই গর্ব করুক, পদ ১৭। যদি আমরা আমাদের ভাল আচরণের জন্য উত্তম নীতি অনুসরণ করি বা সে অনুসারে চলি, কিংবা তা অনুসরণ করে কোন ধরনের সাফল্য লাভ করি, তাহলে এর সমস্ত গৌরব ও প্রশংসার দাবীদার একমাত্র ঈশ্বর। পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া উচিত যেন তারা কোনভাবেই তাদের নিজেদের কাজে গর্বিত হয়ে না পড়েন, কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই তাদের সমস্ত কাজের জন্য ঈশ্বরকে গৌরব ও প্রশংসা দান করতে হবে। তাদের সমস্ত কাজের সাফল্যের একমাত্র দাবীদার ঈশ্বর।

২. যে নিজের প্রশংসা করে সে নয়, কিন্তু প্রভু যার প্রশংসা করেন সেই পরীক্ষাসিদ্ধ, পদ

১৮। যে কোন ধরনের তোষামোদির মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের তোষামোদি করে সেটা সবচেয়ে বেশি খারাপ এবং আত্মপ্রশংসা অনেক ক্ষেত্রে আত্ম তোষামোদি এবং আত্ম গর্বের চাইতেও ভাল। আসল কথা হচ্ছে আত্ম প্রশংসা কোন মতেই প্রশংসা নয়, বরং তা বোকার কাজ এবং অসার গর্বের পরিচয় ধারণ করে। এই কারণে আমাদের নিজেদের প্রশংসা করা বা তোষামোদি করার বদলে বরং আমাদের উচিত আমাদের নিজেদের সব ধরনের কাজ ও এর প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করা এবং আমাদের কাজের জন্য তার স্বীকৃতি লাভ করা, কারণ তার স্বীকৃতিই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রশংসা ও গর্বের বিষয়।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১১

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল ভণ্ড প্রেরিতদের বিপক্ষে তাঁর আলোচনা চালিয়ে গেছেন, যারা করিন্থীয়দের মধ্যে তাঁর অবস্থান এবং সম্মান ক্ষুণ্ন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল এবং তাঁকে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করার মধ্য দিয়ে বাধা দান করছিল।

ক. তিনি তাঁর নিজের সুনাম করার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তিনি কেন তা করেছেন সে ব্যাপারে যুক্তি দেখালেন, পদ ১-৪।

খ. তিনি তাঁর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় যুক্তি উত্থাপনের জন্য এ কথা জানালেন যে, অন্যান্য প্রেরিতদের সাথে তাঁর মিল কতটুকু এবং ভণ্ড প্রেরিতরা বিশেষভাবে যেখানে অর্থের জন্য লালায়িত ছিল সেখানে তিনি করিন্থীয়দের কাছে বিনামূল্যে সুসমাচার প্রচার করেছেন এবং তিনি তাদের কাছ থেকে কখনো কোন পারিশ্রমিক নেন নি, পদ ৫-১৫।

গ. তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে আরও কিছু বলার জন্য প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটালেন, পদ ১৬ -২১।

ঘ. তিনি তাঁর যোগ্যতা, পরিশ্রম ও কষ্টভোগের এক বৃহৎ বর্ণনা দান করলেন, যা নিঃসন্দেহে ভণ্ড প্রেরিতদের সমস্ত কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে যায়, পদ ২২-৩৩।

২ করিন্থীয় ১১:১-৪ পদ

এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:

১. প্রেরিত পৌল তাঁর নিজের ব্যাপারে প্রশংসা করার কারণে যেভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর নিজের প্রশংসাসূচক এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন: আমার ইচ্ছা এই যে, আমার একটু নির্বুদ্ধিতার বিষয়ে তোমরা আমার প্রতি একটু সহিষ্ণুতা প্রদর্শন কর, পদ ১। তিনি এই কাজটিকে নির্বুদ্ধিতা বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ আত্ম প্রশংসা মোটেও কোন ভাল কাজ নয়। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে এটি খুবই প্রয়োজন ছিল; তথাপি যেহেতু অন্যরা অনেকেই মনে করবে যে, তিনি এই কাজের মধ্য দিয়ে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছেন, সে কারণে তিনি তাদেরকে এটি সহ্য করার জন্য আহ্বান জানালেন। লক্ষ্য করুন, একজন গর্বিত ব্যক্তি যেমন কোনভাবেই তার অক্ষমতার কথা স্বীকার করতে চায় না, সেভাবে একজন নম্র ব্যক্তিও কোনভাবে তার নিজের প্রশংসার কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে চান না। একজন ভাল মানুষের পক্ষে তার নিজের বিষয়ে ভাল ভাল কথা বলা কোন আনন্দের বিষয় নয়, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে তা যুক্তি যুক্ত,

প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে যখন তা অন্য কারও জন্য প্রয়োজন হয়, কিংবা যখন তার নিজেকে কোন অন্যায় অভিযোগের হাত থেকে উদ্ধার করার প্রয়োজন পড়ে, ঠিক যা এখানে প্রয়োজন হয়েছে।

২. পৌল যে কারণে এই কাজটি করেছেন তার যুক্তি আমাদের হাতে রয়েছে:

(১) করিন্থীয়দেরকে ভণ্ড প্রেরিতদের ভুল শিক্ষা থেকে রক্ষা করার জন্য, পদ ২, ৩। তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, তিনি তাদের জন্য ঈশ্বরীয় জ্বালায় এক গভীর জ্বালায় জ্বলছেন। তিনি এই ভয়ে ছিলেন যে, পাছে তাদের বিশ্বাস এ ধরনের ভুল শিক্ষা শুনে বিনষ্ট হয়ে না পায়, কিংবা সুসমাচারের মূল আদর্শ থেকে তারা দূরে সরে যায় কি না, তিনি তাদেরকে যে পরিশ্রম করে ও পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে তাদেরকে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের ছায়াতলে এনে দাঁড় করিয়েছেন তা দুর্বল হয়ে পড়ে কি না। তিনি তাদেরকে সতী কন্যা হিসাবে একমাত্র বর খ্রীষ্টের হস্তে সমর্পণ করার জন্য বাগদান করেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাদেরকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীতে রূপান্তর করেছেন (এবং খ্রীষ্টান বিশ্বাসে আত্মার রপান্তরের অর্থ হচ্ছে প্রভু যীশুর সাথে বিবাহ); আর তিনি তাকে সতী কন্যা হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য একান্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন করিন্থীয় মণ্ডলী থাকে নিষ্কলঙ্কিত, বিশ্বস্ত, তাদের অন্তর যেন ভণ্ড শিক্ষকদের মিথ্যা শিক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে না থাকে, যেভাবে হাওয়া সাপের প্রলোভনে ভুলে গিয়েছিল। প্রেরিত পৌলের মধ্যে এই ঈশ্বরীয় জ্বালা তৈরি করেছিল একাধারে ভালবাসা এবং সেই সাথে ভয়ের একটি মিশ্রণ; এবং বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা তাদের সেবা প্রাপ্ত লোকদের জন্য ভয় না করে পারেন না, বিশেষ করে যখন তাদের বিপথে চলে যাওয়ার ও বিশ্বাস থেকে সরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ভণ্ড শিক্ষকরা তাদের আশেপাশেই অবস্থান করতে থাকে।

(২) তার নিজেকে ভণ্ড প্রেরিতদের বিরুদ্ধে যোগ্য বলে প্রমাণ করার জন্য, কারণ তারা যেন এমন কথা বলতে না পারে যে, তাদের কাছে আরেকজন যীশু, কিংবা আরেক পবিত্র আত্মা, বা আরেকটি সুসমাচার রয়েছে প্রচার করার জন্য, পদ ৪। এটাই যদি ঘটনা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই করিন্থীয়রা তাদের কথায় আকৃষ্ট হতই। কিন্তু যেহেতু তারা দেখতেই পাচ্ছে যে, যীশু একজনই, পবিত্র আত্মা একজনই এবং সুসামাচার একটিই, বা একমাত্র সেটাই তাদের কাছে প্রচার করা হয়েছে ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাহলে কেন করিন্থীয়রা তার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াবে, যিনি তাদেরকে সর্ব প্রথমে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীতে রূপান্তরিত করেছেন এবং কেন তারা তাঁর কোন বিরোধিতাকারীর মিথ্যা প্ররোচণায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেবে? খ্রীষ্টের এবং তার সুসমাচারের একজন খাঁটি পরিচর্যাকারীর পক্ষে এই ধরনের পরিস্থিতি আসলেই অত্যন্ত জ্বালাময় ও দুঃখজনক।

২ করিন্থীয় ১১:৫-১৫ পদ

ভূমিকায় পৌল যা বলতে চেয়েছিলেন তা বলা শেষ করার পর তিনি এই পদগুলোকে যা

উল্লেখ করেছেন:-

ক. অন্যান্য প্রেরিতদের সাথে তাঁর সাদৃশ্য: সেই প্রেরিত-চূড়ামণিদের থেকে আমি একটুও পিছনে নই, পদ ৫। তিনি এই কথা প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে: আমার বিচার এই। তিনি অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে কথা বলেছিলেন। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেরিত হিসেবে তিনি অন্য যে কোন প্রেরিতের সম পর্যায়ের ছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্টানদের মধ্যে যেমন সকলে সমান নয়, ঠিক সেভাবেই প্রেরিতদের মধ্যেও সকলে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমান নন। এই তারকারা উজ্জ্বলতার দিক থেকে এক জন আরেক জনের চেয়ে আলাদা, আর পৌল নিশ্চয়ই প্রথম সারির তারকাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তথাপি তিনি নিজের সম্পর্কে অতি নম্রতার সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অক্ষমতার কথা বিনয়ের সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি কথা বলায় রূঢ় ছিলেন, অন্যরা যেমন অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা লাভ করেছেন তিনি সেভাবে পান নি। অনেকে মনে করে থাকেন যে, তিনি দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত ধরনের ছিলেন কিংবা তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত চিকন ধরনের; আবার অন্যরা মনে করেন যে, তাঁর কথার মধ্যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছিল, সম্ভবত তার জিহ্বা ভারী ছিল বা তিনি কোনভাবে তোতলা ছিলেন। তবে শারীরিক বিষয়ে যেমন যাই হোক না কেন, জ্ঞানের দিক থেকে তাঁর জুড়ি মেলা ভাল ছিল। কথা বলার শ্রেষ্ঠতম প্রক্রিয়া এবং প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁর অজানা ছিল না, আবার স্বর্গীয় রাজ্যের জ্ঞানেও তিনি পূর্ণ ছিলেন এবং তিনি এ বিষয়ে সব সময় তাদের মধ্যে কথা বলতেন।

খ. এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে ভণ্ড প্রেরিতদের সাথে তাঁর সাদৃশ্য: সুসমাচার করিন্থীয়দের কাছে প্রচার করা হয়েছিল বিনামূল্যে, কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই। এই বিষয়টিকে পৌল ব্যাপকভাবে জোর দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে, তারা তাকে খ্রীষ্টের একজন পরিচর্যাকারী নন বলে প্রমাণ করতে পারে না, কাজেই তাদের এ কথা মাথায় রাখা উচিত যে, তার সাথে তাদের কোন শত্রুতা থাকতে পারে না।

১. তিনি তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন বিনামূল্যে, পদ ৭-১০। তিনি তাঁর বিগত পত্রে এই বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে লোকদের কাছ থেকে পরিচর্যাকারীদের সম্মানী গ্রহণের যৌক্তিকতা নিয়ে কথা বলেছেন এবং পরিচর্যাকারীদের বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা দান ও সম্মানী বা পারিশ্রমিক দানের ব্যাপারে বিশ্বাসীদের কী ভূমিকা থাকতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আর এখানে তিনি বলছেন যে, তিনি নিজে অন্যান্য বিভিন্ন মণ্ডলীর কাছ থেকে বেতন গ্রহণ করেছেন (পদ ৮), যার কারণে অবশ্যই তাঁর তাদের কাছ থেকেও তা চাওয়ার অধিকার রয়েছে। তথাপি তিনি তাঁর অধিকারকে এখানে খাটাতে যান নি এবং তিনি বরং নিজেকে দমিয়ে রেখেছেন। তিনি নিজে হস্ত শিল্পের মাধ্যমে তাঁর নিজের জীবিকা নিজেই অর্জন করেছেন, যাতে করে তিনি কারও বোঝা হয়ে না পড়েন, যাতে করে তারা নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করে এবং তিনি তাদেরকে সুসমাচার গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে তুলতে পারেন, যা তারা এত সস্তায় পেয়ে যাচ্ছে। তবে তাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক না নিলেও তিনি ম্যাসিডোনিয়া

মণ্ডলীর কাছ থেকে তাঁর দৈনন্দিন অভাব মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অর্থ তিনি পেতেন।

২. তিনি তাদেরকে তার এই আচরণের কারণ সম্পর্কে জানালেন: এর কারণ এই নয় যে, তিনি তাদেরকে ভালবাসতেন না (পদ ১১), কিংবা তিনি তাদের ভালবাসার নিদর্শন গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন (কারণ ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়), কিন্তু তিনি তা এড়িয়ে গেছেন যাতে করে তিনি কোন ধরনের দোষের ভাগী না হন, যাতে করে যারা সুযোগ খুঁজে বেড়ায় তাদেরকে তিনি কোন ধরনের সুযোগ দিতে না পারেন। তিনি কোনভাবেই এই সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে তার পৃথিবীয় কোন উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ছিল এমন কোন ধারণা পোষণ করার সুযোগ কাউকে দিতে চান নি, কিংবা তিনি এ নিয়ে কোন ব্যবসাও করতে চান নি, নিজেকে লাভবান করে তুলতে চান নি; আর করিন্থে অন্যান্য যারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল তারা কেউই এই কারণে বলতে পারবে না যে, তিনি নিজেকে সম্পদশালী করে তোলার জন্য সুসমাচার প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। আর তারা যে বিষয়ের গর্ব করে সেই বিষয়ে যেন তারা তাঁর সমান হতে পারে সে কামনাও তিনি করেছেন, পদ ১২। এটি মোটেও অন্যায্য বা অসঙ্গত কিছু নয় যে, করিন্থের ভণ্ড শিক্ষকদের মধ্যে যারা প্রধান ছিল, কিংবা তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কেউ কেউ ছিল ধনী, আর তারা লোকদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিল (কিংবা বলা যায় ধোকা দিচ্ছিল) বিনামূল্যে, এবং নিশ্চয়ই তারা প্রেরিত পৌল ও তাঁর সহযোগীদেরকে এই বলে অভিযোগ করছিল যে, তাঁরা ছিলেন অর্থ লোভী মানুষ, যাঁরা টাকার জন্য যে কোন কাজ করেন, এবং সেই কারণে পৌল এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, তিনি তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের অর্থ বা পারিশ্রমিক বা সম্মানী নেবেন না।

গ. ভণ্ড প্রেরিতদেরকে প্রতারক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে (পদ ১৩), এবং এর কারণ হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের প্রেরিত হিসেবে প্রমাণ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা আসলে শয়তানের পরিচর্যাকারী। কিন্তু তারপরও তারা নিজেদেরকে ধার্মিকতার পরিচর্যাকারী হিসেবে দেখানোর জন্য যথাসাধ্য করেছে। তারা নিজেদেরকে মহৎপ্রাণ দেখানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে এবং তারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদেরকে বিভিন্ন দোষে অভিযুক্ত করেছে। তারা চেয়েছে যেন তারা খ্রীষ্টের রাজ্য বিস্তারে প্রকৃত প্রেরিতদের যে কৃতিত্ব তা নিজেদের বলে দাবী করতে পারে এবং প্রকৃত প্রেরিতদেরকে অপসারণ করতে পারে। পুরাতন নিয়মে অনেক ভণ্ড ভাববাদী ছিল, যারা ঈশ্বরের ভাববাদীদের মত করে কথা বলতো এবং তাদের মত করে মানুষের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বলতো। আর ঠিক সেভাবে নতুন নিয়মের ভণ্ড প্রেরিতদের আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা অনেক দিক থেকে খ্রীষ্টের খাটি প্রেরিতদের মতই আচরণ করতো। আর এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই (পৌল বলছেন)। ভণ্ডামি এই পৃথিবীতে অবাক হওয়ার মত কোন বিষয় নয়, বিশেষ করে যখন আমরা মানুষের মনে শয়তানের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করি, যে অবাধ্যতার সন্তানদের অন্তরে রাজত্ব করে। সে যেহেতু নিজেকে যে কোন রূপ দান করতে পারে, সেই কারণে সে অনেক সময় আলোর স্বর্গদূতের রূপ ধারণ করে থাকে, যাতে করে সে অন্ধকারের রাজ্যের বিস্তৃতি

ঘটাতে পারে এবং তাঁর পরিচর্যাকারী ও দাসদেরকেও এই একই বিষয় শেখাতে পারে। কিন্তু এর সাথে এই কথাও বলা হয়েছে যে, তাদের পরিণাম তাদের কর্ম অনুসারে হবে (পদ ১৫)। শেষ কালে তারা প্রতারক হিসেবে পরিগণিত হবে এবং তাদের কাজের সাথে সাথে তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

২ করিন্থীয় ১১:১৬-২১ পদ

এখানে আমরা প্রেরিত পৌলের আরও কিছু বক্তব্য দেখি যা তিনি তাঁর নিজের স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপনের জন্য বলেছিলেন।

১. তিনি চান নি যে, তারা চিন্তা করুক তিনি নিজেকে নির্বুদ্ধিতার দোষে দোষী স্বীকার করছেন, বরং তিনি চেয়েছিলেন এ কথা জানাতে যে, তিনি যা কিছুই বলছেন তার সবই তাঁর নিজের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ এসেছে সেগুলোকে খণ্ডন করার জন্য বলছেন: কেউ আমাকে যেন নির্বোধ মনে না করে, পদ ১৬। সাধারণভাবে বলতে গেলে কোন বুদ্ধিমান মানুষই সহসা নিজের প্রশংসা করে না। আমাদের নিজেদের বিষয়ে গর্ব করা শুধু যে গর্বের পরিচয় বহন করে তা-ই নয়, সেই সাথে তা বোকামিরও পরিচয় বহন করে। তবে, পৌল বলছেন যে, তোমরা যদি কর, তবে আমাকে নির্বোধ বলেই গ্রহণ কর, অর্থাৎ আমি যদি একটু গর্ব করে থাকি, তাহলে তা আমার নির্বুদ্ধিতা বলে তোমরা ধরে নিতে পার, কিন্তু আমি এর আড়ালে যা বলতে চাইছি তা যেন তোমরা বুঝতে পার ও তা বিবেচনা কর।

২. তিনি একটি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেছেন, যাতে করে তিনি যা বলছেন তার ভুল অর্থ কেউ করতে না পারে। তাই তিনি তাদেরকে আগে থেকে বলে নিচ্ছেন যে, তিনি কোন বিষয়ে কথা বলছেন, আমি এই যে কথা বলছি তা প্রভুর মত অনুসারে বলছি না, পদ ১৭। তিনি চান নি যে, তারা এই কথা চিন্তা করুক, তিনি তাঁর নিজের বিষয়ে গর্ব করছেন, কিংবা আমাদের নিজেদের কোন বিষয়ে আত্ম পক্ষ সমর্থন করতে গেলে সব সময়ই এ ধরনের আত্ম প্রশংসা ও গর্বের প্রয়োজন রয়েছে। যদিও অনেক সময় তা সঙ্গতভাবেই ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যদি আমরা তা প্রভুর বিরুদ্ধে ব্যবহার না করি, কিন্তু তারপরও আমাদের এ কথা স্বীকার করা আবশ্যক যে, প্রভুর মত করে আমরা তা বলছি না। এটি সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দায়িত্ব ও চর্চার আওতায় রাখা উচিত, যাতে করে আমরা নিজেদেরকে নত ও নম্র করি এবং প্রভুর আদেশ ও দৃষ্টান্ত অনুসারে চলি; তথাপি আমাদের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানই অনেক সময় বলে দেবে যে, আসলেই আমরা যদি এ ধরনের কথা বলি তা ন্যায় সঙ্গত হবে কি না, এমন কি ঈশ্বর আমাদের জন্য কী করেছেন, বা আমাদের মধ্যে কী করেছেন, বা আমাদের দ্বারা কী করেছেন সেটা প্রচার করাও যুক্তি সঙ্গত হবে কি না।

৩. তিনি আমাদেরকে একটি উত্তম যুক্তি দানের মধ্য দিয়ে এ কথা স্পষ্ট করে বলছেন যে, কেন তাদের উচিত তাকে কিছুটা গর্ব করার সুযোগ দেওয়া। মূলত এর যুক্তি হচ্ছে এই যে,

তারা অন্যদেরকে এ সম্পর্কে উদাহরণ স্থাপন করে দেখাতে পারবে। অনেকের মানবীয় বিষয়ে গর্ব করতে দেখে (বিভিন্ন মানবীয় সুযোগ সুবিধার কথা, পৃথিবীয় ও বাহ্যিক সুফল লাভ ও অধিকার লাভের কথা নিয়ে গর্ব), আমিও গর্ব করবো, পদ ১৮। কিন্তু তিনি এই সমস্ত বিষয়ে গর্ব করবেন না, যদিও অন্যদের চেয়ে তাঁর এই বিষয়ে গর্ব করার আরও বেশি যুক্তি রয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর অক্ষমতার জন্য গর্ব করেছেন, যা তিনি এর পরবর্তী অংশে তাদেরকে বলেছেন। করিন্থীয়রা তাদের নিজেদেরকে বুদ্ধিমান বলে ভাবতো এবং তারা ভেবেছিল যে, অন্যদের দুর্বলতা ধরে কথা বলা তাদের জন্য বুদ্ধিমানের পরিচয় হবে। আর সেই কারণে তারা এমন কাজ করেছে যার ফলে পৌলের এখন এই নির্বুদ্ধিতার কাজ বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। অথবা তাঁর এই কথা, কেননা তোমরা নিজে বুদ্ধিমান বলে নির্বোধ লোকদের আনন্দের সঙ্গে সহিষ্ণুতা দেখিয়ে থাক (পদ ১৯), এই কথাটি ব্যঙ্গাত্মক হতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়াবে এই: "তোমাদের এত এত জ্ঞান থাকার পরেও তোমরা নিজেদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে যিহূদী যোয়ালির অধীনে আবদ্ধ করে রেখেছ, কিংবা নিজেদের উপরে তাদেরকে স্বৈরাচারী শাসন করার অধিকার দিয়েছ। শুধু তাই নয়, তোমরা সুযোগ দিয়েছ যেন তারা তোমাদেরকে দাস বানাতে পারে, তোমাদেরকে শিকার করতে পারে, তোমাদেরকে তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য কাজে লাগাতে পারে, এবং তাদের নিজেদেরকে তোমাদের চেয়ে উঁচু করে দেখাতে পারে এবং তোমাদের উপরে প্রভুত্ব করতে পারে। শুধু তাই নয়, তারা এমন কি তোমাদের মুখে আঘাতও করেছে, এবং তোমাদের সাথে উদ্ধতভাবে কথা বলেছে (পদ ২০)। তারা যেমন তোমাদেরকে অপমান করেছে, তেমনই আমাকেও করেছে, যেমন তোমরা দুর্বল ছিলে আর আমিও দুর্বল ছিলাম," পদ ২১। যদি এই বিষয়টি সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে অবশ্যই বোঝা যাবে যে, করিন্থীয়রা সহজেই ভণ্ড প্রেরিতদেরকে গ্রহণ করে নিতে পারে এবং পৌলের জন্য এটা আশা করা স্বাভাবিক যে, তারা নিশ্চয়ই তাঁর কথা বুঝতে পারবে এবং তাদেরকে বুঝিয়ে বলার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই তারা তাদের ভুল উপলব্ধি করতে পারবে। আর এই বিষয়ে অন্য কেউ সাহস করতে পারলে নিশ্চয়ই তিনিও সাহস করবেন, পদ ২১।

২ করিন্থীয় ১১:২২-৩৩ পদ

এখানে প্রেরিত পৌল তাঁর নিজের যোগ্যতার, পরিশ্রমের এবং কষ্টভোগের একটি ব্যাপক বিবরণ দিয়েছেন (কিন্তু কোন গর্ব বা অসার আত্ম গৌরব থেকে নয়, বরং ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, যিনি তাঁকে এই কাজ করার জন্য সক্ষম করেছেন এবং খ্রীষ্টের জন্য কষ্টভোগ করতে যোগ্যতা দান করেছেন), এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি নিজেকে সেই ভণ্ড প্রেরিতদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছেন, যারা তাঁর চরিত্রকে অবমাননা করতে চেয়েছিল এবং করিন্থীয়দের মাঝে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান ধূলিসাৎ করে দিতে চেয়েছিল। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. পৌল তাঁর জন্মগত সুযোগ লাভের কথা উল্লেখ করছেন (পদ ২২), যা একজন প্রেরিত

হওয়ার জন্য তার যথার্থ ও সুবর্ণ সুযোগ ছিল। তিনি ছিলেন আদি ও অকৃত্রিম ইব্রীয় বংশের একজন ইব্রীয় সন্তান; তিনি এমন এক যিহূদী বংশের সন্তান ছিলেন যাদের মধ্যে কখনো কোন ভিন্ন রক্তের মিশ্রণ ঘটে নি, কখনো কোন অযিহূদীর সাথে তাঁর বংশের কারও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। তিনি একজন ইস্রায়েলীয়ও ছিলেন বটে, এবং তিনি এই নিয়ে গর্ব করতেই পারতেন যে, তিনি সেই ধন্য ও মহামান্য যাকোবের বংশধর, এবং সেই সাথে তিনি মহান পিতা অব্রাহামেরও বংশধর, কোন ভিন্ন বংশী বা মিশ্র বংশীয় নন। আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, এই ভণ্ড প্রেরিতরা ছিল যিহূদী বংশীয়, যারা অযিহূদী বিশ্বাসীদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করছিল।

খ. তিনি এর সাথে তাঁর প্রৈরিতিক পদেরও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খ্রীষ্টের একজন সাধারণ পরিচর্যাকারীর চেয়ে বেশি কিছু ছিলেন, পদ ২৩। ঈশ্বর তাঁকে বিশ্বস্ত দেখেছিলেন এবং তিনি তাঁকে তাঁর পরিচর্যা কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাদের কাছে খ্রীষ্টের একজন কার্যকরী পরিচর্যাকারী ছিলেন। তারা তাঁর পরিচর্যা কাজের পূর্ণ প্রমাণ লাভ করেছে: ওরা কি খ্রীষ্টের পরিচারক? আমিও অধিকতররূপে তা-ই।

গ. তিনি প্রধানত এই বিষয়টির উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, খ্রীষ্টের জন্য তিনি এক অভূতপূর্ব যন্ত্রণা ও কষ্টভোগকারী হয়েছেন। আর তিনি এই কারণেই গৌরবান্বিত হয়েছেন, কিংবা বলা যায় তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের গৌরবে পূর্ণ হয়েছে কারণ তিনি তাঁকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে সমর্থ করেছেন এবং মহা দুঃখ ও কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য সমর্থ করেছেন, যেমন অতিরিক্ত প্রহার, বহু বার কারা বন্ধন, এবং অনেক সময় মৃত্যু মুখেও তিনি পতিত হয়েছেন, পদ ২৩। লক্ষ্য করুন, যখন প্রেরিত পৌল নিজেকে একজন অসামান্য পরিচর্যাকারী হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সে সময় তিনি এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, তিনি একজন অসামান্য যন্ত্রণা ও কষ্টভোগকারী ছিলেন। পৌল অযিহূদীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সেই কারণে তিনি যিহূদীদের কাছে ঘৃণিত হয়েছিলেন। তারা তাঁর বিরুদ্ধে যা কিছু করা যায় তা করেছে এবং অযিহূদীদের কাছেও তিনি অনেক দুর্ব্যবহার পেয়েছেন। বন্দীত্ব এবং নির্যাতন ছিল তাঁর কাছে অতি পরিচিত বিষয়। পৌল তাঁর ধার্মিকতার কাজের জন্য যতবার কারারুদ্ধ হয়েছে এবং বিচারকের সামনে গিয়েছেন, কোন দাগী আসামীকেও বোধ হয় এতবার বিচারে দাঁড়াতে হয় নি। জেলখানা এবং চাবুক মারার খুঁটি এবং অন্যান্য সকল নির্যাতনের বিষয়, যেখানে যারা সবচেয়ে মন্দ ও বাজে লোক ছিল তাদেরকে নির্যাতন ও শাস্তি দেওয়া হত, সেখানে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে ও শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সেই স্থানগুলো তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত পরিচিত। যিহূদীদের ক্ষেত্রে, যখনই তিনি তাদের হাতে পড়েছেন, তারা কখনোই তাঁকে ছাড় দেয় নি। পাঁচ বার তিনি তাদের চাবুকের ঘা খেয়েছেন এবং ঊনচল্লিশ বার তিনি এর ঘা খেয়েছেন, পদ ২৪। তাদের আইনে ছিল চল্লিশ ঘা চাবুক মারার অনুমতি রয়েছে (দ্বি. বি. ২৫:৩), কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয় যে, তারা কোনভাবেই এর চেয়ে বেশি পরিমাণে মারবে না, বরং তারা অন্ততপক্ষে এক ঘা ক্ষমা করে দিত। আর এই এক ঘা ক্ষমা ছিল পৌলকে দেওয়া তাদের একমাত্র রেহাই। অযিহূদীরা এই ধরনের নিয়ম নীতির ধার ধারতো না, এ

কারণে তিনি তাদের মধ্যে গিয়ে তিনি তিন বার বেতের আঘাত সহ্য করেছেন, যা সম্ভব ফিলিপীতে এক বার ঘটেছিল, প্রেরিত ১৬:২২। একবার তিনি এক উত্তেজিত জনতার হাতে প্রহারিত হয়েছেন এবং তাঁকে মৃত ভেবে ধরে ফেলে দিয়ে আসা হয়েছিল, প্রেরিত ১৬:১৯। তিনি বলেছেন যে, তিনি তিন বার জাহাজ ভঙ্গের কবলে পড়েছিলেন; এবং আমরা অবশ্যই তাঁর কথা বিশ্বাস করি, যদিও ইতিহাস অনুসারে আমরা কেবল মাত্র একটি জাহাজ দুর্ঘটনার কথা জানি। এক দিন ও এক রাত্রি অগাধ জলে কাটিয়েছেন তিনি (পদ ২৫), হতে পারে সেটা কোন ধরনের মাটির নিচের কারাকূপে, যেখানে বন্দীদেরকে আটকে রাখা হত। এভাবেই তিনি তাঁর জীবনের পুরোটা সময় অনবরতভাবে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহনকারী হিসেবে কাজ করে গেছেন; সম্ভবত যীশু ধর্মে মন পরিবর্তনের পর টানা একটি বছরও তিনি পরিশ্রম করা কিংবা কষ্টভোগ করা থেকে বিরত থাকেন নি। তথাপি এটাই সব নয়, কারণ তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানে দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন; তিনি সব ধরনের কষ্টভোগ ও দুঃখ ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন। যদি তিনি স্থল পথে যাত্রাপুস্তক করে থাকেন, কিংবা জল পথে যাত্রাপুস্তক করে থাকেন, সকল ক্ষেত্রে তিনি সম্মুখীন হয়েছেন হয় চোর ডাকাতের কিংবা শত্রুর ও উপদ্রবকারীর। যিহূদীরা, তাঁর নিজের জাতির লোকেরা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছে, কিংবা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছে। অযিহূদীরা বা পরজাতীয়রা, যাদের কাছে কাছে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, তারা মোটেও তার প্রতি সদয় ছিল না, কারণ তিনি তাদের মধ্যে গিয়েও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। যদি তিনি শহরে যান বা প্রান্তরে যান, সেখানেও তিনি দুর্দশায় রয়েছেন। তিনি শুধু যে তাঁর শত্রুদের মধ্যে দুর্দশায় ছিলেন তা নয়, বরং সেই সাথে তিনি তাদের মধ্যেও দুর্দশায় পড়েছিলেন, যারা তাঁকে তাদের ভাই বলে সম্বোধন করেছিল, যদিও তারা ছিল ভণ্ড ভাই, পদ ২৬। এই সব কিছুর পাশাপাশি তিনি তাঁর পরিচর্যা কাজের জন্য পরিশ্রম করতে গিয়েও অনেক দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করেছেন এবং এই সমস্ত কিছু পরবর্তীতে তিনি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন এবং লোকেরা তাদের পরিচর্যাকারীকে যে সকল সেবা দান করেছে এবং যে সকল বিষয়ে কষ্ট দিয়েছে সেগুলো তিনি তাদের সামনে উন্মোচন করবেন ও তারা জানতে পারবে। সম্পদ ও প্রাচুর্য, ক্ষমতা ও আনন্দ, বিলাস ও আরাম আয়েশ পৌলের অজানা ছিল। তিনি অনেকবারই অনিদ্রায় সময় কাটিয়েছেন, ক্ষুধা তৃষ্ণায় দিন কাটিয়েছেন, অনেক সময় না খেয়ে থেকেছেন, হতে পারে তাঁর কাছে খাবার ছিল না বলেই; এবং শীতে ও বস্ত্রহীনতায় কষ্ট করেছেন, পদ ২৭। এভাবেই তিনি তাঁর পরিচর্যার জীবন কাটিয়েছেন, যিনি সেই যুগের এক মহান অনুগ্রহস্বরূপ ছিলেন। তাঁকে সবাই এমনভাবে দেখেছে যেন তিনি এই পৃথিবীর বোঝাস্বরূপ ছিলেন বা এই প্রজন্মের কাছে মহামারী হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর এখানেই কিন্তু সব কিছুর শেষ নয়; কারণ একজন প্রেরিত হিসেবে তাঁর উপরে সমস্ত মণ্ডলীর চিন্তা এসে পড়েছিল, পদ ২৮। তিনি এই বিষয়টি সবার শেষে উল্লেখ করেছেন, ঠিক যেন এই বিষয়টিই তাঁর উপরে সবচেয়ে বেশি চাপ সৃষ্টি করেছিল, এবং তিনি যেন যেভাবে হোক তাঁর উপরে তাঁর শত্রুদের সমস্ত অত্যাচারও সহ্য করতে পেরেছিলেন, কিন্তু কোনভাবেই তিনি তাঁর মণ্ডলীর ব্যাপারে কোন ধরনের কলঙ্কজনক অভিযোগ সহ্য করতে পারতেন না। কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল না হই? কে বিঘ্ন পেলে আমি না জ্বলে পুড়ে যাই না? পদ ২৯। মণ্ডলীতে এমন

একজনও দুর্বল খ্রীষ্টান ছিল না যার জন্য পৌল তাঁর অন্তরের সহানুভূতি দেখিয়েছেন, কিংবা বিঘ্ন পেয়েছে এমন একজনও ছিল না যার কারণে পৌল নিজেও কষ্ট পান নি। দেখুন, এই পৃথিবীর সম্পদ ও প্রাচুর্যকে ভালবাসার জন্য আমাদের কত না সামান্যই যুক্তি রয়েছে, যেখানে এই মহান প্রেরিত, যিনি এই পৃথিবীতে জীবন কাটিয়ে যাওয়ার মানুষদের মধ্যে প্রথম সারির একজন, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরেই যাঁর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে গিয়ে এতটা কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করেছেন। এমন নয় যে, তিনি তাঁর এই জীবন নিয়ে লজ্জিত ছিলেন, বরং এর বিপরীতে তিনি এই বিষয়গুলোকে তাঁর জন্য সম্মানের বলে মনে করেছেন; আর সেই কারণে তিনি নিজেকে গর্বিত বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি আমার গর্ব করতেই হয়, যদি আমার বিরোধিতাকারীরা আমাকে আমার নিজের জন্য প্রমাণ দাখিল করতে চাপ দেয় তাহলে আমি আমার কষ্টভোগের কথা প্রকাশ করবো এবং আমাদের দুর্বলতাগুলোর জন্য আমি গর্ব করবো, পদ ৩০। লক্ষ্য করুন, ধার্মিকতার জন্য কষ্টভোগ আমাদেরকে অন্য যে কোন কিছুর চাইতে বেশি সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করে।

শেষ দুই পদে পৌল তাঁর কষ্টভোগের ব্যাপারে প্রসঙ্গের বাইরে একটি কথা বলেছেন, যেন তিনি তা আগে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, কিংবা হয়তোবা ঈশ্বরের মাধ্যমে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়টি তার কাছে আরও বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল; মূলত তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যখন তিনি দামেস্কে বিপদে পড়েছিলেন তাঁর খ্রীষ্টান ধর্মে মন পরিবর্তন করার পর পরই, এবং যখনও পর্যন্ত খ্রীষ্টান বিশ্বাসে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হন নি, অন্ততপক্ষে পরিচর্যা কাজ ও প্রৈরিতিক দায়িত্বে অভিষিক্ত হন নি। এই ঘটনার কথা আমরা জানতে পারি প্রেরিত ৯:২৪, ২৫ পদ থেকে। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম মহা বিপদ ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়ার ঘটনা এবং এরপর থেকে তাঁর জীবনে এই ধরনের সমস্যা ও ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধতা নিত্য সঙ্গী হয়েই অবস্থান করতে থাকে। আর এটি অবশ্যই বিবেচনার মত একটি বিষয় যে, পৌল সব সময় এই বিষয়ে সতর্ক ছিলেন যেন তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে যা কিছুই বলেন না কেন, তাতে যেন কখনোই যা সত্য তা ব্যতিরেকে বেশি কিছু না থাকে কিংবা তাঁর সমস্ত কথার মধ্যে কোথাও যেন ঈশ্বরের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকাশ ব্যতিরেকে আর কিছু না থাকে, পদ ৩১। এটি একজন উত্তম ব্যক্তির জন্য অবশ্যই সান্ত্বনার বিষয় যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি একজন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞেয় ঈশ্বর, সেই মহান ঈশ্বর অবশ্যই নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তিনি সত্যি কথা বলছেন এবং তিনিই সবচেয়ে ভাল করে জানেন যে, তিনি কী কী করেছেন এবং তিনি তাঁর জন্য কী কী কষ্টভোগ করেছেন।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১২

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল তাঁর প্রৈরিতিক পদের মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি তাঁর পদমর্যাদাকে যথাযথ সম্মানের চোখে দেখানোর জন্য কথা বলেছেন, কারণ তাঁর বিরোধিতাকারীরা তাঁকে অসম্মানিত করার জন্য যার পর নাই উঠে পড়ে লেগেছিল। তিনি তাঁর নিজের প্রশংসা করতে গিয়ে যা কিছু বলেছেন তাতে তিনি কেবল মাত্র তাঁর নিজের কাজের বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন এবং তাঁর পরিচর্যা কাজের দায়িত্বের সম্মান রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সমস্ত যুক্তি তিনি উত্থাপন করেছেন, সেই সাথে তাঁর পরিচর্যা কাজের সাফল্য অর্জনের জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, তার জীবনে ঈশ্বর যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন ও যে সম্মান তাঁকে দান করেছেন সে বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে তিনি দেখিয়েছেন যে, কীভাবে ও কোন প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর তাঁকে নম্র করেছেন এবং তিনি তাঁর এই বিশেষ দায়িত্বকে কীভাবে সদ্ব্যবহার করেছেন, পদ ১-১০। এরপর তিনি করিন্থীয়দেরকে সম্বোধন করেছেন এবং তিনি তাদের মধ্যে যে বিষয়গুলো ভুল ছিল সেগুলোর জন্য তিরস্কার করেছেন, এবং তাদের প্রতি তাঁর আচরণ ও দয়াপূর্ণ আচরণের বিষয়ে এক সুবিশাল ব্যাখ্যা দান করেছেন, পদ ১১-২১।

২ করিন্থীয় ১২:১-১০ পদ

এখানে আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পারিঃ-

ক. ঈশ্বর প্রেরিত পৌলের প্রতি যে আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁর প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন সে বিষয়ে পৌলের বর্ণনা। কারণ নিঃসন্দেহে তিনিই খ্রীষ্টতে আশ্রিত সেই ব্যক্তি যার কথা তিনি বলেছেন। এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমরা দেখতে পাইঃ-

১. পৌলের প্রতি যে সম্মান আরোপ করা হয়েছিলঃ তাঁকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত নীত করা হয়েছিল, পদ ২। কখন এই ঘটনা ঘটেছিল তা আমরা বলতে পারি না। তিনি যখন তিন দিন ধরে অন্ধ অবস্থায় ছিলেন সে সময় এই ঘটনা ঘটেছিল কি না, না কি পরবর্তী অন্য কোন এক সময়ে এই ঘটনা ঘটেছিল সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। কিংবা আমরা এটাও নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, কোন অবস্থায় এই ঘটনা ঘটেছিল, হতে পারে তাঁর আত্মাকে দেহ থেকে সে সময় আলাদা করে নিয়ে যাওয়ার হয়েছিল কিংবা তাঁকে কোন আশ্চর্য উপায়ে স্বশরীরে স্বর্গে উত্থাপিত করা হয়েছিল কি না তাও আমরা জানি না, কারণ পৌল নিজেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন। আমাদেরকে এই বিষয়ে পুরোপুরিই অনুমান নির্ভর ধারণা করতে হবে, কারণ পৌল নিজেই বলছেন যে, সশরীরে কি না জানি না; অশরীরে কি না জানি না। এটি নিঃসন্দেহে একটি বিরাট এবং অভূতপূর্ব সম্মান যা তাঁর

উপরে আরোপ করা হয়েছিল: কোনভাবে তিনি সত্যিই তৃতীয় স্বর্গে উন্নীত হয়েছিলেন, যা সর্বোচ্চ অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের স্বর্গ, যা আমাদের এই পৃথিবী থেকে বহু উপরে স্থাপিত। যে আকাশে পাখি উড়ে বেড়ায়, যে আকাশে তারারা আলো দেয়, সেই আকাশ থেকে বহু উপরে এই স্বর্গের অবস্থান, যা গৌরবময় সকল নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ দ্বারা সজ্জিত ও ভূষিত। এটি ছিল তৃতীয় স্বর্গ, যেখানে ঈশ্বর সবচেয়ে গৌরবময়তার সাথে তাঁর মহিমা ও দ্যূতি ছড়িয়ে থাকেন। আমরা সব কিছু জানতে পারঙ্গম নই, কিংবা আমাদের জন্য এই সব কিছু জানাও উপযুক্ত নয়, বিশেষ করে সেই গৌরবময় স্থানের ও রাজ্যের খুঁটিনাটি বিবরণ। আমাদের দায়িত্ব ও আগ্রহের বিষয় হওয়া উচিত যেন আমরা নিজেদের জন্য সেই স্থানে একটি গৃহ নিশ্চিত করতে পারি এবং যদি তা আমাদের জন্য সেখানে তৈরি আছে বলে আমরা নিশ্চিত হই, তখন আমাদের উচিত এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করে সেই অনন্তকালীন বাস গৃহে উপস্থিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা। এই তৃতীয় স্বর্গকেই বলা হয়ে থাকে পরমদেশ (পদ ৪), যা বস্তুত সেই পার্থিব পরমদেশের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে যেখান থেকে আদমকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর পাপের কারণে। এই স্থানটিকে বলা হয়ে থাকে ঈশ্বরের পরম দেশ (প্রকাশিত বাক্য ২:৭), যা আমাদের কাছে এই কথা প্রকাশ করে যে, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা পুনরুজ্জীবিত হয়ে সেই সকল আনন্দ ও সম্মান আরও বেশি করে লাভ করবো, যা আমরা পাপের কারণে হারিয়ে ফেলেছিলাম, আর হ্যাঁ, তার চেয়ে আরও বেশি পরিমাণে লাভ করবো। পৌল এ কথা উল্লেখ করেন নি যে, তিনি তৃতীয় স্বর্গে বা পরমদেশে কী দেখেছিলেন, কিন্তু তিনি আমাদেরকে এ কথা বলছেন যে, তিনি এমন কথা শুনেছিলেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যা একজন পার্থিব মানুষের পক্ষে শোনা এবং বোঝা সম্ভব নয়, কারণ সেই ভাষা ছিল তৃতীয় স্বর্গের ভাষা, পরমদেশের ভাষা, আর তা এই পৃথিবীর ভাষা থেকে ছিল একেবারেই ভিন্ন। এই পৃথিবীতে সে ভাষায় কথা বলা সঙ্গতও নয়, কারণ আমরা যখন এই পৃথিবীতে রয়েছি, সে সময় আমাদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়েছে যেন আমরা সেই মহান স্বর্গের ভাষা এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী, দর্শন ও প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি, ২ পিতর ১:১৯। আমরা মানুষের মত স্বর্গদূতদের মুখের ভাষাও বুঝতে পরি, পড়তে পারি এবং পৌল এই কথাটি পৃথিবীর অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে খুব ভাল করেই জানতেন, তথাপি তিনি ভালবাসার কথা চিন্তা করেছেন, অর্থাৎ, আমাদের মহান ঈশ্বর এবং আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা। এই বর্ণনাটি যা প্রেরিত দান করেছেন তা আমাদেরকে তাঁর দর্শন বুঝতে সাহায্য করে এবং আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যেন আমরা নিষিদ্ধ জ্ঞানের প্রতি আমাদের কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করি, কারণ তা এখনো আমাদের জন্য দেওয়া হয় নি বা প্রকাশ করা হয় নি। সেই সাথে তিনি আমাদেরকে এই কথা বলছেন যেন প্রভু আমাদের কাছে তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে যে প্রত্যাদেশ দান করেছেন আমরা তার প্রতি আমাদের উপলব্ধিকে আরও বৃদ্ধি দান করি, আমরা যেন অযথা এখনই স্বর্গীয় জ্ঞানের প্রতি প্রলুব্ধ না হই। পৌল নিজে যখন তৃতীয় স্বর্গে গিয়েছিলেন সে সময় তিনি এই পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করেন নি যে, সেখানে তিনি কী কী দেখেছিলেন বা কী কী শুনেছিলেন, কিন্তু তিনি তারপরেও শুধুই খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি নিবেদিত থেকেছেন। তিনি এই ভিত্তির প্রতি একমাত্র নিযুক্ত

থেকেছেন, যার উপরে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে মণ্ডলী, এবং যার উপরে ভিত্তি করেই আমাদের বিশ্বাস ও আশা গড়ে ওঠে।

২. যে নম্র ও বিনয়াবত আচরণের মধ্য দিয়ে প্রেরিত পৌল এই ঘটনাটির কথা উল্লেখ করলেন তা আসলেই দেখার মত। যে কেউ এ কথা ভাবতে পারে যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের একটি দর্শন লাভ করেছেন এবং প্রত্যাদেশে পেয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই দারুনভাবে গর্বিত হবেন এবং তিনি নিজেকে নিয়ে অহঙ্কারী হয়ে উঠবেন; কিন্তু তিনি বলছেন, গর্ব করা আমার পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যদিও তা মঙ্গলজনক নয়, পদ ১। তিনি এই কারণে তাৎক্ষণিকভাবে এই দর্শন সম্পর্কে উল্লেখ করেন নি, অর্থাৎ দর্শন লাভের পর পরই কাউকে তিনি এ সম্পর্কে জানান নি, বরং চৌদ্দ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরই তিনি কেবল এই বিষয়ে প্রথম তথ্য দিলেন, পদ ২। আর এখন তিনি এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন কেবল মাত্র একটি কারণে, আর তা হচ্ছে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা। আবারও, তিনি নিজের সম্পর্কে এখানে নাম পুরুষে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলছেন না যে, আমিই সেই ব্যক্তি যাকে এভাবে অন্য সকল মানুষের চেয়ে উপরে সম্মান দান করা হয়েছিল। আবারও তাঁর নিজের বিষয়ে বলা কথার মধ্য দিয়ে তাঁর নম্রতা আমরা দেখতে পাই (পদ ৬), যা স্পষ্টভাবে এ কথা বোঝায় যে, তিনি এই সম্মানের অধিকারী হতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি। এমনই একজন মানুষ ছিলেন তিনি, যিনি প্রধান প্রেরিতদের চাইতে সম্মানের দিক থেকে ও যোগ্যতার দিক থেকে কোন অংশে কম ছিলেন না এবং যিনি তাঁর নম্রতার জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। লক্ষ্য করুন, অতি উচ্চ অবস্থানে থেকেও নিজেকে নিচু করে দেখানো আসলে অত্যন্ত দুর্লভ কিন্তু মহৎ একটি কাজ; আর যারা নিজেদেরকে নিচু করে তাদেরকে উঁচু করা হবে।

খ. প্রেরিত পৌল সেই প্রক্রিয়ার একটি বর্ণনা দিচ্ছেন, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁকে নম্র করেছেন এবং তিনি যেন গর্বে ফুলে না ওঠেন সে জন্য এই কাজ তিনি করেছেন। তিনি বলছেন যে, এই কাজ করা হয়েছে যেন তিনি দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভের পরও নিজেকে আগের অবস্থানে ধরে রাখেন। লক্ষ্য করুন, যখন ঈশ্বরের লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন, সে সময় তাদের উচিত অবশ্যই সব সময় এ কথা মনে করা যে, ঈশ্বর চান তারা যেন নম্র থাকেন, সেই সাথে তাদের সমৃদ্ধির জন্য ঈশ্বর যে অনুগ্রহ দান করেছেন সে কথাও যেন তারা অকপটে স্বীকার করেন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. পৌলকে তাঁর দেহে একটি কন্টক দেওয়া হয়েছিল, এবং তাঁর মধ্যে ছিল শয়তানের এক দূত, পদ ৭। আমরা সকলেই এ প্রসঙ্গে বেশ অন্ধকারে রয়েছি যে, আসলে এই জিনিসটি কী ছিল। হতে পারে এটি ছিল কোন বিশেষ ধরনের মহা কষ্ট ও যন্ত্রণা, আবার অন্যরা মনে করেন যে, এটি কোন ধরনের মহা প্রলোভন বা পরীক্ষা। অনেকে মনে করেন এটি কোন ধরনের শারীরিক অসুস্থতা বা ব্যাধি; অন্যরা মনে করেন এটি ভণ্ড প্রেরিতদের বা তাঁর বিরোধিতাকারী ও শত্রুদের তাঁর প্রতি করা কোন ধরনের আঘাত, যা তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর শরীরে এবং যা তাঁকে দিচ্ছে তীব্র বেদনা ও কষ্ট। সম্ভবত তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় তিনি অনেকবারই যে ধরনের প্রহারের শিকার হয়েছেন সে সময় কোনভাবে তিনি এই

মারাত্মক আঘাতটি পেয়েছেন। তবে সম্ভবত এটি ছিল এমন একটি আঘাত বা বিঘ্ন যা ঈশ্বর নিজেই পৌলের শরীরে দিয়েছিলেন এবং সেটি ছিল মন্দতা থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য ঈশ্বরের একটি কৌশল, যাতে করে আমাদের শত্রুদের তিরস্কার আমাদেরকে গর্ব করা থেকে দূরে রাখে; আর এটি অত্যন্ত সুনিশ্চিত যে, পৌল যাকে তাঁর মাংসের ভেতরে একটি কণ্টক বলে উল্লেখ করছেন যা এক সময় তাঁকে প্রচুর যাতনা দিত। কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যে কাঁটার মুকুট পরেছিলেন এবং তাঁকে যে আঘাত সইতে হয়েছিল, তার বিবেচনায় এই মাংসিক কাঁটা বা আঘাত পৌলের জন্য অত্যন্ত সহনীয় ছিল এবং তিনি সে কথা বিবেচনা করেই সানন্দে এই কাটাকে বরণ করে নিয়েছেন। কারণ, তিনি যেন অতিমাত্রায় অহঙ্কার না করেন সে কারণেই তাঁর শরীরে এই কাটা দেওয়া হয়েছে। পাপের প্রলোভন সবচেয়ে বড় ধরনের কাটা যা আমাদেরকে আঘাত করে, এগুলো শয়তানের দূত, যা আমাদেরকে সব সময় পাপের পথে চালিত করার চেষ্টা করে থাকে। নিশ্চয়ই একজন ভাল মানুষের জন্য পাপে পতিত হওয়ার এই প্রলোভন অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

২. এর উদ্দেশ্য ছিল পৌলকে নম্র রাখা: পাছে আমি অতিমাত্রায় অহঙ্কার করি, পদ ৭। পৌল নিজে এ কথা জানতেন যে, তিনি এখনো দুর্বল, তিনি পূর্ণ শক্তি অর্জন করতে পারেন নি; আর তাই তিনি তাঁর নিজেকে নিয়ে গর্ব বোধ করার ঝুঁকিতে ছিলেন। যদি ঈশ্বর আমাদেরকে ভালবাসেন, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে গর্ব থেকে দূরে রাখবেন এবং আমাদেরকে মাত্রা ছাড়িয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়তে দেবেন না। তিনি আমাদের আত্মিক বোঝায় জর্জরিত করবেন না, আমাদের আত্মিক গর্বকে তিনি প্রতিকার দান করবেন। এই দেহের ভেতরে কণ্টককে বলা হয়েছে শয়তানের দূত, যা সে পৌলের দেহে কোন ধরনের ভাল পরিকল্পনা নিয়ে পায় নি, বরং উল্টো সে সমস্ত প্রকার মন্দ অভিসন্ধি দিয়ে এই কণ্টক প্রেরণ করেছে, যাতে করে সে পৌলকে তার প্রতিটি কাজে বাধা দান করতে পারে (যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন মহান অনুগ্রহ পেয়েছেন) এবং তাঁকে তাঁর কাজে বাধা দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর এই কাজ করেছিলেন ভাল উদ্দেশ্যে, এবং তিনি তা মঙ্গল সাধনের জন্য কাজে লাগিয়েছেন। তিনি শয়তানের এই দূতকে এমনভাবে পৌলকে বাধা দেওয়ার জন্য রেখেছেন যেন তিনি তাঁর আচরণের দিক থেকে স্থির ও অটল থাকেন।

৩. পৌল ঈশ্বরের কাছে একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি এই কাটা তুলে নেন। লক্ষ্য করুন, প্রার্থনা সমস্ত ব্যথার উপশমকারী, প্রত্যেক ঘায়ের মলম; আর যখন আমরা মাংসে কোন কণ্টকের সম্মুখীন হই, সে সময় আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই প্রার্থনার সমর্পণ করা উচিত। এই কারণে আমরা অনেক সময় প্রলোভিত হই যেন আমরা প্রার্থনা করতে শিখি। প্রেরিত পৌল তিনবার ঈশ্বরের কাছে বিনতি করেছিলেন, যেন এই কণ্টক তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়, পদ ৮। লক্ষ্য করুন, যদিও আমাদের আত্মিক সুফল দানের জন্যই পীড়া আসে, তথাপি আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি যেন তিনি তা তুলে নেন। সেই সাথে আমাদের এই আশাও করতে হবে যেন এর যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা শেষ পর্যন্ত যেন সফল হয়। পৌল একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁর অনুরোধ পুনরাবৃত্তি করেছিলেন বারবার। তিনি প্রভুর কাছে তিন বার বিনতি করেছিলেন, অর্থাৎ কিছু

সময় পর পরই করেছিলেন। এই কারণে যদি প্রথম প্রার্থনার একটি উত্তর দেওয়া না হয়, কিংবা দ্বিতীয় প্রার্থনারও উত্তর দেওয়া না হয়, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে এবং স্থির থাকতে হবে, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এর উত্তর পাই। খ্রীষ্ট নিজে তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে তিন বার প্রার্থনা করেছিলেন। সমস্যা যেমন বার বার আমাদের কাছে ফিরে আসে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, ঠিক সেভাবে আমাদেরকে অবশ্যই প্রার্থনাতে একাগ্র হতে হবে, যা আমাদেরকে উত্তর পাইয়ে দেবে।

৪. পৌলের প্রার্থনার যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল তার বিবরণ এই অংশে আমরা দেখতে পাই, যদিও তাঁর সমস্যাটি দূরীভূত হয় নি, তথাপি এর বিপরীতে তিনি একটি সম্যক সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন: আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট। লক্ষ্য করুন:-

(১) যদিও ঈশ্বর বিশ্বাস সহকারে কৃত প্রার্থনা গ্রহণ করেন, তথাপি তিনি সব সময় আমাদের প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে উত্তর দেন না; কারণ তিনি মাঝে মাঝে যেমন ক্রোধে আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করেন, তেমনই আবার কখনো কখনো ভালবাসায় আমাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন।

(২) ঈশ্বর যখন আমাদের সমস্যা ও প্রলোভন তুলে নেন না, তখনও তিনি আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে অনুগ্রহ দান করেন যা আমাদের জন্য যথেষ্ট, আমাদের অভিযোগ করার কিছু নেই, কিংবা এ কথা বলার কিছু নেই যে, তিনি আমাদের সাথে অন্যায্য আচরণ করে থাকেন। এটি আমাদের জন্য আসলে একটি দারুন সান্ত্বনার বিষয়। যে কাটাই আমাদের দেহে গেঁথে থাকুক না কেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সান্ত্বনা দান করে, যা এই বেদনা ভুলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। অনুগ্রহ দু'টি বিষয়কে তাৎপর্যময় করে তোলে:-

[১] আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গল কামনা, এবং এটিই আমাদেরকে আলোকিত করে তোলা এবং জীবন্ত করে তোলার জন্য যথেষ্ট, আমাদেরকে শক্তিশালী করে তোলা এবং আমাদেরকে সান্ত্বনা দান করার জন্য যথেষ্ট। তিনি তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আমাদের রূহকে আনন্দিত করে তুলতে পারেন এবং সকল প্রকার দুর্দশায় ও পীড়নে আমাদেরকে সুখী করে তুলতে পারেন।

[২] আমাদের মাঝে ঈশ্বরের উত্তম কাজ, আমাদের মস্তক স্বরূপ খ্রীষ্টের মধ্যে যে পূর্ণতা রয়েছে, তাঁর কাছ থেকে আমরা যে অনুগ্রহ গ্রহণ করি; এবং তার কাছ থেকেই আমরা তা সব সময় পেয়ে থাকি যা আমাদের, অর্থাৎ তাঁর দেহের জন্য উপযোগী এবং গ্রহণযোগ্য এবং যথেষ্ট। খ্রীষ্ট যীশু আমাদের পরিস্থিতি বুঝতে পারেন এবং তিনি আমাদের অভাব জানেন এবং তিনি অবশ্যই আমাদের পীড়া অনুসারে আমাদেরকে ঔষধ দান করবেন, এবং তিনি শুধু যে আমাদেরকে সুস্থ করবেন তাই নয়, সেই সাথে আমাদেরকে শক্তিশালীও করে তুলবেন। তাঁর শক্তি আমাদের দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়। এভাবেই তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশিত হয় ও উদ্ভাসিত হয়; তিনি শিশুদের ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ থেকেও তাঁর প্রশংসা নির্গত করবেন।

গ. এখানে আমরা দেখি কীভাবে প্রেরিত পৌল তাঁর এই অনুগ্রহকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন: তিনি তাঁর দুর্বলতায় গর্ব করেছেন (পদ ৯), এবং তাতে আনন্দ করেছেন, পদ

১০। তিনি তাঁর পাপ পূর্ণ অক্ষমতার কথা বোঝান নি (এর কারণে আমাদের অবশ্যই লজ্জিত হতে হবে), কিন্তু তিনি তাঁর পীড়ন ও বেদনার কথা বুঝিয়েছেন, খ্রীষ্টের জন্য তাঁর তিরস্কার, তাঁর প্রয়োজনীয়তা, তাঁর অত্যাচার এবং দুর্দশার কথা বুঝিয়েছেন, পদ ১০। আর এই সমস্ত বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে তাঁর মহিমা ও আনন্দের যুক্তি ছিল আসলে এই– খ্রীষ্টের জন্য ক্ষমতার প্রকাশ এবং তাঁর উপরে তাঁর অনুগ্রহের স্থাপন ছিল পৌলের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ, যার মধ্য দিয়ে তিনি স্বর্গীয় অনুগ্রহের প্রচুর পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, যাতে করে তিনি বলতে পারেন যে, যখন আমি দুর্বল থাকবো, তখন আমি শক্তিশালী হব। এটি একটি খ্রীষ্টান দ্বৈত মত: যখন আমরা নিজেরা দুর্বল থাকি, সে সময় আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে শক্তিশালী থাকি। যখন আমরা নিজেদেরকে দুর্বল বলে মনে করি, তখন আমরা নিজেদের মধ্য থেকে বের হয়ে খ্রীষ্টের কাছে চলে যাই এবং আমরা তার কাছ থেকে শক্তি গ্রহণ করার জন্য যোগ্য হই এবং অধিকাংশ স্বর্গীয় শক্তি ও অনুগ্রহের যোগান পাই যা আমাদের জন্য প্রয়োজন।

২ করিন্থীয় ১২:১১-২১ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পৌল দু'ভাবে করিন্থীয়দের প্রতি কথা বলেছেন:-

ক. তাদের মধ্যে যে ভুল ভ্রান্তি ছিল তার জন্য তিনি তাদেরকে দোষারোপ করেছেন; মূলত যাতে করে তারা আর তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নিয়ে দাঁড়াতে না পারে, যা তারা এর আগে করেছে। আর তাই এখন তাঁর জন্য নিজের পক্ষ সমর্থন করে কিছু বলা আরও বেশি প্রয়োজন ছিল। তারা এক দিক থেকে তাঁর নিজেকে নিজের প্রশংসা করার জন্য বাধ্য করেছে, কারণ তাদেরই তাঁর প্রশংসা করা উচিত ছিল, পদ ১১। আর যদি তারা তা করতো, কিংবা তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ততপক্ষে তা করতো, তাহলেও বলা যেত যে, তারা তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু তারা তা করে নি বলেই তাঁর পক্ষে এই কাজটি নিজেই করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। তিনি তাদেরকে আরও বললেন যে, তাঁর পক্ষে তাঁর নিজের জন্য কিছু বলা একেবারেই উচিত ছিল না, কারণ তাদেরই ভাল যুক্তি ছিল তাঁর জন্য কিছু বলার, তাঁর প্রশংসা করার, কারণ যদিও তিনি তাঁর নিজের মতে কিছু ছিলেন না, তথাপি তিনি প্রধান প্রেরিতদের চেয়ে কম কিছু ছিলেন না, কারণ তিনি তাদেরকে তাঁর প্রৈরিতিক দায়িত্বের পূর্ণ নিশ্চয়তা ও প্রমাণ দেখিয়েছিলেন। প্রেরিতের চিহ্ন সকল তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে, নানা চিহ্ন-কার্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও কুদরতি-কাজ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। লক্ষ্য করুন:-

১. একজন ভাল মানুষ যখন তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন এবং আমাদের জন্য মঙ্গল সাধন করেন, তখন আমাদের অবশ্যই উচিত তার যথাযথ স্বীকৃতি জানানো এবং তাকে যথাযথভাবে সম্মান জানানো, আর আমরা অবশ্যই বিশেষভাবে দায়বদ্ধ থাকি তার কাছ থেকে সুফল লাভ করার জন্য, বিশেষভাবে আত্মিক সুফল লাভ করার কারণে, যেন আমরা তাকে আমাদের মঙ্গলের জন্য স্থাপিত ঈশ্বরের বিশেষ কার্যকারী হিসেবে স্বীকৃতি

জানাই ও তার কাজের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ হই এবং আমরা যেন তাদের পক্ষ সমর্থন করি যখন অন্যরা তাদেরকে বিরোধিতার মুখে দাঁড় করায়।

২. আমরা অন্যদের কাছে যতই সম্মানিত হই না কেন এবং অন্যরা আমাদের প্রতি যতই শ্রদ্ধা পোষণ করুক ও আমাদেরকে গৌরব দান করুক না কেন, আমাদের অবশ্যই সব সময় আমাদের নিজেদের বিষয়ে নম্রতার সাথে চিন্তা করতে হবে। এই মহান প্রেরিতের মাঝে এর একটি দারুন দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, যিনি নিজেকে কিছুই না বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও সত্যিকার অর্থে তিনি সেই প্রধান ও মহান প্রেরিতদের চেয়ে একটুও পিছিয়ে ছিলেন না, কিন্তু তথাপি তিনি কখনোই প্রশংসা ও সম্মানের পেছনে ছোটেন নি। তিনি তাঁর নিজের প্রশংসা করা থেকে সব সময়ই পিছ-পা ছিলেন, আর তাই যখন তার নিজের আত্ম রক্ষা করার প্রয়োজন হয়ে পড়লো তখনই কেবল তিনি তাঁর নিজের বিষয়ে বলছেন।

খ. তিনি তাঁর আচরণ এবং তাদের প্রতি তাঁর দয়াসুলভ মনোভাবের বিষয়ে একটি বিধৃত বিবরণ দান করেছেন, যেখানে আমরা সুসমাচারের একজন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী ও প্রেরিতের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

১. তিনি তাদের প্রতি বোঝা হতে চান নি, কিংবা তাদের কাছ থেকে কখনো কিছু নিতেও চান নি, বরং তিনি সব সময় শুধুই তাদের মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন (পদ ১৩) তিনি কখনো তাদের উপরে বোঝা হিসেবে থাকেন নি এর আগে, এবং তিনি এ কথা বলছেন (পদ ১৪) যে, তিনি এরপর যখন তাদের কাছে আসবেন তখনও তিনি তাদের প্রতি বোঝা স্বরূপ হবেন না। তিনি তাদের টাকা পয়সা কিছুই নেন নি, তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের পারিশ্রমিক নেন নি, তাদের অর্থের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিল না: আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন কিছুর পাবার চেষ্টা করি নি কিন্তু তোমাদেরই পাবার চেষ্টা করছি। তিনি তাঁর নিজেকে ধনী করার চিন্তা করেন নি, কিন্তু তিনি শুধুই তাদের আত্মাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। তিনি তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিজের ধন ও সম্পত্তি গড়ে তুলতে চান নি, কিন্তু তিনি শুধুই তাদেরকে খ্রীষ্টের জন্য জয় করতে চেয়েছেন, যার দাস ছিলেন তিনি নিজে। লক্ষ্য করুন, যারা নিজেদেরকে মেষের লোমের তৈরি পোশাক গায়ে জড়াতে চায়, কিন্তু মেষদের যত্ন নেয় না, তারা আসলে ভাড়াটে পালক এবং কোন মতেই তারা উত্তম মেষপালক নয়।

২. তিনি আনন্দের সাথে তাদের জন্য ব্যয় করবেন এবং নিজেকেও দিয়ে দেবেন (পদ ১৫); এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাদের মঙ্গলের জন্য নিজের আঘাত সয়ে, ক্ষতির শিকার হয়েও মুখ বুজে সব সহ্য করে যাবেন। তিনি তাঁর সময়, তাঁর শক্তি, তাঁর আগ্রহ, তাঁর দায়িত্ব, সবই তাদের জন্য ব্যয় করেছেন, আর তা তিনি করেছেন শুধুমাত্র তাদের সুবিধার্থে, তাদের মঙ্গল সাধন করার জন্য। তিনি নিজেকে তাদের জন্য নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছেন, ঠিক মোমবাতির মত, যা অন্যকে আলো বিলিয়ে দিয়ে নিজে নিঃশেষ হয়ে যায়।

৩. তিনি তাদের প্রতি তার ভালবাসা দানে কোন প্রকার কার্পণ্য করেন নি, তারা তাঁর প্রতি

যত অকৃতজ্ঞতা এবং নির্দয়তাই দেখাক না কেন। আর সেই কারণে তিনি তাদের জন্য হাসি মুখে সমস্ত ব্যথা বেদনা সহ্য করেছেন, যদিও যত বেশি তিনি তাদেরকে ভালবেসেছেন, ততই তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, পদ ১৫। এটি অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সত্য: যদি আমাদের প্রতি অন্যান্যদের দায়িত্বের পালনের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি দেখা দেয়, তার মানে এই নয় যে, আমরাও তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবো।

৪. তিনি শুধু এই কারণেই সতর্ক ছিলেন না যে, তিনি যেন কারও প্রতি বোঝা স্বরূপ না হন। বরং সেই সাথে তিনি এই বিষয়েও সতর্ক ছিলেন যেন যাদেরকে তিনি নিয়োগ দান করেছেন তাদের কেউই বোঝাস্বরূপ না হন। সম্ভবত এটাই সেই কথার অর্থ, যা আমরা ১৬-১৮ পদে পাঠ করেছি। যদি কেউ এ বিষয়ে কোন বিরোধিতা করেই থাকে যে, যদি তিনি নিজে তাদেরকে ভারগ্রস্ত করেন নি, কিন্তু তথাপি তিনি ধূর্ত হওয়াতে ছলনায় তাদেরকে ভুলিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি তাদের মধ্যে এমন লোকদেরকে পাঠিয়েছেন যারা তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে এবং পরবর্তী তা পৌলের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন: “এমন কিছুই ঘটে নি,” পৌল বলেছেন। “আমি নিজে এর থেকে কোন ধরনের লাভ খুঁজি নি, কিংবা আমি যাদেরকে পাঠিয়েছি তাদেরকে দিয়েও আমি কোন ধরনের লাভের আশায় তোমাদের কাছে পাই নি। বরং আমি চেয়েছি আমার ও তাদের কাজে মধ্য দিয়ে যেন শুধুমাত্র সুসমাচারের অগ্রগতিসম্পন্ন হয় এবং তাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব সহজ করে যেন তা উপস্থাপন করা যায়। তীতও তা করে নি, কিংবা অন্য কেউই তা করে নি– আমরা একই আত্মায় এবং একই পদক্ষেপে চলেছি।” তারা এই বিষয়ে সকলে একমত হয়েছিল যেন তারা সবচেয়ে যা উত্তম তা করতে পারেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে তারা যেন কোনভাবেই তাদের জন্য বোঝা স্বরূপ না হয়ে পড়েন, তাদের উপরে ভারগ্রস্ত হয়ে না পড়েন। কিংবা, এটি পাঠ করা প্রয়োজন একটি তদন্তের আকারে, যা তার নিজের এবং সেই সাথে তার সহকর্মীদের প্রতি যে ধূর্ততা ও প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছিল সেটি তিনি খণ্ডন করতে পারেন।

৫. তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি যে কোন কিছু যেটাই করেছেন সেটা মঙ্গল সাধনের জন্য করেছেন, পদ ১৯। এটাই ছিল তাঁর মহান লক্ষ্য ও পরিকল্পনা, মঙ্গল সাধন করা, সঠিকভাবে ভিত্তি স্থাপন করা, এবং এরপরে অত্যন্ত যত্ন ও সময় নিয়ে এর উপরে অবকাঠামো ও স্থাপনা নির্মাণ করা।

৬. তিনি তাঁর দায়িত্ব থেকে কখনোই তাদেরকে অসন্তুষ্ট করার ভয়ে সরে যান নি। তিনি সব সময়ই তথাপি সতর্ক ছিলেন যেন তিনি সব সময় নিজেকে তাদের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। এই কারণে তিনি তাদের কাছে পাপ তিরস্কার করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, যদিও তিনি তাদেরকে যে অবস্থায় দেখতে চেয়েছিলেন সে অবস্থায় তারা ছিল না, পদ ২০। প্রেরিত পৌল এখানে উল্লেখ করছেন একাধিক পাপের কথা যা তাদের ধর্মীয় শিক্ষকদের মধ্যে বহুল পরিমাণে দেখা গিয়েছিল এবং তা ছিল অত্যন্ত পরিমাণে তিরস্কারযোগ্য: ঝগড়া, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, পরনিন্দা, কুৎসা, অহংকার, বিশৃঙ্খলা;

এবং যদিও যারা এই পাপের দোষে দোষী থাকে তারা সহজে তাদের প্রতি কৃত অভিযোগ ও তিরস্কার সহ্য করতে পারে না, তথাপি বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের উচিত কোনভাবেই তাদেরকে তিরস্কার করতে এবং তাদের মধ্যে যে ভুল ভ্রান্তি ও পাপ রয়েছে তা ধরিয়ে দিতে ভয় না পাওয়া, কারণ তা প্রকাশে এবং ব্যক্তিগতভাবে করা প্রয়োজন ক্ষেত্র বিশেষ অনুসারে।

৭. তিনি তাদের এই বিষয়টি চিন্তা করে বেশ দুঃখ পাচ্ছিলেন যে, তিনি তাদের মধ্যে গেলে পর বিভিন্ন পাপ ও বিশৃঙ্খলা দেখতে পাবেন এবং সেটি তাদের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক পাপ পূর্ণ হবে। এই বিষয়ে তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন এবং তিনি তাদেরকে এ কথাও বললেন যে, এটি তাদের জন্য এক মহা দুঃখ এবং শোকের বিষয় হবে। লক্ষ্য করুন:-

(১) ধর্মীয় শিক্ষকদের মিথ্যা এবং ভুল দৃষ্টান্ত একজন উত্তম পরিচর্যাকারীর কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ঈশ্বর অনেক সময় এই উপায়ে তাদেরকে নত ও নম্র করেন, যারা প্রলোভনে পড়ে নিজেদেরকে গর্বিত বোধ করতে থাকে: আমার ভয় হচ্ছে, আমি পুনর্বার আসলে আমার ঈশ্বর তোমাদের সম্মুখে আমাকে নত করেন।

(২) আমাদের তাদের জন্য দুঃখ ও শোক করা উচিত, যারা পাপ করেও অনুতাপ না করে, যারা পূর্বে পাপ করেছে কিন্তু তাদের নিজেদের কৃত সেই অশুচি কাজ, ব্যভিচার ও লম্পটতার বিষয়ে অনুতাপ করে নি, পদ ২১। যদি এই সমস্ত পাপীরা তাদের পাপের কারণে এখনও অনুতাপ না করে থাকে এবং এমন কি অনুগ্রহও না পেয়ে থাকে, তাহলে তাদের অবস্থা আসলেই শোক করার মত এবং যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে এবং তাদেরকে ভালবাসে, তাদের অবশ্যই উচিত এই লোকদের জন্য দুঃখ করা।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১৩

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল একগুঁয়ে মনের অধিকারী পাপীদের প্রতি কঠোর হওয়ার ব্যাপারে হুমকি দিয়েছেন এবং এর যুক্তি দান করেছেন (পদ ১-৬); এরপর তিনি ঈশ্বরের কাছে একটি উপযুক্ত প্রার্থনা করেছেন করিন্থীয়দের পক্ষে, সেই সাথে তার নিজের মিনতিও তিনি প্রকাশ করেছেন (পদ ৭-১০), এবং তিনি তাঁর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে এই পত্রটির সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

২ করিন্থীয় ১৩:১-৬ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:-

ক. পৌল একগুঁয়ে ও অনুতাপবিহীন পাপীদের প্রতি কঠোর হওয়ার ব্যাপারে সর্তক বাণী প্রকাশ করছেন। তিনি তাদের প্রথমে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন এবং এখন তিনি তাদেরকে দ্বিতীয় আরেকটি পত্র পাঠাচ্ছেন, যেখানে তিনি তাদেরকে সঠিকভাবে সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য নির্দেশনা দিচ্ছেন, যাতে করে তারা আবার বিশ্বাসীদের সমাজে গৃহীত হতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

১. যে সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক তিনি এই সতর্ক বাণী প্রদান করেছেন: তিনি কঠোর হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের তাড়াহুড়ো করেন নি, বরং তিনি প্রথম ও দ্বিতীয়, মোট দু'টি সতর্ক বার্তা প্রেরণ করেছেন। অনেকে তাঁর কথা এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন (পদ ১): এই তৃতীয়বারের মত আমি তোমাদের কাছে আসছি। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয়বার বলতে তাঁর পত্রগুলোকে বুঝিয়েছেন, যার মাধ্যমে তিনি তাদের সংস্কার করতে চেয়েছেন, যেন তিনি তাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবেই উপস্থিত হয়েছেন, যদিও তিনি আসলে অনুপস্থিত ছিলেন, পদ ২। এই ব্যাখ্যা অনুসারে এই দুটি পত্র ছিল সেই সাক্ষী যার কথা তিনি প্রথম পদে বলেছেন আমাদের পরিত্রাণকর্তার নির্দেশের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে (মথি ১৭:১৬) তিনি এই বিষয়টি নিয়ে এ কথা ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁর বিরোধিতাকারীদের উচিত সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করার আগেই ফিরে আসা, যেমনটা মোশির ব্যবস্থায় (দ্বি. বি. ১৭:৬; ১৯:১৫) অপরাধীদের বিচার করার ক্ষেত্রে বিচারকদের নীতি ছিল। আমাদেরকে যেতে হবে আমাদেরকে পাঠানো হবে আমাদের ভাইদের কাছে এবং আমাদেরকে বার বার এই কাজ করতে হবে, আর তাদের যে ভুল ভ্রান্তি রয়েছে সে সম্পর্কে তাদেরকে জানাতে হবে। এভাবেই প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দেরকে বলেছেন এর আগে, তাঁর আগের পত্রটির মধ্য দিয়ে, আর এখন আবার তিনি তাদেরকে বলছেন, কিংবা তিনি এখন উপস্থিত না হয়েও আবার তাদেরকে বলছেন, যারা পাপ করেছে এবং অন্য সকলের প্রতি বলছেন। তিনি সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তৃতীয়বার আসছেন, যাতে

করে তিনি পাপী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। অন্যরা মনে করেন যে, প্রেরিত পৌল ইতোমধ্যে দুই বার করিন্থে ভ্রমণ করার জন্য পরিকল্পনা করেছেন এবং প্রস্তুতিও নিয়েছেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের কর্তত্বের কাছ থেকে বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এখন তিনি তাদেরকে জানাচ্ছেন যে, তিনি তৃতীয় বারের মত তাদের কাছে আসতে চাচ্ছেন। তবে এটাই যদি হয়, তাহলে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য করার প্রয়োজন আছে যে, তিনি হিসাব রেখেছেন যে, তিনি কত বার তাদের কাছে আসার লক্ষ্য স্থির করেছেন এবং তিনি এই করিন্থীয়দের মঙ্গল সাধনের জন্য কতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন। আর আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারি যে, স্বর্গে আমাদের জন্য একটি হিসাব রাখা হয়েছে এবং আমাদেরকে নিশ্চয়ই কোন একটি দিনে এ বিষয়ে বলা হবে যে, আমরা কখন কোন আত্মার সাহায্যার্থে এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং কীভাবে আমরা তাদেরকে উঠে আসতে সাহায্য করেছিলাম ও তাদের মঙ্গল সাধন করেছিলাম।

২. সতর্ত বাণীটি কী ছিল: যদি তিনি (বা যখন তিনি) আবার আসবেন (ব্যক্তিগতভাবে বা স্বশরীরে), তিনি একগুয়ে পাপীদেরকে রেহাই দেবেন না, আর অনুতাপবিহীন পাপীরা ছিল এমনই কঠিন মনের অধিকারী। তিনি তাদেরকে এর আগে বলেছেন, তিনি ভয় পেয়েছেন যে, ঈশ্বর তাকে তাদের সামনে নত করবেন, কারণ তিনি এমন কাউকে খুঁজে পাবেন যে পাপ করেছে এবং অনুতাপ করে নি; আর এখন তিনি এ কথা ঘোষণা করছেন যে, তিনি তাদেরকে ছেড়ে দেবেন না, কিন্তু তিনি তাদের উপরে মণ্ডলীর নীতি অনুসারে শাস্তি দান করবেন, যা তাদের উপরে দান করবে দৃশনীয় এবং অসাধারণ স্বর্গীয় অসন্তোষের নির্দশন। লক্ষ্য করুন, যদিও ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে বহু কাল ধরে পাপীদেরকে সহ্য করে থাকেন, তথাপি তিনি চিরকাল তাদের কাজ সহ্য করবেন না; এক সময় তিনি আসবেন এবং তাদেরকে তিনি রেহাই দেবেন না, যারা একগুঁয়ে এবং অনুতাপবিহীন থাকে, যাদেরকে তাঁর কোন চেষ্টা ও প্রক্রিয়া পরিবর্তিত করতে পারে নি।

খ. পৌল একটি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কেন তিনি এভাবে তাদের প্রতি কঠিন হবেন, মূলত তিনি তাদের প্রতি খ্রীষ্টের কথা প্রকাশ করেছেন, যার বিষয়ে তারা প্রমাণ খুঁজেছিল, পদ ৩। তাঁর প্রৈরিতিক পদের প্রমাণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল তিনি যে সুসমাচার প্রচার করছিলেন তাঁর কৃতিত্ব, নিশ্চয়তা এবং সাফল্য ঘোষণা করার জন্য; আর সেই কারণে যারা তা এভাবে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদেরকে অবশ্যই ন্যায্যভাবেই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। এটি ছিল ভণ্ড শিক্ষকদের অভিসন্ধি, যেন তারা করিন্থীয়দেরকে এই ক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলতে পারে, যাতে তারা মোটেও দুর্বল ছিল না, বরং শক্তিশালী এবং যথাযোগ্য প্রমাণ ছিল তাদের কাছে (পদ ৩), যদিও তিনি এই পৃথিবীতে অত্যন্ত সাধারণ ও সামান্য চেহারার অধিকারী ছিলেন ও তার উপরে অনেকের ক্ষোভ ও শত্রুতা ছিল। এমন কি খ্রীষ্ট নিজেও দুর্বলতায় ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কিংবা তিনি ক্রুশে একজন দুর্বল ও অসহায় মানুষ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছেন, কিন্তু তিনি জীবন ধারণ করেছেন ঈশ্বরের ক্ষমতায়, এবং তাঁর পুনরুত্থান ও সমগ্র জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন স্বর্গীয় শক্তি ও ক্ষমতা (পদ ৪)। আর ঠিক সেভাবেই প্রেরিত পৌল বাহ্যিকভাবে যত হীন এবং সামান্য ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশিত

হোন না কেন, তথাপি তিনি ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রকাশের উপকরণ হিসেবে এই পৃথিবীতে অত্যন্ত ভাল কাজ করেছেন এবং তিনি করিন্থীয়দের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। আর সেই কারণেই করিন্থীয়দের কাছে পৌলের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের কথা বলার উদাহরণ হিসেবে তিনি তাদেরকে তাদের নিজেদের খ্রীষ্টানিটি পরীক্ষা করার প্রস্তাব রেখেছেন (পদ ৫): নিজেদেরকে পরীক্ষা করে দেখ, তোমাদের বিশ্বাস আছে কি না। এখানে তিনি এ কথা প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা তাদের নিজেদের খ্রীষ্টানিটি প্রমাণ করে দেখাতে পারে, তাহলে তিনিও তাঁর নিজ প্রৈরিতিক পদমর্যাদার যোগ্যতা প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন; কারণ যদি তারা বিশ্বাস রাখে, যদি যীশু খ্রীষ্ট সত্যিই তাদের মধ্যে থেকে থাকেন, তাহলে এটাই প্রমাণ দেবে যে, খ্রীষ্ট তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলছেন, কারণ তাঁর পরিচর্যার কাজের মধ্য দিয়েই তারা বিশ্বাস করেছিল। তিনি শুধু যে তাদের নির্দেশনাদাতা তা নয়, সেই সাথে তিনি তাদের আত্মিকও পিতাও বটে। তিনি তাদেরকে খ্রীষ্টের সুসমাচারে জন্ম দিয়েছেন। এখন এ কথা কল্পনা করা যায় না যে, কোন স্বর্গীয় শক্তি যদি তিনি পেয়ে না-ই থাকেন, তাহলে এত বড় পরিচর্যা কাজ ও দায়িত্ব তিনি কীভাবে একা চালিয়ে গেলেন এবং তা সফল করলেন। এই কারণে যদি তারা নিজেদেরকে অকৃতকার্য নয় এবং খ্রীষ্টের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত নয় বলে প্রমাণ করতে পারে, তাহলেই কেবল তারা জানতে পারবে যে, পৌল অকৃতকার্য নন (পদ ৬), তিনি খ্রীষ্টের কাছে প্রত্যাখ্যাত হন নি। এখানে প্রেরিত পৌল যা বলছেন তা হচ্ছে, করিন্থীয়দের দায়িত্ব হল নিজেদেরকে পরীক্ষা করে দেখা, যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা এবং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তারা নিজেদেরকে ন্যায্যভাবে খ্রীষ্টান বলে সম্বোধন করতে পারে। আমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, আমাদের মধ্যে বিশ্বাস সঠিক অবস্থানে রয়েছে কি না, কারণ এটি এমন একটি বিষয় যার প্রসঙ্গ ধরে আমরা খুব সহজে প্রতারিত হতে পারি, এবং এই ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতারণা দারুনভাবে বিপজ্জনক হতে পারে। এই কারণে আমাদেরকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা আমাদের নিজেদেরকে যথাযথ বিশ্বাসে স্থির রয়েছি বলে প্রমাণ করতে পারি, যাতে করে আমরা আমাদের নিজেদের আত্মায় এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি যে, খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে রয়েছেন না কি নেই। আর খ্রীষ্ট যদি আমাদের মাঝে থাকেন, তাহলে আমরা কোন মতেই অকৃতকার্য হব না; এই কারণে এই তুলনার প্রেক্ষিতে বেরিয়ে আসবে যে, আমরা আসলে সত্যিকার খ্রীষ্টান না কি বিরাট ধোঁকাবাজ। একজন মানুষের জন্য নিজেকে না চেনা এবং নিজের আত্মাকে না জানা কত না অ বিশ্বাসের একটি বিষয়!

২ করিন্থীয় ১৩:৭-১০ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. করিন্থীয়দের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে পৌলের প্রার্থনা, যাতে করে তারা কোন মন্দ কাজ না করে, পদ ৭। এটিই সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রার্থনা যা আমরা ঈশ্বরের কাছে করতে পারি, যা

একাধারে আমাদের জন্য এবং আমাদের বন্ধুদের জন্য করা প্রয়োজন, যাতে করে আমরা আমাদের সম্ভাব্য সকল পাপ থেকে দূরে থাকতে পারি, কারণ প্রার্থনা ছাড়া আমরা নিজেদেরকে শুদ্ধ ও নিস্পাপ রাখতে পারি না। আমাদের প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আরও বেশি করে সচেতন হতে হবে যেন আমরা কোন মন্দ কাজ না করি, বিশেষ করে যখন আমরা কোন মন্দতায় পতিত হওয়ার প্রলোভনে পড়ি ও দুর্বল অবস্থানে থাকি।

খ. যে কারণে পৌল করিন্থীয়দের পক্ষ হয়ে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেছিলেন, সে বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটি মূল বিষয়বস্তু যার উপর ভিত্তি করে তিনি এই পত্রটি করিন্থীয়দের কাছে রচনা করেছেন। লক্ষ্য করুন, তিনি তাদেরকে বলছেন:-

১. এটি তাঁর নিজের কোন ব্যক্তিগত সম্মানের কারণে বা ধর্মের মর্যাদার কারণে তিনি করেন নি: "পরীক্ষায় আমাদের কৃতকার্যতা যেন প্রমাণিত হয় এই জন্য নয়, বরং এই জন্য যে, যদিও আমরা অকৃতকার্যের মত হই তবুও তোমরা যেন সৎকর্ম কর এবং অকৃতকার্য না হও," পদ ৭। লক্ষ্য করুন:-

(১) সুসমাচারের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের সবচেয়ে মহান আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে তারা যেন সুসমাচারকে সম্মানের আসনে স্থাপন করে রেখে তা প্রচার করতে পারেন এবং তাদের ব্যক্তিত্ব যেন কোনভাবে কলুষিত হতে না পারে।

(২) আমাদের পবিত্র ধর্মকে সবচেয়ে ভালভাবে গ্রহণ করার উপায় হচ্ছে যা সৎ তা পালন করা এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারের পথ অনুসারে চলা।

২. এর আরেকটি যুক্তি হচ্ছে এই: যাতে করে তিনি যখন তাদের কাছে আসবেন যখন যেন তারা সকল প্রকার অভিযোগ ও দোষ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে ৮ পদে, আমরা সত্যের বিপক্ষে কিছুই করতে পারি না, কেবল সত্যের সপক্ষে করতে পারি। যদি এই কারণে তারা কোন ধরনের মন্দ কাজ না করে, কিংবা সুসমাচারের সাথে সম্পৃক্ত তাদের পেশা ব্যতীত আর ভিন্ন কিছু বা এর বিপরীত কিছু না করেন, তাহলে অবশ্যই পৌলের কোন ক্ষমতা থাকবে না তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার বা তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার। তিনি এর আগে বলেছিলেন (২ করিন্থীয় ১০:৮) এবং এখানেও বলছেন (পদ ১০) যে, প্রভু তাঁকে শক্তি দিয়েছেন তা ছিল কল্যাণের জন্য, ধ্বংসের জন্য নয়; এই কারণে যদিও পৌলকে মহা ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করা হয়েছিল সুসমাচারের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য, তথাপি তিনি এমন কিছু করতে পারেন না যা সত্যকে ক্ষুণ্ণ করে, কিংবা যারা তা মান্য করে তারা অনুৎসাহিত হয়। তিনি যে করতে পারতেন না তা নয়, কিন্তু তিনি তা করবেন না, সেই কাজ তিনি করতে চান না। তিনি সত্যের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখেন না; আর এটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় যে, কীভাবে পৌল তাঁর অক্ষমতার প্রতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে তাতে আনন্দ প্রকাশ করেছেন: "আমরা আনন্দিত হই," তিনি বলছেন (পদ ৯), "যখন আমরা দুর্বল হই এবং তোমরা শক্তিশালী হও; এর অর্থ হচ্ছে, আমাদের এমন কোন ক্ষমতা থাকে না যে, যারা বিশ্বাসে শক্তিশালী

এবং যারা তাদের ভাল কাজে ফল দান করে তাদের বিচার করবো।” অনেকে এই অংশটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন: “যদিও আমরা বিরোধিতা এবং নির্যাতনের কারণে দুর্বল, আমরা তা ধৈর্য সহকারে সইতে পারি এবং সেই সাথে আনন্দ করতে পারি, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা শক্তিশালী হয়েছ এবং তোমরা পবিত্রতায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে এবং ভাল কাজ করছো।”

৩. তিনি তাদের যথার্থতার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছেন (পদ ৯); এর অর্থ হচ্ছে, তারা যেন আন্তরিক হয়, এবং পবিত্রতা ও যথার্থতা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়, অর্থাৎ সুসমাচারের পথ অনুসারে চলার জন্য একাগ্র হয়, কিংবা তিনি আশা করেছিলেন যেন তাদের মধ্যে এক দারুন জাগরণ সৃষ্টি হয়। তিনি শুধু এটি আশা করেন নি যে, তারা পাপ থেকে দূরে থাকবে, বরং সেই সাথে তিনি এটাও আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যেন তারা অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করে এবং পবিত্রতায় সমৃদ্ধি লাভ করে, এবং তাদের মধ্যে যত প্রকারের ভুল ত্রুটি ও দোষ থাকুক না কেন, তা যেন সংশোধিত হয় এবং তারা যেন শুদ্ধ হয়। এটিই ছিল পৌলের এই পত্রটি লেখার পেছনে সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য (অর্থাৎ পত্রে তিনি যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক সাবধানতা ও সতর্ক বার্তা দান করেছেন সেগুলো), এই কারণেই আমি অনুপস্থিত থেকে এসব কথা লিখলাম যেন উপস্থিত হলে প্রভুর দত্ত ক্ষমতা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে না হয় (পদ ১০), অর্থাৎ তিনি প্রেরিত হিসেবে তাঁর ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রয়োগ তাদের মধ্যে ঘটাতে চান নি যা ঈশ্বর তাঁকে দান করেছেন, যেন তিনি সকল অবাধ্যতার শোধ নিতে পারেন, ২ করিন্থীয় ১০:৬।

২ করিন্থীয় ১৩:১১-১৪ পদ

এভাবেই প্রেরিত পৌল তাঁর পত্রটি শেষ করেছেন:-

ক. একটি শুভ কামনাস্বরূপ বাণী। তিনি তাদেরকে সমাপনী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং এখনকার মত তাদেরকে বিদায় জানিয়েছেন, তাদের আত্মিক মঙ্গল সাধনের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে:-

১. তিনি তাদেরকে একাধিক বিষয়ে শুভ কামনা জানিয়েছেন।

(১) তারা যেন উপযুক্ত হয়, কিংবা একে অপরকে ভালবাসায় গেঁথে তোলে, যা তাদের নিজ মণ্ডলী ও খ্রীষ্টান সমাজের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।

(২) তারা যেন সকল প্রকার দুঃখ দুর্দশা এবং নির্যাতনের মধ্যেও খ্রীষ্টের জন্য স্থির থাকে কিংবা তারা এই পৃথিবীতে যেমন দুর্যোগ ও হতাশার সম্মুখীনই হোক না কেন তারা যেন দৃঢ় প্রত্যয়ী থাকে।

(৩) তারা যেন সকলে এক মনের অধিকারী হয়, যা তাদেরকে দারুনভাবে সান্ত্বনা দান করবে; কারণ আমরা আমাদের ভাইদের মাঝে যতটা সান্ত্বনা বোধ করবো, ততই আমাদের

আত্মা সান্ত্বনা পাবে ও আমরা অন্তরে শান্তি পাব। পৌলের চেয়েছিলেন যেন তারা যতটা সম্ভব একই নীতি ও মতের অধীনে চলে; যদিও এখনও খ্রীষ্টান সমাজে তা অর্জন করা সম্ভব হয় নি।

(৪) তিনি তাদেরকে শান্তিতে জীবন ধারণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন, যাতে করে তাদের মধ্যে ভিন্ন মতামত দেখা গেলেও তারা যেন কোনভাবেই একের প্রতি অপরের ভালবাসার মনোভাব হারিয়ে না ফেলে এবং তাদের মধ্যে যেন কোন ধরনের দূরত্ব তৈরি না হয়। তাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে ভেতরে শান্তি বজায় রাখতে হবে। তিনি তাদের ভেতরে যে ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোকে নিরাময় করেছিলেন, যাতে করে তাদের মধ্যে কোন ধরনের অতৃপ্তি বা অসন্তোষ দেখা না যায়, যাতে করে তাদের মধ্যে যে ধরনের বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছিল, সেই সাথে শত্রুতা, ঈর্ষা, পরনিন্দা, কানাঘুষা ইত্যাদি শোনা যাচ্ছিল সে সবের বিপক্ষে তারা অবস্থান নিতে পারে এবং তাদের মধ্যে আর কোন ধরনের বিরোধ না থাকে।

২. তিনি তাদেরকে উৎসাহ দিলেন তাদের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে: ভালবাসার ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, পদ ১১। লক্ষ্য করুন:-

(১) আমাদের ঈশ্বর ভালবাসা ও শান্তির ঈশ্বর। তিনি শান্তির রচয়িতা এবং ভালবাসার সর্বোচ্চ আকর। তিনি আমাদেরকে ভালবেসেছেন এবং তিনি আমাদের সাথে শান্তিতে সহাবস্থান করতে চান। তিনি আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যেন আমরা তাঁকে ভালবাসি এবং তার সাথে পুনর্মিলিত হই এবং সেই সাথে আমাদের নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাথেও পুনর্মিলিত হই। আমাদের উচিত পরস্পরকে ভালবাসা এবং একে অপরের সাথে শান্তি বজায় রাখা।

(২) ঈশ্বরের তাদের সাথে থাকবেন যারা শান্তি ও ভালবাসায় বসবাস করে। তিনি তাদেরকে ভালবাসেন, যারা শান্তি ভালবাসে; তিনি তাদের সাথে এখানে বসবাস করবেন এবং তারা চিরকাল তাঁর সাথে বসবাস করবে। এমনই অনুগ্রহ পূর্ণ ও দয়াময় উপস্থিতি ঈশ্বর আমাদেরকে দান করবেন এবং তিনি এরপর থেকে সব সময় আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের অধীনেই রাখবেন।

৩. তিনি তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন যেন তারা একে অপরকে সম্ভাষণ জানায়, এবং তাদের কাছ থেকে সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করে যারা তাঁর সাথে সে সময় ছিল, পদ ১২, ১৩। তিনি চেয়েছেন তারা যেন একে অপরের প্রতি তাদের ভালবাসা পবিত্র চুম্বনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে, যার সে সময় প্রচলন ছিল, কিন্তু এরপরে দীর্ঘ সময় এই রীতি অপ্রচলিত রাখা হয়েছে, যাতে করে যে কোন প্রকার অপবিত্রতা ও অনৈতিকতা এড়ানো যায়, কারণ এই রীতিকে মণ্ডলীতে বিকৃতভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল।

খ. প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা বাণী (পদ ১৪): যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের ভালবাসা এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক। এভাবেই পৌল তাঁর পত্রটির

সমাপ্তি টানলেন এবং এটিই যে কোন উপাসনা, প্রার্থনা সভা কিংবা ধর্মীয় সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করার সর্বোত্তম বাণী। এটি পরিষ্কারভাবে সুসমাচারের মতবাদের প্রমাণ দান করে এবং এ কথায় স্বীকৃতি দান করে যে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিন জন স্বতন্ত্র তিন ব্যক্তি, কিন্তু তাঁরা এক ঈশ্বর; আর এখানেও একই কথা বলা হয়েছে যে, তাঁরাই সকল মানুষের প্রতি আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের উৎস। এটি আমাদেরকে আমাদের সকল দায়িত্বের প্রতি সচেতন করে তোলে, যা আমাদেরকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রতি বিশ্বাসের দৃষ্টি রেখে করতে হবে। আমাদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে এই তিন ব্যক্তির ত্রিত্বের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা বজায় রেখে চলতে হবে, যাঁর নামে আমরা বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত হই। এটি একটি সার্বজনীন ও ভাবগাম্ভীর্য পূর্ণ আশীর্বাদ বাণী এবং আমাদের উচিত সমস্ত একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সহকারে এই আশীর্বাদ আমাদের জীবনে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করা। খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা: পরিত্রাণকর্তা হিসেবে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, এই ত্রাণকর্তাকে যিনি প্রেরণ করেছেন সেই ঈশ্বরের ভালবাসা এবং এই অনুগ্রহ ও ভালবাসার সমস্ত সহভাগিতা যা আসে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে, যা আমাদেরকে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। আর আমরা এর চেয়ে আর কিছুতেই এত আনন্দিত হতে পারি না যেমনটা আমাদেরকে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা আনন্দিত করে। আমেন।